দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৪৩ ॥ ২৯ মে ২০২৪ ॥ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২০ জিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ঢাকায় শতভাগ পানি নিষ্কাশন হয়েছে : মেয়র আতিকুল

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে হওয়া বৃষ্টিতেও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) এলাকার প্রধান সড়কে কোথাও পানি জমে নেই। ঢাকায় শতভাগ পানি নিষ্কাশন হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তরের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ৮ম নগর সংলাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। আতিকুল ইসলাম বলেন, বনানী নেভি হেডকোয়ার্টার ও মধুবাগে পানি জমে থাকত। সড়কে পানি জমলে পানি নিষ্কাশনের জন্য সময় দিতে হবে। সিটি কর্পোরেশনের খালগুলোতে আবর্জনা ফেলছে। আবর্জনা ফেললে পানি জমবে সড়কে। এজন্য যদি আমরা কুইক রেসপন্স টিম না করতাম তাহলে এত দ্রুত সড়কে জমে থাকা পানি, ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছ ও গাছের ডাল সরাতে পারতাম না।

একনেকে ১৪৩৩৭ কোটি টাকার ১১ প্রকল্প অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার ঢাকায় শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : রোহিঙ্গাদের উন্নয়নসহ ১১ প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহীর কমিটির (একনেক)। এগুলো বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪ হাজার ৩৩৭ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। এরমধ্যে সরকারি তহবিল থেকে ৬ হাজার ৫৪১ কোটি ৫২ লাখ টাকা, বৈদেশিক ঋণ সহায়তা থেকে ৭ হাজার ৮৭৯ কোটি ১৫ লাখ টাকা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা থেকে ৮৩ কোটি ২৯ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন পরিকল্পনামন্ত্রী মেজর জেনারেল (অব) আব্দুস সালাম এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শহীদুজ্জামান সরকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা সচিব সত্যজিত কর্মকার, কৃষি, পানি ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য (সচিব) আব্দুল বাকী, এবং ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য (সচিব) ড. এমদাদউল্লাহ মিয়ান। একনেকে অনুমোদিত প্রকল্পগুলো হচ্ছে, চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার কর্ণফুলী নদী এবং সংযুক্ত খালসমূহের বিভিন্ন স্থানে ভাঙন রোধকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প। দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও আনোয়ারা উপজেলায় টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। নওগাঁ জেলার মহদেবপুর উপজেলায় ৪৮০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন চালের আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ প্রকল্প। রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্স ফর রিপুওউরপচিং অব এগ্রিকালচারাল পাবলিক সাপোর্ট ট্রুওয়ার্ডস এ সাসটেনেইএবল ফুড সিস্টেম ট্রান্সফরমেশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প। বিআইডব্লিউটিসির জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ৩৮টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প।

২-এর পাতায় দেখুন

গভীর রাত পর্যন্ত নিজেই দুর্যোগ মনিটর করেছেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানো ও উপকূলীয় এলাকার মানুষকে নিরাপদে রাখতে রাত ২টা পর্যন্ত দুর্যোগ মনিটর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী ল্যান্ডফোনে নিজেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় যোগাযোগ করে পরিস্থিতি মনিটর করেছেন, সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ঘূর্ণিঝড় নিয়ে আলোচনা হয়। পরিকল্পনামন্ত্রী আবদুস সালাম ও পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সচিব সত্যজিত কর্মকার সভা শেষে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন তুলে ধরেন। এ সময় সচিব বলেন, রাত ২টা পর্যন্ত পরিস্থিতি মনিটরিং করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ল্যান্ডফোনে নিজেই কথা বলেছেন। আমরা ফোন ব্যবহার করি। কিন্তু ল্যান্ডফোন বিপদে অনেক কাজে লাগে, এ বিষয়ে সচেতন থাকতে বলেছেন। সব সরকারি কর্মকর্তাকে দুর্গতের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ঘূর্ণিঝড়ে কী

২-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিনের নিকট মঙ্গলবার বঙ্গভবনে বাংলাদেশে গুয়েতেমালার নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ওমর লিসান্দ্রো কাস্তানেদা সোলারেস তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন -পিআইডি

রাষ্ট্রপতির কাছে তিন দেশের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকায় নিযুক্ত তিন অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার বঙ্গভবনে পৃথকভাবে পরিচয়পত্র পেশ করেন ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত কিমো লাহদেভির্তা, গুয়াতেমালার ওমর কাস্তানেদা সোলারেস এবং আয়ারল্যান্ডের কেভিন কেলি। পরে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবেদীন বলেন, "রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূতদের স্বাগত জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, "বাংলাদেশ বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধিতে আগ্রহী।" তিনি বলেন, "কূটনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং দুদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে বাংলাদেশ।" বাংলাদেশে বিরাজমান বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ ও অন্যান্য সুযোগ

২-এর পাতায় দেখুন

দেশে অবৈধ বিদেশি শ্রমিকদের তালিকা চেয়েছেন হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে কতজন বৈধ ও অবৈধ শ্রমিক কাজ করছেন, তার তালিকা করে প্রতিবেদন আকারে দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। পুলিশের মহাপরিদর্শককে এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। এ সংক্রান্ত রিটের শুনানি নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসেন দোলনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার সারোয়ার হোসেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তুষার কান্তি রায়, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল সেলিম আজাদ ও আনিচ উল মাওয়া। এর আগে বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে কতজন বৈধ ও অবৈধ শ্রমিক কাজ করছেন তার তদন্তের নির্দেশনা

২-এর পাতায় দেখুন

ঘূর্ণিঝড় রিমাল

সারা দেশে প্রাণ গেল ২১ জনের

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের তাণ্ডবে উপকূলীয় এলাকাসহ সারা দেশে অন্তত ২১ জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ঢাকাসহ ১০ জেলায় এ প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া ঝড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বহু এলাকা। ভেঙে পড়েছে কাঁচা ঘরবাড়ি, দেয়াল ও গাছপালা। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে জোয়ারের পানি। রিমালের তাণ্ডবে কোন জেলায় কতজনের মৃত্যু পটুয়াখালীতে ৩, চট্টগ্রামে ২, ঢাকায় ৪, ভোলায় ৩, বরিশালে ৩, খুলনা, সাতক্ষীরা, লালমনিরহাট, বরগুনা, কুষ্টিয়া ও কুমিল্লায় একজন করে মোট ২১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

পটুয়াখালী : ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে পটুয়াখালীতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২৬ মে) দুপুরের পর কলাপাড়ায় ফুফু ও বোনকে নিরাপদ স্থানে আনতে যাওয়ার পথে জোয়ারের পানিতে ভেসে গিয়ে মো. শরীফ (২৭) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়। ধূলাসর ইউনিয়নের কাউয়ার চর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত শরীফ অনন্তপাড়া এলাকার আবদুর রহিমের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শরীফের ফুপু মাতোয়ারা বেগম কাউয়ারচর এলাকায় বসবাস করেন। ওই বাড়িতে তার বোনও ছিল। দুপুর ২টার দিকে অনন্তপাড়া থেকে শরীফ তার বড় ভাই ও ফুফাকে নিয়ে বোন ও ফুফুকে আনতে যায়। নৌকা না থাকায় সাঁতার কেটে তারা ফুফুর ঘরে যাওয়ার সময় ঢেউয়ের তীব্র স্রোতে শরীফ হারিয়ে যান। পরে ঘণ্টাখানেক পর শরীফের মরদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। এছাড়া দুমকি উপজেলায় ঝড়ো হাওয়ায় গাছচাপায় জয়নাল হাওলাদার নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার

২-এর পাতায় দেখুন

'পরীক্ষার কারণে ঘূর্ণিঝড় স্থগিত'র ভুয়া বিজ্ঞপ্তি, থানায় জিডি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার করে 'পরীক্ষার কারণে ঘূর্ণিঝড় স্থগিত'- এমন ভুয়া বিজ্ঞপ্তি তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এ ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল মঙ্গলবার গাজীপুরের গাছা থানায় জিডি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সাইবার অপরাধীদের একটি সংঘবদ্ধ চক্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুণ্ন করার হীন প্রয়াসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বিকৃত করে অপপ্রচার চালিয়েছে। যার সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক মো. আতাউর রহমানের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

২-এর পাতায় দেখুন

দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা-অন্ধত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্বে থাকবে বাংলাদেশ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বাংলাদেশ দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা এবং অন্ধত্বের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে থাকবে। ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র এন্টিগা অ্যান্ড বারবুডার রাজধানী সেন্ট জনসে জাতিসংঘ আয়োজিত ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের চতুর্থ সম্মেলনের অফিসিয়াল সাইডলাইন ইভেন্ট সর্বজনীন চক্ষুসেবা আলোচনায় এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানায়। দক্ষিণ গোলার্ধের দেশটির আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব এন্টিগার মিলনায়তনে জাতিসংঘের গ্রুপ অব ফ্রেন্ডস অন ভিশন আয়োজিত এ আলোচনায় স্বাগতিক দেশ এন্টিগা অ্যান্ড বারবুডার পররাষ্ট্র, কৃষি ও বাণিজ্য মন্ত্রী শেত গ্রিন এবং জাতিসংঘে আয়ারল্যান্ডের স্থায়ী প্রতিনিধি ফারগাল মিথেন, পর্তুগালের স্থায়ী প্রতিনিধি পলা জাকারিয়াস, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালক ওয়ার্নার ওবারমায়ার প্রমুখ বক্তব্য দেন। ড. হাছান বিশ্বব্যাপী সবার জন্য চোখের চিকিৎসার উন্নতির লক্ষ্যে ২০২১ সালে সবার জন্য দৃষ্টি বিষয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ঐতিহাসিক রেজুলেশন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এন্টিগা অ্যান্ড বারবুডা এবং আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের নেতৃত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ইউনাইটেড নেশনস গ্রুপ অব ফ্রেন্ডস অন ভিশনের কো-চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের

২-এর পাতায় দেখুন

ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে কাঁচাবাজারে সবজির দাম বেড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে কাঁচাবাজারে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। ঝড়ের কারণে সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় বাজারে সব ধরনের সবজির দাম বেড়েছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা। বাজারে সবজি কিনতে আসা বেশির ভাগ ক্রেতারা জানিয়েছেন, সোমবার ঘূর্ণিঝড়ের সময়ও বাজারে সবজির দাম কিছুটা কম ছিল। গতকাল মঙ্গলবার সব ধরণের সবজি কেজিতে ১০ থেকে ২০ টাকা বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। তবে মুরগি, ডিম, চালসহ অন্যান্য নিত্য পণ্যের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। বিক্রেতারা বলছেন, ঝড়ের কারণে সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় পাইকারিতে দাম বাড়লে এর প্রভাব পড়েছে খুচরায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সবজির দাম কমে যাবে বলেও জানান তারা। রাজধানীর মেরাদিয়া, গোড়াণ, খিলগাঁও রেলগেটসহ পাড়া মহল্লার

২-এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টির পানি ও খানাখন্দে রাস্তায় যানবাহন চলাচলে দুর্ভোগ। ছবিটি মঙ্গলবার রাজধানীর টিটিপাড়া এলাকা থেকে তোলা।

ভিকারুননিসায় যমজ বোনকে ভর্তির নির্দেশ হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার : ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে (আজিমপুরে) প্রথম শ্রেণিতে অপেক্ষমাণ তালিকাভুক্ত যমজ বোনকে ভর্তির করানোর নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাদের ভর্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন আদালত। বিষয়টি নিশ্চিত করেন রিটকারী আইনজীবী মো. ইউনুস আলী আকন্দ। এ-সংক্রান্ত বিষয়ে এক রিটের বিষয়ে প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মো. ইউনুস আলী আকন্দ। এর আগে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রথম শ্রেণিতে ১৬৯ শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে দেওয়া হাইকোর্টের

২-এর পাতায় দেখুন

৪৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া হাইকোর্টে স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : তৃতীয় ধাপে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম ৬ মাসের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসেন দোলনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তুষার কান্তি রায়। পরে ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার তৃতীয় ধাপের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল। আর এই ফাঁস হওয়া প্রশ্নে অনেকে পরীক্ষা দিয়েছেন। ইতোমধ্যে তৃতীয় ধাপের পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হয়েছে। এ কারণে প্রকাশিত ফল নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনার তদন্ত ও পরীক্ষা প্রক্রিয়া স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন ঢাকা ও চট্টগ্রামের কয়েকজন পরীক্ষার্থী। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার তৃতীয় ধাপের (তিন পার্বত্য জেলা ছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ২১ জেলা) লিখিত পরীক্ষার সংশোধিত ফল প্রকাশ করা হয়। এতে ৪৬ হাজার ১৯৯ জন প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচিতদের ভাইভা পরীক্ষা চলমান রয়েছে। আজ হাইকোর্ট এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করলেন। গত বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম ধাপে রংপুর, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের ক্লাস্টারের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে অধিদপ্তর। এরপর ২২ মার্চ ২য় ধাপে

২-এর পাতায় দেখুন

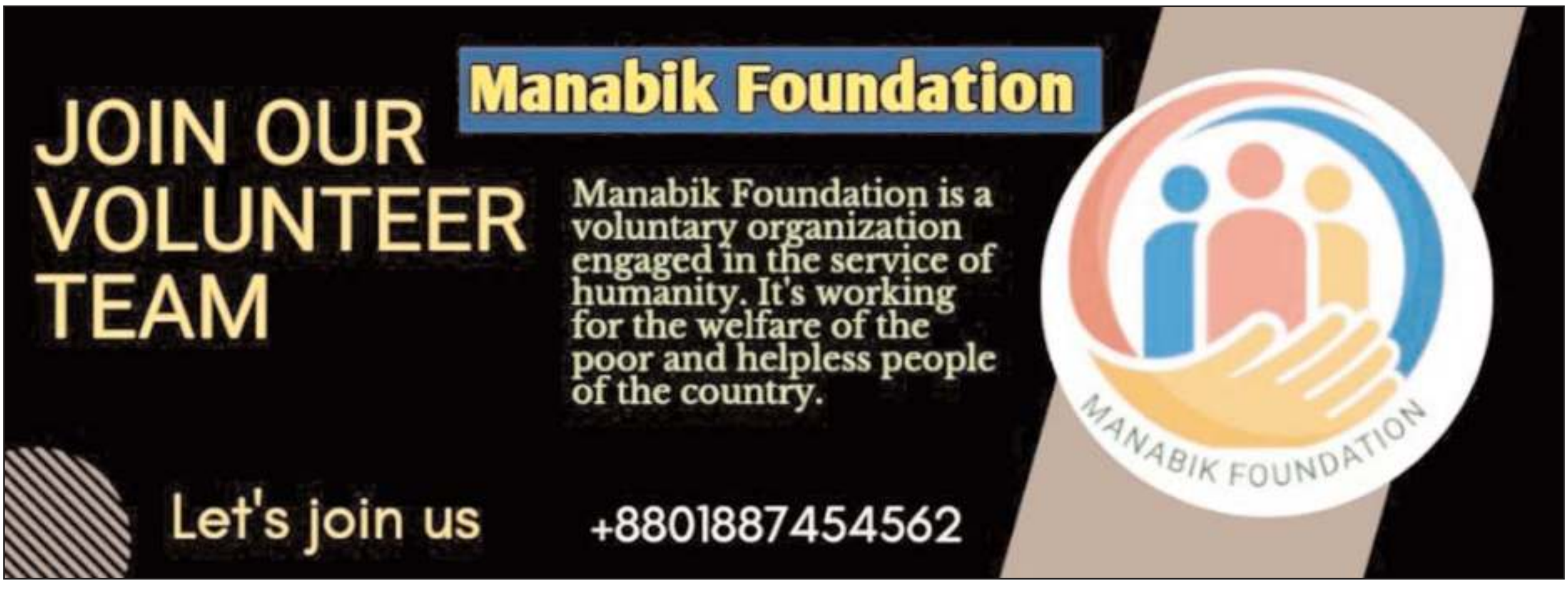

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ ২৯ মে ২০২৪ ॥ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা

ইসরায়েলের ক্ষোভকে পাত্তা না দিয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিল ইউরোপের তিন দেশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে আয়ারল্যান্ড, স্পেন ও নরওয়ে। এ ঘোষণা দিয়েছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। নরওয়ে ও আয়ারল্যান্ডের পাশাপাশি ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। এর আগেই এ তিনটি দেশ এই স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ইসরাইল। তারা স্পেনকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, মাদ্রিদ ইহুদিদের গণহত্যা করতে উস্কানি দিচ্ছে। ওদিকে স্লোভেনিয়াও ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়ে বিবেচনা করছে। তারাও এই স্বীকৃতি দিতে পারে। এর ফলে ফিলিস্তিনের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর আগে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাবে ভোট দিয়েছে ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১৪৩টি দেশ। এর মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বেশ কিছু দেশ আছে। কিন্তু এর মধ্যে নেই ইসরাইলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্র মনে করে সমঝোতার মাধ্যমে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমাধান হতে পারে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন সিএনএন। ক্রমশ চাপ বাড়ছে ইসরাইলি

প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ওপর। শুধু তা-ই নয়, এসব দেশের প্রধানমন্ত্রীরা আহ্বান জানিয়েছেন ইসরাইলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার। একই সঙ্গে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মোট ২৭টি সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিও একই আহ্বান জানানো হয়। আয়ারল্যান্ড, স্পেন ও নরওয়ের এমন উদ্যোগকে মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এই তিনটি দেশ তাদের বিবেকের কারণে সাড়া দিয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেলও তাদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলেছেন। ফলে ইউরোপের সঙ্গে ইসরাইলের সম্পর্কে টান পড়েছে। ওই তিনটি দেশ বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যে টেকসই শান্তি অর্জনের জন্য সবচেয়ে উন্নত পথ হলো তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক একটি সমাধান। কিন্তু দ্রুততার সঙ্গে তার নিন্দা জানিয়েছে ইসরাইল। সঙ্গে সঙ্গে ওই তিনটি দেশে নিয়োজিত তাদের রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে ইসরাইল। সিএনএন বলেছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ওই তিনটি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়ার ফলে ইসরাইলের ওপর ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি হবে। কারণ, তারা গাজাকে সাত

৭-এর পাতায় দেখুন

পররাষ্ট্র-সচিবের সঙ্গে গুয়াতেমালার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে নিযুক্ত গুয়াতেমালার অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত ওমর কাস্তানেদা সোলারেস পররাষ্ট্র-সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। গতকাল সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র-সচিবের দপ্তরে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, সাক্ষাতে তারা দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করার জন্য পারস্পরিক প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেন।

তার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিনিময়ে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে নিজ নিজ দেশের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন। উভয় পক্ষ টেক্সটাইল এবং কৃষিসহ সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। পররাষ্ট্র-সচিব-রাষ্ট্রদূত দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করা এবং অংশীদারিত্বের নতুন উপায় অন্বেষণে প্রতিশ্রুতি পুনঃনিশ্চিত করার মাধ্যমে বৈঠকটি শেষ করে। এর আগে

৭-এর পাতায় দেখুন

অপরাধ করলে বেনজীরকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে : কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে মামলা হলে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডিস্থ রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক বিফ্রিংয়ে তিনি একথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ বিরুদ্ধে দুদক তদন্ত করছে। আরও তদন্ত হবে। মামলা হলে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

৭-এর পাতায় দেখুন

বেনজীর আহমেদকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে দুদক

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদকে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রধান কার্যালয়ে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার ঠিকানায় শিগগিরই নোটিশ পাঠাবে দুদক। গতকাল মঙ্গলবার এমন

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে ডেঙ্গু মৌসুম শুরুর আগেই বাড়ছে এর প্রভাব

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে ডেঙ্গু মৌসুম শুরুর আগেই বাড়ছে এর প্রভাব। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক জরিপে দেখা গেছে, রাজধানীর দুই সিটি করপোরেশনের ১৮টি ওয়ার্ডে ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী এডিস মশার লার্ভার ঘনত্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট মানদণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার আওতাধীন জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিসবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অধীনে গত ১৭ থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত চালানো প্রাক-বর্ষা জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আয়োজিত মৌসুম পূর্ব এডিস সার্ভে-২০২৪ এর ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে জরিপের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। দুই সিটির ৯৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৮টিতে ব্রুটো ইনডেক্স ২০-এর বেশি। এর অর্থ, এসব এলাকার ১০০টির মধ্যে ২০টির বেশি পাত্রে মশা বা লার্ভা পাওয়া গেছে। এই এলাকাগুলো ডেঙ্গুর বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ঝুঁকিতে থাকা ওয়ার্ডগুলো হলো ১২, ১৩, ২০, ৩৬, ৩১, ৩২, ১৭ ও ৩৩। আর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডগুলো হলো ৪, ১৩, ৫২, ৫৪, ১৬, ৩, ৫, ১৫, ১৭ ও ২৩। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে ১২ নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডে

৭-এর পাতায় দেখুন

উচ্চঝুঁকিতে ঢাকার ১৮ ওয়ার্ড

অগ্নিকাণ্ডের পরও পাল্টায়নি মহানগর শপিং কমপ্লেক্স

স্টাফ রিপোর্টার : চিন্তাই করিনি আগুন বঙ্গবাজার থেকে এই মার্কেটে এসে লাগবে। আমাদের মার্কেট পুরোটাই আগুনে পুড়ে যায়। আমার ৭০-৮০ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এত বড় ক্ষতির মুখে পড়বো কে জানতো! পাশের মার্কেটের ব্যবসায়ী-কর্মচারীরা আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন, আমরা তাও পাইনি। সিটি করপোরেশন থেকে দেওয়া হয়েছিল ১৪ কেজি চাল-ডাল। আর কিছুই পাইনি। জেলা প্রশাসক ২৫ হাজার টাকা দেন, সেটাও আমরা পাইনি। ফের ঋণ করে ব্যবসায় বসেছি। এবার সরকার মার্কেটটা করে দিলে ভালো হয়।' এই কথাগুলো বলছিলেন রাজধানীর বঙ্গবাজারের পাশে

৭-এর পাতায় দেখুন

করোনার কারণে মানুষের গড় আয়ু কমেছে ১০ বছর

স্টাফ রিপোর্টার : মানুষের গড় আয়ু ১০ বছরেরও বেশি কমে গেছে। যার নেপথ্যে মহামারী করোনাভাইরাস। সম্প্রতি এমন তথ্যই জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচও। সংস্থাটি আরও বলেছে, করোনার কারণে আয়ুর স্থিতিশীল বৃদ্ধির প্রবণতা এবং জন্মের সময় সুস্থতার আয়ু একে অপরের একেবারে বিপরীত হয়ে গেছে। ডব্লিউএইচও রিপোর্ট করেছে, বিশ্ব পরিসংখ্যান সমীক্ষা অনুসারে বিশ্বব্যাপী আয়ু ১ দশমিক ৮ বছর কমে গিয়ে ৭১ দশমিক ৪ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে। যা ২০১২ সালের পর্যায়। অর্থাৎ কোভিডের কারণে মানবসমাজ এক দশক পিছিয়ে পড়েছে। সমীক্ষা অনুসারে, ২০২১ সালে একজন সুস্থ ব্যক্তির গড় বয়স ১ দশমিক ৫ বছর কমে ৬১ দশমিক ৯ বছর হয়েছে। ল্যানসেটে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এর আগেও একই জিনিস প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রতিবেদন অনুসারে, বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে কোভিড মহামারী বিশ্বজুড়ে মানুষের গড় আয়ু প্রায় ১ দশমিক ৬ বছর হ্রাস করেছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন,

৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বাহরাইনে রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন শাহজাহান আলম

স্টাফ রিপোর্টার : স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য শাহজাহান আলম সাজুকে বাহরাইনে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বাহারাইন সরকার তাকে গ্রহণ করলে তিনিই হবেন সেখানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। সূত্র জানায়, নয় মাস ধরে মানামায় রাষ্ট্রদূতের পদটি শূন্য রয়েছে। বর্তমানে একজন কূটনীতিক চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সে কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও শিক্ষক নেতা শাহজাহান আলম সাজুকে মানামায় চুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এদিকে জানা গেছে, বিদেশের আরো আটটি মিশনে রাষ্ট্রদূত পদে

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৪ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে রাজধানীতে বৃষ্টির মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পৃথক ঘটনায় নারীসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য নিশ্চিত করে পুলিশ। এর আগে গত সোমবার রাতে পৃথক চারটি ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এরা হলেন- খিলগাঁওয়ের রিয়াজবাগ এলাকায় রিকশার গ্যারেজে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া রাকিব (২৫), খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগে রাস্তায় জমে থাকা পানির মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া মরিয়ম বেগম (৪৫), যাত্রাবাড়ীতে টিনের প্রাচীর স্পর্শ করে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া লিজা আক্তার (১৬) ও বাড্ডা জি এম বাড়ি এলাকায় রাস্তার পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া আল আমিন (১৭)। নিহত রাকিবকে হাসপাতালে নিয়ে আসা তার সহকর্মী খোকন মিয়া জানান, তারা খিলগাঁও রিয়াজবাগ ৬ নম্বর গলিতে একটি রিকশার গ্যারেজে থাকেন। ওই এলাকায় তারা রিকশা চালান। রাতে বৃষ্টির কারণে তাদের রিকশার গ্যারেজটিতে পানি জমে ছিল। সেই পানির মধ্যে রিকশা রেখে এর ব্যাটারি চার্জ করছিলেন রাকিব। তখন চার্জার খুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। রাকিবের

৭-এর পাতায় দেখুন

২ দিন পর পুরোদমে সচল চট্টগ্রাম বন্দর

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব কেটে যাবার পর চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে জাহাজ ভিড়তে শুরু করেছে। শুরু হয়েছে জাহাজে পণ্য ওঠানামা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে জেটিতে জাহাজ ভেড়ার পরপর পণ্য উঠানামার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মো. ওমর ফারুক। সচিব মো. ওমর ফারুক বলেন, 'ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব কাটলেও এখনও সাগর উত্তাল। তাই গত (সোমবার) জাহাজ ভেড়ানো যায়নি। আজ (মঙ্গলবার) সকালে ১৯টি জাহাজের মধ্যে ১০টি জাহাজ বন্দরের জেটিতে ভিড়েছে। পণ্য উঠানামার কাজ একটু আগেই শুরু হয়েছে। বাকি ৯টি জাহাজ বহির্নোঙ্গর থেকে রওনা দিয়েছে।'পণ্য খালাস বন্ধ করে

গভীর সাগরে ফেরত পাঠানো ৪৯টি খোলা পণ্যবাহী জাহাজও বহির্নোঙ্গরে ফিরতে শুরু করেছে বলে জানান এ কর্মকর্তা। সোমবার (২৭ মে) ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব কমে আসায় চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ফেরত আনার উদ্যোগ নেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বৈরি আবহাওয়ায় সাগর উত্তাল থাকায় পাইলটরা গিয়েও বহির্নোঙ্গর থেকে জাহাজ আনতে পারেননি। জাহাজ আসতে না পারলেও দুপুরে ইয়ার্ডে অপারেশন আংশিকভাবে শুরু হয়েছিল। শনিবার (২৫ মে) রাতে আবহাওয়া অধিদফতর ৬ নম্বর বিপদসংকেত জারির পর নিজস্ব 'অ্যালার্ট-থ্রি' অর্থাৎ বিপদ সংকেত জারি করেছিল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এরপর নয় নম্বর মহাবিপদসংকেত জারির পর বন্দর তাদের নিজস্ব 'অ্যালার্ট-ফোর' জারি করে। শনিবার রাত ১০টার দিকে চট্টগ্রাম বন্দরের জারি করা বিশেষ নির্দেশনায় জেটিতে থাকা সব জাহাজকে জোয়ার শুরুর সঙ্গে সঙ্গে জেটি ত্যাগের কথা বলা হয়েছিল। বহির্নোঙ্গরে থাকা সব জাহাজকে রাত থেকেই গভীর সমুদ্রের উদ্দেশে রওনা দিতে বলা হয়। বন্দরের জেটি ও ইয়ার্ডে কনটেইনার পরিবহন ছাড়া বাকি সব ধরনের কার্যক্রম শনিবার রাতেই বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। রোববার (২৬ মে) সকালে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি থেকে ১৬টি জাহাজ কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণে উজানে এবং বহির্নোঙ্গর থেকে ৪৯টি জাহাজ গভীর সাগরে চলে যায়।

ঢাকার ট্রাফিক সমস্যা দূর করতে কাজ করছে ডিএমপি-জাইকা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ট্রাফিক সমস্যা দূর করতে একসঙ্গে কাজ করছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ও জাপানের উন্নয়ন সংস্থা জাইকা। যানজট সমস্যা দূর করতে ডিএমপির ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদের উন্নত প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছে এই উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাটি। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক-দক্ষিণ) এস এম মেহেদী হাসান। তিনি বলেন, ডিএমপি কমিশনারের নেতৃত্বে রাজধানীর ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়েছি। যাতে করে ঢাকাবাসীর ট্রাফিক সমস্যা কিছুটা হলেও দূর করতে পারি। সেটির অংশ হিসেবে উন্নয়ন সহযোগী জাইকা ডিএমপির সঙ্গে একত্র হয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে জনসচেতনতা তৈরি, ট্রাফিক কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। গত দুই বছর ধরে এই কাজ চলমান। এখন যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেটি হলো, ঢাকাবাসীর মধ্যে সামগ্রিকভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে? সচেতনতা সৃষ্টি করা। রোড সেফটি

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

সম্পাদকীয় কার্যালয়:
গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট-৩৫, রোড-০২,
সেকশন-০৬, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

সাধারণ বিজ্ঞাপন
প্রতি কলাম ইঞ্চি (রঙিন) ৪,০০০/-
প্রতি কলাম ইঞ্চি (সাদাকালো) ৪,০০০/-

স্পট বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা : ৩ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বোচ্চ) ১০,০০০/-
শেষের পৃষ্ঠা : ১ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বনিম্ন) ৮,০০০/-

প্রদর্শনী বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ১২ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৫,০০০/-
শেষ পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ৬ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৪,০০০/-
ভিতরের পৃষ্ঠা (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৩,৫০০/-
বিশেষ ক্রোড়পত্র (পূর্ণ পৃষ্ঠা) আলোচনা সাপেক্ষে

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
প্রথম ২০ শব্দের জন্য ৫০০/-
পরবর্তী প্রতি শব্দ ২০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ৬০ শব্দ

হারানো বিজ্ঞপ্তি
অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হারানো বিজ্ঞপ্তির জন্য টাকা নেয়া হয় না।

অন্যান্য বিজ্ঞাপন
নিখোঁজ, জন্মদিন, কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, মৃত্যুবার্ষিকী, সন্ধান দিন, বৃত্তিপ্রাপ্তি, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাত্রাসহ অন্যান্য ৫০০/-

রিমালের তাণ্ডবে

ইন্টারনেট-টেলিযোগাযোগ সেবায় মহাবিপর্যয়

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের তাণ্ডবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দেশের অর্ধেকের বেশি মোবাইল নেটওয়ার্ক টাওয়ার বা সাইট অচল হয়ে আছে। মোবাইল নেটওয়ার্কের পাশাপাশি বিটিসিএল এবং আইএসপির গ্রাহকরা মোবাইল নেটওয়ার্কের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার তথ্য দিয়ে প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) জানিয়েছে, সারা দেশে মোট ৫৮ হাজার ২৯৮টি মোবাইল অপারেটরের টাওয়ারের মধ্যে ৩২ হাজার ৯০৬টি টাওয়ার অচল হয়ে আছে। যা শতকরা হিসাবে ৫৬ শতাংশ। বিটিআরসির ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অপারেশনস বিভাগ জানিয়েছে, প্রায় সবক্ষেত্রেই সাইট অচল হয়ে যাওয়ার কারণ হলো দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকা। মোবাইল নেটওয়ার্কের পাশাপাশি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিটিআরসিতে আইএসপি অপারেটর দেওয়া তথ্যানুযায়ী, উপকূলীয় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রায় তিন লাখ আই স্পিকার ফিক্সড ইন্টারনেট থেকে বঞ্চিত রয়েছে। উপকূল এলাকায় গাছপালা ভেঙে পড়া, বিদ্যুৎ না থাকা এবং ঘূর্ণিঝড়ে ইন্টারনেট ক্যাবলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর ১শ ও বেশি আইএসপি অপারেটরের নেটওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব জেলায় আইএসপি অপারেটরদের ৩২০টি পপের মধ্যে ২৫০টি অকার্যকর রয়েছে। যেসব এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রয়েছে সেসব জেলায় বিভিন্ন আইএসপি পপ পোর্টেবল জেনারেটর দিয়ে সেবা প্রধানের চেষ্টা করছে। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) ১৯টি, সামিট কমিউনিকেশন লিমিটেডের ২৯৬টি, ফাইবার এট হোমের ২৪টি সাইট অচল আছে। এদিকে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন বলছে, অপর্যাপ্ত ও মানহীন বিটিএস দিয়ে চলছে

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে ২ শ্রমিক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পৃথক স্থানে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন- পুরান ঢাকার রায় সাহেব বাজার এলাকার মাসুদ মিয়া (৩০) ও ডেমরা মুসলিম নগর এলাকার আয়তুল (৩৫)। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে ডেমরা মুসলিম নগর এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের তিনতলার লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে যান আয়তুল। এ ছাড়া গত সোমবার রাতে রায় সাহেব বাজার ভবনের দ্বিতীয় তলার সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে নিচে পড়ে যান মাসুদ। পরে সহকর্মীরা তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত মাসুদের সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলম জানান, মাসুদের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার মাঠলাপাড়া গ্রামে। বর্তমানে রায় সাহেব বাজার এলাকায় নির্মাণাধীন ১০ তলা ভবনে থেকে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। গত সোমবার রাতে

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

গভীর রাত পর্যন্ত নিজেই দুর্যোগ

পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা নিরূপণ করে দুর্যোগ মন্ত্রণালয়কে রোববারের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলেছেন। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, ঝড়ে অনেক বাঁধ নষ্ট হয়েছে। এগুলো দ্রুত সংস্কার করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

'পরীক্ষার কারণে ঘূর্ণিঝড় স্থগিত'র

সম্পর্কে প্রতারণামূলক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রচার বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে গাজীপুরের গাছা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। জিডি নম্বর ১৪০৮। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ঘূর্ণিঝড় রিমাল দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানার বিষয়ে আবহাওয়া সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হয়ে পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গত ২৬ মে অনার্স চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষা স্থগিত করে। এ বিজ্ঞপ্তি সব গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাইবার অপরাধীদের এক সংঘবদ্ধ চক্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুণ্ন করার হীন প্রয়াসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি বিকৃত করে অপপ্রচার চালিয়েছে। যার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। প্রতারণামূলক এমন সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনগত পদক্ষেপ নিয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে এরই মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছে, যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মানচিত্রসম প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দেশের উচ্চশিক্ষার ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। প্রতিষ্ঠানটির ৩৫ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে কেউ যেন ক্ষতিকর ও অবমাননাকর কার্যক্রম না করে সেজন্য সবাইকে অনুরোধ করা হলো। একই সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সব তথ্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.nu.ac.bd অনুসরণ করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা-অন্ধত্বের বিরুদ্ধে

দৃষ্টি বিষয়ক বিশেষ দূত নিয়োগ এবং ২০২৬ সালে বিশ্ব চক্ষু স্বাস্থ্য সম্মেলন বা গ্লোবাল আই হেলথ সামিট আয়োজন সমর্থন করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক-সামাজিক ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য ও বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জনের কথা তুলে ধরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ২০০টি কমিউনিটি আই সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ২০২৯ সাল নাগাদ আরও ২৫০টি আই সেন্টার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। মন্ত্রী বলেন, শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ দেশব্যাপী ১৪ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে চোখের প্রাথমিক যত্ন ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান আমাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ। এ সময় তিনি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি অবকাঠামোগুলোয় প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা, শিক্ষা উপকরণের প্রাপ্যতা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এন্টিগা অ্যান্ড বারবুডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতিসংঘে আয়ারল্যান্ড ও পর্তুগালের স্থায়ী প্রতিনিধিরা তাদের বক্তৃতায় বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোয় চোখের যত্ন ও চিকিৎসায় বৈষম্য মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। *৪র্থ সিডস সম্মেলনে বাংলাদেশ:* প্রতি দশকে একবার আয়োজিত ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সম্মেলনের (সিডস) ৪র্থ আসরে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ গত সোমবার সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেন। তিনদিনের এ সম্মেলনে সিডস সদস্য ৩৯টি দ্বীপরাষ্ট্রের সঙ্গে বিশেষত: জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অভিন্ন স্বার্থের অংশীদার বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপনের পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ ডোমিনিকান রিপাবলিক ও জ্যামাইকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এবং জাতিসংঘে ভানুয়াতুর স্থায়ী প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবসে যোগ দেবেন: জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আগামী ৩০ মে জাতিসংঘের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। পাশাপাশি দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশের স্থায়ী দূতাবাস আয়োজিত অস্থিত্বার সঙ্গে যৌথ অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন তিনি। তিনদিনের নিউইয়র্ক সফরে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, শান্তিরক্ষা কার্যক্রমবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল, মিয়ানমার জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত, জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট প্রমুখের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিউইয়র্কে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা-ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতদের উদ্দেশে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দেবেন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আবদুল মুহিত, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উত্তর আমেরিকা অনুবিভাগের মহাপরিচালক খন্দকার মাসুদুল আলম, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মীর আকরাম উদ্দীন আহম্মদ সিডস সম্মেলন ও নিউইয়র্কের কর্মব্যস্ত সফরে দেশের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। উল্লেখ্য, পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডায় ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সম্মেলনে (সিডস) যোগ দিয়েছেন।

ট্রেনে ফিরতি যাত্রার টিকিট বিক্রি শুরু

জুনের আসন বিক্রি হবে ১২ জুন; ২৩ জুনের আসন বিক্রি হবে ১৩ জুন; ২৪ জুনের আসন বিক্রি হবে ১৪ জুন। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী মো. জিল্লুল হাকিম, উপসচিব মো. তৌফিক ইমাম (সচিবের একান্ত সচিব), বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) মো. আরিফুজ্জামান, (রোলিং স্টক) পার্থ সরকার, (অপারেশন) এ এম সালাহ উদ্দীন প্রমুখ।

ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে কাঁচাবাজারে

বিভিন্ন বাজার ঘুরে সবজির মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে জানা গেছে। মেরাদিয়া হাটের সবজি বিক্রেতা উজ্জ্বল মিয়া বলেন, এ সপ্তাহের শুরুতে সবজির দাম যা ছিল, সে তুলনায় ঘূর্ণিঝড়ের পরের দিন বাজারে বেশ কিছু সবজির দাম বেড়েছে। বাড়তি দামে বিক্রি হওয়া সবজিগুলোর মধ্যে মানভেদে প্রতি কেজি চিচিঙ্গা ৪০-৫০ টাকা, পটল ৪০-৬০ টাকা, ধুন্দুল ৬০-৮০ টাকা, টমেটো ৭০-৮০ টাকা, লম্বা কালো বেগুন ৭০-৮০ টাকা, ঢেঁড়স ৫০-৬০ টাকা, মরিচ ১৯০-২০০ টাকা। আগের দামে বিক্রি হওয়া সবজিগুলো হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া ৩০ টাকা কেজি, বরবটি ৬০-৭০ টাকা, করলা ৭০-৮০ টাকা, ঝিঙ্গা ৬০-৭০ টাকা, পেঁপে ৫০-৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতি পিস লাউ ৫০-৬০ টাকা, চাল কুমড়া ৫০-৬০ টাকা, ফুলকপি ৫৫-৬০ টাকা, প্রতি হালি কাঁচা কলা ৪০ টাকা ও লেবু ২০ টাকা হালি দরে বিক্রি হচ্ছে। দক্ষিণ বনশ্রী এলাকায় মসজিদ মার্কেটে বাজার করতে আসা গৃহিণী হামিদা বেগম বলেন, গত কয়েক দিনের তুলনায় আজ সবজির দাম অনেকটা বাড়তি রাখছে। মাছ মাংসের দাম বেশি বিধায় প্রায় প্রতিদিনই বাসার জন্য সবজি কিনতে হয়। তাও সংসার চালাতে কষ্ট হয়ে যায়। সব সবজির দাম হওয়া উচিত ৫০ টাকার নিচে। তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কষ্ট কিছুটা কম হতো। এদিকে আমিষের বাজারে ঘুরে জানা গেছে, মুরগি, গরু, খাসির বাজারে দামের তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। বর্তমানে প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ২০০ থেকে ২১০ টাকায়, সোনালী ৩৩০-৩৪০ টাকা, সাদা কক ৩৩০-৩৪০ টাকা, লেয়ার ৩৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এদিকে প্রতি কেজি গরুর মাংস ৭৫০-৭৮০ টাকা, খাসির মাংস ১১০০ টাকা ও ছাগলের মাংস ১০০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। প্রতি ডজন লাল ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৪০-১৪৫ টাকা ও সাদা ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৩৮-১৪০ টাকায়। এদিকে সবকিছুর দাম বাড়লেও মুদি দোকানের পণ্যের দাম রয়েছে অপরিবর্তিত। মঙ্গলবার খোলা পোলাওর চাল মান ভেদে ১১০- ১৪০ টাকা, ছোট মুসরের ডাল ১৪০ টাকা, মোটা মুসরের ডাল ১১০ টাকা, বড় মুগ ডাল ১৬০ টাকা, ছোট মুগ ডাল ১৮০ টাকা, খেসারি ডাল ১২০ টাকা। খোলা সয়াবিন তেল ১৪৫ টাকা, খোলা সরিষার তেল প্রতি লিটার ১৯০ টাকা। প্যাকেটজাত চিনি ১৪৫ টাকা, খোলা চিনি ১৩০ টাকা, দুই কেজি প্যাকেট ময়দা ১৫০ টাকা, আটা দুই কেজির প্যাকেট ১৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বহুতল ভবনে সর্বোচ্চ ৪২.৩৩

বাড়িতে সার্ভে করা হয়। জরিপ করা বাড়িগুলোর মধ্যে ৪৬৩ বাড়িতে এডিস মশার লার্ভা ও পিউপা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বহুতল ভবন ৪২ দশমিক ৩৩ শতাংশ, স্বতন্ত্র বাড়ি ২১ দশমিক ৬ শতাংশ, নির্মাণাধীন ভবন ২১ দশমিক ৬ শতাংশ, সেমিপাকা বাড়ি ১২ দশমিক ৭৪ শতাংশ ও খালি জায়গা ১ দশমিক ৭৩ শতাংশ। উত্তর সিটিতে মশার ঘনত্ব পরিমাপক সূচক ব্রুটো ইনডেক্স (ইও) ১৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং হাউস ইনডেক্স (ঐও) ১৪ দশমিক ৩০ শতাংশ। দক্ষিণ সিটিতে মশার ঘনত্ব পরিমাপক সূচক ব্রুটো ইনডেক্স (ইও) ১৮ দশমিক ৮৯ শতাংশ এবং হাউস ইনডেক্স (ঐও) ১৪ দশমিক ৯৮ শতাংশ। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ঝুঁকিতে থাকা ওয়ার্ডগুলো হলো- ১২, ১৩, ২০, ৩৬, ৩১, ৩২, ১৭, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডগুলো হলো- ৪, ১৩, ৫২, ৫৪, ১৬, ৩, ৫, ১৫, ১৭, ২৩ নম্বর ওয়ার্ড।

লাশের টুকরা না পেলেও মামলা

অপরাধীরা শাস্তি পাবেই। আমরা নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সমস্ত নথি আদালতে পেশ করবো। আশা করি তাতে বিচারপ্রক্রিয়া চালাতে কোনো সমস্যা হবে না। দুই বাংলার গোয়েন্দা দল মনে করছে, গত ১৪ এপ্রিলের পর থেকে কলকাতার নিউটাউনের ওই ফ্ল্যাটের টয়লেটের কমোড ব্যবহার হয়নি। ফলে পাইপলাইনে কিছুটা হলেও দেহাংশ থাকতে পারে। এছাড়া 'কসাই' জিহাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, হাতিশালা খালে কিছু অংশ ফেলা হয়েছিল। যে কারণে এ দুই স্থানে জোর তল্লাশি চালাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দারা। কলকাতার গোয়েন্দাদের সঙ্গে যৌথভাবে, মঙ্গলবার ওই ফ্ল্যাটে রোড ও সেপটিক ট্যাঙ্কের পাইপলাইন ভাঙা হবে। সেখান থেকে ফরেনসিক টিম নমুনা সংগ্রহ করবে। কোনো নমুনা পাওয়া গেলে ডিএনএ টেস্টের জন্য আনারের পরিবারকে ডাকা হতে পারে। এর আগে 'কসাই' জিহাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুই বাংলার পুলিশ জানতে পেরেছে, গত ১৩ মে রাতে আনারকে হত্যার পর ১৪ মে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ওই ফ্ল্যাটে সুই ধরনের প্রক্রিয়া করা হয়। পরে মাংস কিমা করে এর বেশিরভাগ অংশ ৫৫ বিইউ ফ্ল্যাটের কমোডে ফ্ল্যাশ করা হয়েছিল। হাড়গুলো অতিমাত্রায় ছোট টুকরা করে ফেলা হয়েছে খালের বিভিন্ন অংশে। গত রোবব-ার সকালে কলকাতায় আসে বাংলাদেশের তদন্তকারী টিম। বিভিন্ন জায়গা খতিয়ে দেখে মঙ্গলবার তারা তদন্তের স্বার্থে নতুন এ সিদ্ধান্ত নেয়। হারুনের সঙ্গে আসা টিমে রয়েছেন ডিবি ওয়ারী বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) আব্দুল আহাদ ও অতিরিক্ত উপ-কমিশনার সাহেদুর রহমান।

৪৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

রাজশাহী, খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পরে ১৭ জুন ৩য় ধাপে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রথম ধাপে ৩ লাখ ৬০ হাজার ৭০০, দ্বিতীয় ধাপে ৪ লাখ ৫৯ হাজার ৪৩৮ এবং তৃতীয় ধাপে ৩ লাখ ৪০ হাজার প্রার্থী আবেদন করেন। বর্তমানে প্রায় ৮ হাজারের বেশি পদ শূন্য রয়েছে।

ভিকারুননিসায় যমজ বোনকে ভর্তির

রায়ে স্থগিতাদেশ দেননি আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত। হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে করা পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি নিয়ে গত ২৬ মে আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত 'নো অর্ডার' দিয়েছেন। আপিল বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিমের চেম্বার জজ আদালত এ আদেশ দেন। বয়সসীমা লঙ্ঘিত হওয়ায় ভিকারুননিসার ১৬৯ শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে আগে রায় দেন হাইকোর্ট। রায়ে ১৬৯ শিক্ষার্থীর শূন্য আসনে ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি নিতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ভর্তিপ্রক্রিয়া নিয়ে ভর্তি ইচ্ছুক দুই শিক্ষার্থীর অভিভাবকের করা এবং ভর্তি বাতিলের বৈধতা নিয়ে ১২০ শিক্ষার্থীর অভিভাবকের করা পৃথক দুটি রিটের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে গত ২১ মে এ রায় দেওয়া হয়। দুই অভিভাবকের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া রুল যথাযথ (অ্যাবসলিউট) ঘোষণা করা হয়। ১২০ অভিভাবকের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া রুল খারিজ (ডিসচার্জ) করা হয়। হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে ভর্তি বাতিল শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা পৃথক আবেদন করেন, যা চেম্বার জজ আদালতে শুনানির জন্য ওঠে। আদালতে তাদের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ সাঈদ আহমেদ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কাজী মাঈনুল হাসান। দুই অভিভাবকের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী শামীম সরদার। শামীম সরদার ওইদিন বলেন, হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে ভর্তি বাতিল হওয়া শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা পৃথক দুটি আবেদন করেন। চেম্বার জজ আদালত স্থগিতাদেশ দেননি। নিয়মিত লিভ টু আপিল করতে বলেন। ফলে হাইকোর্টের রায় ও ১৬৯ শিক্ষার্থীর শূন্য আসনে অপেক্ষামাণ তালিকা থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি নিতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ আপাতত বহাল থাকছে। নির্দিষ্ট বয়সসীমার বাইরে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লটারিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ভর্তির অভিযোগে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি ইচ্ছুক দুই শিক্ষার্থীর অভিভাবক প্রথমে একটি রিট করেন। এর প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২৩ জানুয়ারি হাইকোর্ট রুলসহ আদেশ দেন। এর ধারাবাহিকতায় প্রথম শ্রেণিতে বিধিবহির্ভূতভাবে ১৬৯ শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল করতে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি এক স্মারকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) নির্দেশনা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম শ্রেণির ১৬৯ শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। শিক্ষার্থীদের ভর্তি বাতিল করার বিষয়টি জানিয়ে মাউশিতে ৪ মার্চ চিঠি পাঠায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। ভর্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত ও ভর্তি বাতিলের বৈধতা নিয়ে ভর্তি বাতিল হওয়া শিক্ষার্থীদের ১২০ জন অভিভাবক আরেকটি রিট করেন। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২৫ মার্চ হাইকোর্ট রুল দেন। পৃথক রুলের ওপর একসঙ্গে শুনানি শেষে গতকাল মঙ্গলবার ২১ মে রায় দেন হাইকোর্ট।

আরও ৩১ জনের করোনা শনাক্ত

পরীক্ষায় শনাক্তের হার চার দশমিক ৫০ শতাংশ। এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ০৬ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৯৮ দশমিক ৪১ শতাংশ এবং শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক ৪৪ শতাংশ। আরও জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় কেউ আইসোলেশনে আসেনি এবং আইসোলেশন থেকে কেউ ছাড়পত্র পায়নি। এ পর্যন্ত মোট আইসোলেশনে এসেছেন চার লাখ ৫২ হাজার ৯৮২ জন এবং আইসোলেশন থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন চার লাখ ২৩ হাজার ৭২৩ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ২৯ হাজার ২৫৫ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে করোনা ভাইরাসের প্রথম রোগী শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

সারা দেশে প্রাণ গেল ২১ জনের

পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড নলদোয়া?নি স্লুইসগেট এলাকার বাসিন্দা। বাউফলে ঝোড়ো হাওয়ায় একটি পরিত্যক্ত টিনশেড দোতালা ঘরের নিচে চাপা পড়ে আব্দুল করিম (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। রোবব-ার রাতে ঝড়ের সময় বৃদ্ধ করিম পরিত্যক্ত ওই ঘরে আশ্রয় নেন এবং রাতের যে কোনো সময় ঝোড়ো হাওয়ায় ঘর ভেঙে এ ঘটনা ঘটে। বাউফল থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শোণিত কুমার গায়েন নিশ্চিত করেছেন।

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম নগরীতে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। নগরীর বায়েজিদ এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের দেয়াল ধসে সাইফুল ইসলাম হৃদয় (২৬) নামের এক যুবক মারা গেছেন। সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বায়েজিদের চন্দ্রনগর কলাবাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তিনি নির্মাণাধীন ভবনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ধসে পড়া দেয়ালে চাপা পড়েন। পরে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. কামরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ ছাড়া নগরের কোতোয়ালি থানা এলাকায় খালের পানিতে ডুবে অজ্ঞাতনামা এক যুবক মারা গেছেন। একইদিন দুপুরে থানার আছাদগঞ্জ শুটকিপট্টি চাক্তাই খালে এ ঘটনা ঘটে।

ঢাকা : ঘূর্ণিঝড় রিমালের তাণ্ডবে দেশের অন্যান্য জেলার মতো রাজধানী ঢাকাতেও ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। আর এই বৃষ্টির মধ্যেই টিনের বেড়া, বৈদ্যুতিক খুঁটিতে স্পর্শ, বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে এবং ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চার্জ দিতে গিয়ে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২৭ মে) রাতে রাজধানী ঢাকার খিলগাঁও, উত্তর বাড্ডায় ও যাত্রাবাড়ীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের আলাদা চারটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তারা। মৃতরা হলেন- মরিয়ম বেগম (৪৫), লিজা আক্তার (১৫), মো. রাকিব (২৫) ও আলামিন (২২)। রাজধানীতের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া। এদিকে উত্তর বাড্ডায় কাজ করে বাসায় ফেরার পথে রাস্তায় পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে আলামিনের মৃত্যু হয়েছে।

ভোলা : ভোলার তিন উপজেলায় শিশুসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে লালমোহন উপজেলার পশ্চিম উমেদপুরে ঘর চাপা পড়ে আব্দুল কাদেরের স্ত্রী মনেজা খাতুন (৫৫), দৌলতখান পৌরসভার মনির হোসেনের চার বছরের মেয়ে মাইশা ও বোরহানউদ্দিন উপজেলার সাজড়া ইউনিয়নে গাছের ডাল পড়ে জাহাঙ্গীর হোসেন (৫০) মারা গেছেন। ভোলার জেলা প্রশাসক আরিফুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বরিশাল : বরিশালে রিমালের প্রভাবে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নগরের রুপাতলী এলাকায় সোমবার ভোর ৪টার দিকে একটি ভবনের ছাদের ওপরের নির্মাণাধীন দেয়াল ধসে পাশের খাবারের হোটেলের ওপর পড়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন- হোটেলের মালিক লোকমান হোসেন ও কর্মী মোকসেদুর রহমান। এ ঘটনায় শাকিব নামে এক হোটেলকর্মী আহত হয়েছেন। তাকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া বাকেরগঞ্জ উপজেলার চর দাড়িয়ালের বাসিন্দা জালাল সিকদার (৫৫) গাছের ডাল পড়ে মারা গেছেন বলে জানা গেছে।

লালমনিরহাট : জেলার আদিতমারী উপজেলায় ঝড়ে গাছচাপায় রেজিয়া বেগম (৭২) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে উপজেলার ভেলাবাড়ি ইউনিয়নের মহিষতুলি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি ওই গ্রামের তাহের উদ্দিন মুন্সির স্ত্রী। ভেলাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জমসের আলী জানান, সোমবার সন্ধ্যার পর বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় শুরু হয়। পরে ভুট্টার শুকনো মোচা আনার জন্য ঘরের বাইরে বের হন বৃদ্ধা রেজিয়া বেগম। এ সময় একটি সুপারিগাছ ভেঙে বৃদ্ধার শরীরে পড়লে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

খুলনা : খুলনায় ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে তীব্র বাতাস ও বৃষ্টিতে গাছ উপড়ে ঘরের ওপর পড়লে লালচাঁদ মোড়ল (৩৬) নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার রাতে উপজেলার সুরখালী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের গাওঘরা গরিয়ারডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. নাজমুল হুসেইন খাঁন ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন।

সাতক্ষীরা : সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের নাপিতখালী আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার পথে শওকাত মোড়ল (৬৫) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। মৃত শওকাত মোড়ল গাবুরা ইউনিয়নের নাপিতখালী গ্রামের বাসিন্দা। গাবুরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিএম মাসুদুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কুমিল্লা : কুমিল্লা নগরীতে নির্মাণাধীন একটি ভবনের দেওয়াল ধসে সাইফুল ইসলাম সাগর (১২) নামে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বেলা ১১টার দিকে নগরীর শাকতলা এলাকায় নূর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে এ ঘটনা ঘটে। সাগর শাকতলা এলাকার অলী আহমেদের ছেলে। সে ওই প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিল। কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) খাদেমুল বাহার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কুষ্টিয়া : ঘূর্ণিঝড় রিমালের তাণ্ডবে কুষ্টিয়ার মিরপুরে টিনের চালার নিচে পড়ে বাদশা মল্লিক (৬০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার চিথলিয়া ইউনিয়নের দাসপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত বাদশা মল্লিক চিথলিয়া ইউনিয়নের তিন নম্বর ওয়ার্ডের দাসপাড়া এলাকার বাসিন্দা। চিথলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এনামুল হক বাবলু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বরগুনা : বরগুনা জেলার সদর উপজেলায় ঘরের ওপর পড়া গাছ সরাতে গিয়ে আব্দুর রহমান বয়াতি (৫৬) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি আয়লা পাতাকাটা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের লেমুয়া গ্রামের বাসিন্দা। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শামীম মিঞা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। উল্লেখ্য, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট প্রবল ঘূর্ণিঝড় রিমাল উপকূলে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে। গত রোববার বিকেলে ঝড়টির তাণ্ডব শুরু হয়, আর রাতে উপকূলে আঘাত হানা শুরু করে। এরপর গতিপথে রিমাল ঘরবাড়ি-গাছপালা উপড়ে ফেলে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। ফলে অনেক এলাকায় বেড়িবাঁধ ভেঙে গেছে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন প্রায় তিন কোটি মানুষ। ইন্টারনেট সংযোগের বাইরে কয়েক লাখ মানুষ। রিমালের তাণ্ডবে মোট ১৯টি জেলার ১০৭ উপজেলার এবং ৯১৪ ইউনিয়ন ও পৌরসভা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির কাছে তিন দেশের

-সুবিধার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূতদেরকে দ্বিপাক্ষিক সম্ভাবনাময় খাতসমূহে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আহ্বান জানান রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি পারস্পরিক বাণিজ্য-বিনিয়োগ প্রতিনিধি দলের পারস্পরিক সফর বিনিময়ের কথাও উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন বলেন, "মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের মানবিক বিবেচনায় আশ্রয় দিলেও বর্তমানে এটি একটি জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।" তিনি রোহিঙ্গাদের সম্মানজনকভাবে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনে বন্ধুরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

পরিচয়পত্র পেশের সময় রাষ্ট্রদূতেরা নিজ নিজ দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে তাদের আগ্রহের কথা জানান। তারা সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় রেমালের ক্ষয়ক্ষতির জন্য দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। রেমালসহ বাংলাদেশের নানা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকার এবং জনগণের সাফল্যেরও প্রশংসা করেন রাষ্ট্রদূতরা। তারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করেন। এসময় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সচিবরা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বঙ্গভবনে পৌঁছালে রাষ্ট্রপতির গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) একটি অশ্বারোহী দল অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রদূতদের 'গার্ড অব অনার' দেয়।

দেশে অবৈধ বিদেশি শ্রমিকদের

চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন অ্যাডভোকেট সালাউদ্দিন রিগ্যান। প্রসঙ্গত, গত ১৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, দেশে ১০ লাখের বেশি অবৈধ বিদেশি শ্রমিক বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কাজ করছে। এর ফলে এ দেশের নাগরিকরা যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 'অবৈধ বিদেশি খেদাও আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন এ তথ্য দেন। সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেন বলেন, যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ পাওয়া সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু গত দেড় দশকে বাংলাদেশে বেকার সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে। দেশে বর্তমানে বেকারত্বের হার ১২ শতাংশ, যা এ যাবতকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের নাগরিকরা কর্মসংস্থান খুঁজতে গিয়ে বঙ্গোপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে মৃত্যুবরণ করছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, অন্যদিকে বাংলাদেশে কর্মরত অবৈধ বিদেশিরা ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছর ১০ দশমিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। অবৈধ হওয়ায় তারা ট্যাক্স ও ভ্যাট প্রদান না করে দেশের টাকা পাচার করছে। এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হচ্ছে আর মানবাধিকার ও জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। তারপরও আমাদের রাষ্ট্র বা সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। সংগঠনটির সভাপতি ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ মহসিন রশিদ বলেন, 'আমরা প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানাচ্ছি, যারা আমাদের এজেন্সিগুলোতে কাজ করেন তাদের বড় দায়িত্ব হচ্ছে এই দেশটা রক্ষা করা। বাংলাদেশের জন্য যা করা দরকার সেটাই আপনাদের করতে হবে। আপনারা এগিয়ে আসেন, আমাদের সঙ্গে যোগ দেন, সহায়তা করেন।

একনেকে ১৪৩৩৭ কোটি টাকার

কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা এবং বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪ লেন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। হোস্ট অ্যান্ড ফোরসিবিলি ডিসপ্লেছড মিয়ানমার ন্যাশন-ালস ডিসপ্লেলেসড রোহিঙ্গা পপুলেশন ইনহ্যান্সমেন্ট অব লিভস থ্রো এ মাল্টি-সেক্টোরাল এপ্রোচ প্রজেক্ট ইনফ্রাকচার রিলেটেড প্রজেক্ট। ইনক্লুসিভ সার্ভিসেস অ্যান্ড অপরচুনিটিস ফর হোস্ট কমুনিটিজ অ্যান্ড এফডিএমএন পপুলেশন প্রজক্ট এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর এ পানি শোধনাগার ও গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প।

ঘূর্ণিঝড় রিমাল: আরও তিন উপজেলায় নির্বাচন স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে নতুন করে আরও নতুন তিন উপজেলায় নির্বাচন স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ইসি। গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। নির্বাচন স্থগিত হওয়া উপজেলাগুলো হলো- চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলা, কচুয়া উপজেলা, ও নেত্রকোনা খালিয়াজুরী উপজেলা। এর আগে গত সোমবার ১৯ উপজেলায় নির্বাচন স্থগিত করার নির্দেশ দেয় সংস্থাটি। ইসি জানায়, তৃতীয়ধাপের নির্বাচনে মোট ১১২টি উপজেলায় নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। মামলা জটিলতা ও ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে এখন পর্যন্ত ২৫ উপজেলায় নির্বাচন স্থগিত হয়েছে। সেই হিসেবে বুধবার ৮৭ উপজেলায় ভোটগ্রহণ হবে।

চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে ভিড়ছে জাহাজ

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বহির্নোঙরে পাঠিয়ে দেওয়া ১১টি জাহাজ ভিড়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের জিসিবি, সিসিটি ও এনসিটি জেটিতে। দুইদিন জাহাজশূন্য থাকা জেটিতে আবার শুরু হয়েছে কর্মচাঞ্চল্য। স্বাভাবিক হয়েছে আমদানি পণ্য ও কনটেইনার ডেলিভারি কার্যক্রম। গতকাল মঙ্গলবার কর্ণফুলী নদীর হাইটাইডে বন্দরের নিজস্ব অভিজ্ঞ পাইলটের তত্ত্বাবধানে ও শক্তিশালী টাগ বোটের সহায়তায় এসব জাহাজ আনা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত বন্দর সচিব মো. ওমর ফারুক। তিনি জানান, সাগর ও নদী উত্তাল থাকায় গত সোমবার প্রস্তুতি নেওয়ার পরও জাহাজ জেটিতে আনা সম্ভব হয়নি। গতকাল মঙ্গলবার ১১টি জাহাজ জেটিতে আনা হয়েছে। জোয়ার থাকা সাপেক্ষে আরও জাহাজ আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

সৈয়দপুর বিমানবন্দরে বিমান চলাচল বিঘ্নিত

স্টাফ রিপোর্টার : নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দরে গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টায় বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট অবতরণের পর নোস হুইলে (সামনের চাকায়) ত্রুটি দেখা দেয়। ফলে রানওয়েতে পড়ে থাকা বিমানটি সচল করার চেষ্টা করেও বিফল হয় কর্তৃপক্ষ। পরে অচল বিমানটিকে পার্কিংয়ে নেওয়ায় বিমান চলাচল শুরু হয়। পরে প্রায় ৪ ঘণ্টা পর সৈয়দপুর-ঢাকা রুটে বিমান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টায় সৈয়দপুর বিমান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে বলে জানান বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক সুপ্লব কুমার ঘোষ। তিনি বলেন, বিমানের ত্রুটি সরাতে প্রথমে টেকনিশিয়ান ও পরে সেনাবাহিনীর একটি দল কাজ করে। কিন্তু ত্রুটি সরাতে সময় লাগছে। এ কারণে ত্রুটিপূর্ণ বিমানটি পার্কিং বেয়েতে রেখে অন্যান্য ফ্লাইটগুলো চলাচল শুরু হয়। এতে বিমান যাত্রীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে।

চাঁদপুরে ডাকাতি করতে গিয়ে প্রবাসীর মা ও ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলায় ইউসুফ নামে এক প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে তার মা ও ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করেছে একদল ডাকাত। গত সোমবার রাতে উপজেলার ২ নম্বর বাকিলা ইউনিয়নের পশ্চিম রাধাসার বকাউল বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন-বকাউল বাড়ির ইউসুফের মা হামিদা বেগম (৭০) ও ছেলে শ্রীপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী আরাফাত (১২)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে ইউসুফের মেয়ে হালিমা (১৪)। সে শ্রীপুর উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। ওই গ্রামের খান বাড়ির বাবলু বলেন, রাত সাড়ে ১২টার দিকে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ইউসুফের স্ত্রী শাহিন আমাকে ফোন করে জানান যে তাদের বাড়িতে ডাকাত ঢুকেছে, অনেককে কুপিয়েছে। পরে স্থানীয় মসজিদের মাইকে ডাকাত ঢুকেছে বলে প্রচার করা হয়। এরপর আমিসহ গ্রামের কয়েকজন ওই বাড়িতে গিয়ে দেখি ইউসুফের মায়ের মৃতদেহ খাটের ওপর পড়ে আছে। তার ছেলে আরাফাত ও মেয়ে হালিমা রক্তাক্ত অবস্থায় নিচে পড়ে আছে। এরপর স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও অন্যান্যের সহযোগিতায় আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে আরাফাত মারা যায়। পরে সেখান থেকে হালিমাকে কুমিল্লা মেডিকেলে নেওয়া হয়। শুনেছি সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে তাকে। স্থানীয় সাহাবুদ্দিন জানান, ডাকাতির ঘটনায় ফোন পেয়ে আমরা ওই বাড়িতে যাই। আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রী ফাতেমা জানান, তালা ভেঙে তার ঘরেও ডাকাত দল ঢুকেছিল। তিনি অন্য একটি রুমের দরজা আটকে বিভিন্নজনকে ফোন করে বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে বলে জানাচ্ছিলেন। ডাকাতরা কালো বোরকা পরা ছিল। স্থানীয়রা জানান, ডাকাতির ঘটনা ঘটলেও তিনটি বিল্ডিং রেখে কেন ডাকাত দল টিনের ঘরে ঢুকলো? ডাকাত দল ডাকাতির উদ্দেশে ওই ঘরে ঢুকলেও ঘর থেকে কোনো স্বর্ণালংকার খোয়া যায়নি। এমনকি নিহত হামিদার গলায়ও স্বর্ণের চেইন ও কানে স্বর্ণের দুল আছে। হাজীগঞ্জ থানার ওসি মুহাম্মদ আবদুর রশিদ জানান, প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিতে ডাকাতির খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে গিয়েছি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল এলাকা প্লাবিত

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের কারণে মুষলধারে বৃষ্টি ও জোয়ারে বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এতে কয়েক হাজার মাছের ঘের ও লক্ষাধিক একর ফসলি জমি প্লাবিত হয়ে খামারি ও চাষির ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা বলছেন, এবারে ঝড়ের সময় যে প্লাবন হয়েছে তা দক্ষিণাঞ্চলে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। আবার ঘূর্ণিঝড় রিমালের মতো দীর্ঘসময় ঝড়ের তাণ্ডব দেখেননি তারা। এ ঝড় রাত কাটিয়ে গোটা দিনের অর্ধেকের বেশি সময় অর্থাৎ ১২-১৫ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে দক্ষিণাঞ্চলে প্রভাব খাটিয়েছে। যা সিডর, আইলা, নার্গিসের সময়ও এমনটা লক্ষ্য করা যায়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে এমনটা হচ্ছে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকূলীয় অধ্যয়ন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. হাফিজ আশরাফুল হক বলন, গত ২০ বছর পূর্বেও বর্ষার সময়েই ৮০ ভাগ বৃষ্টিপাত হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমান আমরা শীতকালেও বৃষ্টিপাত হতে দেখছি। তিনি বলেন, বছরে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে যে বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা তার ২০ শতাংশও হয়নি। তবে সংরক্ষণে থাকা শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ঘূর্ণিঝড় রিমালে। ফলে ঝড়ের সময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। তবে ঝড়ের সময়ে স্বাভাবিক নিয়মে সাগরের পানি ফুলে ফেঁপে উঠে, তেমনি নদ-নদীতে জোয়ারের পানির উচ্চতা বেড়ে যায় এটাও ঠিক। সবমিলিয়ে জোয়ারের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিপাত প্লাবনের পানির উচ্চতা বাড়িয়েছে বলে মত দেন তিনি। এদিকে, ঝড়ের দীর্ঘ স্থায়িত্বের কারণে প্লাবনের সময়টা দীর্ঘ হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্লাবিত এলাকার পানি নেমে গেছে। তবে তবে বরিশাল নগরের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এখানে অপরিকল্পিত নগরায়ন জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করেছে। একই কথা জানিয়েছেন বরিশাল পানি উন্নয়ন বোর্ডের জলানুসন্ধান বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. মাসুম। তিনি বলেন, ঝড়ের কারণে স্বাভাবিক জোয়ারের সময়েই নদ-নদীতে পানির উচ্চতা বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে। তার ওপরে মুষলধারে বৃষ্টি থাকায় প্লাবিত এলাকায় পানির উচ্চতা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, দক্ষিণাঞ্চলের মেঘনা, বুড়িশ্বর, বলেশ্বর, তেঁতুলিয়া, বিশখালী, কচা, কীর্তনখোলা নদীসহ বেশিরভাগ নদীর পানি ঝড়ের দিন সর্বোচ্চ বিপদসীমা অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো নদীর পানি বিপৎসীমার ৫-৮ ফুট উচ্চতা অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়েছে। এদিকে আবহাওয়া অফিস বলছে, গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় বরিশালে ১৪০ মিলিমিটারের ওপরে বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা স্বল্প সময়ে বেশ ভালো পরিমাণের বৃষ্টিপাত।

ঘূর্ণিঝড় রিমালে হতাহতের ঘটনায় ফখরুলের শোক

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় 'রিমাল' এর আঘাতে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক জানিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বিএনপি এবং এর সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অবিলম্বে উপদ্রুত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ান। গতকাল মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যমতে ১৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু, ৪০ লাখের কাছাকাছি মানুষ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, দেড় লাখের বেশি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত, গবাদি পশুসহ অসংখ্য গাছপালার ক্ষয়ক্ষতি এবং দুর্গত এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এমন মর্মান্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও হৃদয়বিদারক ঘটনায় দুঃখ প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। বিএনপি মহাসচিব বলেন, এদেশের মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করেই টিকে থাকে। যুগ যুগ ধরে এদেশের কষ্টসহিষ্ণু মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে নতুনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। আমি বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দুর্যোগ কবলিত মানুষ ব্যথা, বেদনা ও ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে আবার সবকিছু গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। উপকূলীয় উপদ্রুত অঞ্চলে মানুষের সুচিকিৎসা এবং ঘূর্ণিঝড়ে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি নির্মাণসহ দুর্গত মানুষদের সহায়তা দিতে দেশের বিত্তবানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল।

ঝড়ে পড়া গাছ কাটার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ফায়ারফাইটারের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের তাণ্ডবে উপড়ে পড়া গাছ কাটার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাসেল হোসেন (২১) নামে এক ফায়ারফাইটারের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা শাজাহান শিকদার এ তথ্য জানান। এর আগে গত সোমবার রাত ১২টা ২৫ মিনিটে ফায়ারফাইটার রাসেল খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। জানা যায়, গত সোমবার সারা দেশে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় রিমালের ফলে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার আলুটিলা এলাকায় গাছ পড়ে যায়। রাত ১০টার দিকে খবর পেয়ে খাগড়াছড়ি ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে যায় এবং গাছ অপসারণ করতে থাকে। গাছ অপসারণের একপর্যায়ে আকস্মিক বিদ্যুৎ চলে আসায় ফায়ারফাইটার রাসেল বিদ্যুতায়িত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। রাসেলের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাইন উদ্দিন। ফায়ারফাইটার রাসেলের বাড়ি ঢাকার ধামরাইয়ের বাসনা গ্রামে। তিনি ২০২৩ সালে ফায়ারফাইটার হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে যোগদান করেন।

বরগুনায় রিমালের প্রভাবে নিহত ১, আহত ৩৭

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে ঘরের ওপর ভেঙে পরা গাছ অপসারণের সময় ডাল ভেঙে পড়ে গিয়ে আবদুর রহমান বয়াতি (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বরগুনা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. শামীম মিঞা। তিনি জানান, গত সোমবার দুপুরে সদর উপজেলার আয়লা পাতাকাটা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের লেমুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবদুর রহমান বয়াতি ওই এলাকার মৃত মোহাম্মদ আলী বয়াতির ছেলে। তিনি আরও বলেন, ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা বরগুনায় প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ৩৭ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এদিকে বন্যাকবলিত জেলা উপকূলীয় বরগুনায় ইতোমধ্যে প্রায় ১২ কিলোমিটার বাঁধ আংশিক ও সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নতুন করে অনেক এলাকায় বাঁধ ভেঙে বন্যার পানি গ্রামগুলোতে ঢুকে পড়েছে। অনেক এলাকায় বাঁধ দুর্বল হয়ে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের কন্ট্রোল রুম থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তথ্যমতে, জেলার ছয়টি উপজেলায় ১২ কিলোমিটার বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তিন শতাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা দুই লাখ ৩১ হাজার ৭০০ জন এবং ১৬ হাজার ৪০৮টি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত। ছয় হাজার হেক্টর কৃষি জমি প্লাবিত হয়েছে। চার হাজার ১৫৭ হেক্টর জমির মাছের ঘের ও জলাশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বরগুনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাকিব জানান, জেলার ৮০৫ কিলোমিটার বেড়িবাঁধের মধ্যে নলটোনা, পালের বালিয়াতলী, কালমেঘা, রামনা এবং কালিকাবাড়ী, তেঁতুলবাড়ীয়া, মাঝেরচর, বদরখালী নামক জায়গায় বাঁধ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। যা সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখা হয়েছে। যেসব স্থানে বাঁধ ভেঙে পানি প্রবেশ করছে সেই সব স্থানে দ্রুত সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছি। জেলা প্রশাসক মোহা. রফিকুল ইসলাম বলেন, ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাব নিয়ে ছয়টি উপজেলাতেই ইউএনওরা ক্ষয়ক্ষতির খবর পেয়ে তালিকা তৈরি করছেন। সে অনুযায়ী সকল উপজেলায় সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা কার্যক্রম শুরু করেছি। এছাড়া বিধ্বস্ত বেড়িবাঁধ সংস্কার করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান রফিকুল ইসলাম। এদিকে উপকূলীয় জেলা বরগুনায় ১২ লাখের বেশি মানুষের বসবাস। ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে জেলায় বন্যার বিস্তৃতি ঘটেছে। দুর্গত মানুষের সংখ্যা অন্তত ২,৩১,৭০০ বলে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি জানিয়েছে। বন্যায় রাস্তাঘাট, ফসলি জমি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পানিতে ডুবে জেলার ৩০০ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে

৩৬ ঘণ্টা পর ফেরি চলাচল স্বাভাবিক

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে দুর্ঘটনায় এড়াতে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল ফের স্বাভাবিক হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে এমন তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিআইডব্লিউটিসি পাটুরিয়া ঘাট পয়েন্টের এজিএম আবদুস সালাম। তিনি বলেন, ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে পদ্মা নদীতে বড় বড় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। সে কারণে রোববার রাত সাড়ে ৮টা থেকে দুর্ঘটনা এড়াতে সাময়িক সময়ের জন্য ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে নদী শান্ত হয়ে এলে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর এ রুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ সময় ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় ঘাট এলাকায় শতাধিক পণ্য বোঝাই ট্রাক পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে। এগুলোকে সিরিয়াল অনুযায়ী পারাপার করা হচ্ছে।

নরসিংদীতে বৃষ্টিতে মাটি সরে ইটের স্তূপে চাপা, স্বামী-স্ত্রী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীর চরাঞ্চলে ইটের স্তূপের চাপায় স্বামী-স্ত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে সদর উপজেলার চরাঞ্চল করিমপুর ইউনিয়নের সগরিয়া পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- সগরিয়া পাড়া গ্রামের ইট ব্যবসায়ী কালো খাঁ (৭০) ও তার স্ত্রী (৬০)। জানা যায়, ইট ব্যবসায়ী কালো খাঁ তার টিনশেড ঘর ঘেঁষে ইট স্তূপ দিয়ে রেখেছিলেন। গত সোমবার ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে নরসিংদীতে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে ইটের নিচের মাটি সরে যায়। ফলে ইটগুলো ঘরের টিনের বেড়া ভেঙে ঘরের ওপর পড়ে। ওই সময় ঘরের ভেতর ঘুমন্ত কালো খাঁ ও তার স্ত্রীর ওপর ইট ও ঘরে থাকা স্টিলের আলমারি পড়ে।

অগ্নিকাণ্ডের পরও পাল্টায়নি মহানগর

মহানগর শপিং কমপ্লেক্সের কাপড় ব্যবসায়ী মুসলিম মিয়া। প্রাইম এক্সক্লুসিভ নামের একটি দোকান আছে তার। ১১ বছর ধরে সেখানে বাচ্চাদের টি-শার্টের পাইকারি ব্যবসা তার। গত বছর ৪ এপ্রিলের অগ্নিকাণ্ডের কথা ভাবলে এখনও আঁতকে উঠেন মুসলিম মিয়া। দেশের অন্যতম বড় কাপড়ের মার্কেট ঢাকার বঙ্গবাজার কমপ্লেক্সে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে ২০২৩ সালের ৪ এপ্রিল। ওই দিন ভোরে লাগা আগুনে বঙ্গবাজার সংলগ্ন আরও চারটি মার্কেট পুড়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকে বঙ্গবাজারের পরেই রয়েছে মহানগর শপিং কমপ্লেক্স। সেখানে প্রায় ৬০০ দোকান পুড়ে ছাই হয় বলে জানান ব্যবসায়ীরা। গত এক বছরে মহানগর শপিং কমপ্লেক্স ছাড়া বঙ্গবাজার সংলগ্ন ক্ষতিগ্রস্ত অন্য সব মার্কেটই বলতে গেলে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এরইমধ্যে টেকসই অবকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বঙ্গবাজারে। ব্যবসা শুরু করেছেন অন্যান্য মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। শুধু মহানগর শপিং কমপ্লেক্সেরই হচ্ছে না কোনও পরিবর্তন। এই মার্কেটটি নিয়ে আসলে কী হবে এ নিয়ে এখনও রয়েছে অনিশ্চয়তা। এখানকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে পুনর্বাসনসহ স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু নেই কোনও অগ্রগতি। গত ২১ মে মহানগর শপিং কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা যায়, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা খুপড়ির মতো অস্থায়ী দোকান তৈরি করে ব্যবসা করছেন। তারা জানান, অগ্নিঝুঁকি নিয়েই জীবিকার তাগিদে দোকান সাজানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে এখনও অগ্নিকাণ্ডে আর্থিক ক্ষতি ও আতঙ্ক তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ওই মার্কেটের নিচতলার ব্যবসায়ী রেজাউল করিম নাহিয়ানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তার দুটি দোকানে (আদুরী ফ্যাশন) কয়েক লাখ টাকার মাল ছিল। নাহিয়ান বলেন, আমরা ছেলেদের গেঞ্জি বিক্রি করি। ১৫ বছর ধরে ব্যবসা করছি। সবই আগুনে পুড়েছে। বছরের পর বছর রাতদিন কাজ করে, পরিশ্রম করে ব্যবসা দাঁড় করিয়েছিলাম। আগুন আমাদের সব কিছু শেষ করে দিয়েছে। নতুনভাবে দোকান নিয়ে বসলেও বিক্রি কমে গেছে। আগের মতো পার্টি আসে না। আশপাশের মতো এই মার্কেটটিও নির্মাণ করে দেওয়া হোক। আরেক ব্যবসায়ী পাসওয়ার্ড গ্যালারির ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ শফি উদ্দিন বলেন, ২০১০ সাল থেকে এখানে ব্যবসা করছি। আমার দোকানে ২০ লাখ টাকার মাল ছিল। কিছুই বের করতে পারিনি। এখনও ১৩ লাখ টাকা দেনায় আছি। ব্যবসাও ভালো যাচ্ছে না। মার্কেটের অবস্থা ভালো না, কাস্টমার আসে না। মার্কেট নতুনভাবে নির্মাণ না করে দিলে আমরা আরও লোকসানের মুখোমুখি হবো। এই মার্কেটের নিচতলার গ্রিন পয়েন্ট লেডিস আইটেম দোকানের ব্যবস্থাপক সোহাগ আলী। তিনি বলেন, এখানে কাপড়ের দোকানগুলোর গাদাগাদি অবস্থা। আবার অগ্নিকাণ্ড ঘটলে সব শেষ হয়ে যাবে। বিসমিল্লাহ লেডিস টপসের মালিক মেহেদী মুরাদ বলেন, আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। আমার দোকান ছিল বঙ্গমার্কেটে। নতুন করে এখানে এসে ব্যবসা শুরু করেছি। মার্কেট নতুন করে নির্মাণ করে দিলে ভালোভাবে ব্যবসা করতে পারবো বলে জানান তিনি। মহানগর শপিং কমপ্লেক্সের বিজনেস অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান বলেন, মালামালসহ সব দোকানই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ৬০০ দোকান মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অগ্নিকাণ্ডের পর বাঁশের খুঁটি পুঁতে, কাগজ-পলিথিন টানিয়ে নতুন করে ব্যবসা করছেন অনেকে। আবদুর রহমান বলেন, মহানগর শপিং কমপ্লেক্সের জায়গাটি বাংলাদেশ রেলওয়ের। ইজারা নিয়ে আমরা ব্যবসা করছি। মার্কেটটির অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য রেলওয়ের সঙ্গে আমরা ১০ বছর ধরে যোগাযোগ করে আসছি। তারা আইনগত কারণ দেখিয়ে বছরের পর বছর দেরি করছে। এখানে নতুনভাবে অবকাঠোমা তৈরি করে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবি আমাদের। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক (ডিজি) সরদার সাহাদাত আলী বলেন, আমার জানা মতে মার্কেটটি যখন তৈরি হয়েছিল, তখন বলা ছিল একতলা অবকাঠামোর কথা। এখন ব্যবসায়ীরা নতুনভাবে তৈরির কথা বলছেন। তারা একটি আবেদন নিয়ে এসেছিলেন। তবে সেটি নতুন করে লিখে জমা দিতে বলেছি। আবেদনটি পেলে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো। তার নির্দেশনা এবং রেলওয়ের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবো।

বাহরাইনে রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন শাহজাহান

রদবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। দ্য হেগ, জেনেভা, কেপটাউন, আম্মান, কলম্বো, নাইরোবি, বন্দর সেরি বেগাওয়ান ও ইসলামাবাদ মিশনে রদবদল আসছে। আফ্রিকায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার নূর-ই হেলাল সাইফুর রহমানকে জর্ডানে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জর্ডানে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহানকে অটোয়ায় হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। কলম্বোয় নিযুক্ত হাইকমিশনার তারেক মো. আরিফুল ইসলামকে জেনেভাস্থ জাতিসংঘ মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি ও সুইজারল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিকে কলম্বোতে হাইকমিশনারের দায়িত্ব পাচ্ছেন কলকাতার বাংলাদেশ মিশনের উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পূর্ব ইউরোপ ও সিআইএস অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে (মহাপরিচালক) দায়িত্বরত শাহ আহমেদ শাফিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় হাইকমিশনার হিসেবে পাঠানো হচ্ছে। নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রিয়াজ হামিদুল্লাহকে ঢাকায় আনা হচ্ছে। নেদারল্যান্ডসের হেগে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানো হচ্ছে বর্তমানে কেনিয়াতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার তারেক মোহাম্মদকে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুবিভাগের মহাপরিচালক নওরীন আহসানকে ব্রুনাই দারুস সালামে বাংলাদেশের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে পাঠানো হচ্ছে। বন্দর সেরি বেগাওয়ানের হাইকমিশনার নাহিদা রহমান সুমনাকে গ্রিসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। আর গ্রিসে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ অবসরোত্তর ছুটিতে গেছেন। বর্তমানে ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে মহাপরিচালক (অপারেশনস) ইকবাল হোসাইন খানকে ইসলামাবাদে বাংলাদেশের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। ঢাকায় ফিরতে বলা হয়েছে ইসলামাবাদের বর্তমান হাইকমিশনার রুহুল আলম সিদ্দিকীকে। এছাড়াও ভারতের মুম্বাইয়ে বাংলাদেশের বর্তমান উপ-হাইকমিশনার চিরঞ্জীব সরকারকে কেনিয়াতে পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

করোনার কারণে মানুষের গড়

এটি কোভিডের সবচেয়ে গুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটি। গবেষণার বিষয়ে ডব্লিউএইচও ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রোস বলেছেন, জেনেভায় চলমান বিশ্বব্যাপী মহামারী সুরক্ষা চুক্তির গুরুত্ব বোঝার জন্য এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট। বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্দেশ্য হলো জনগণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং সব দেশের মধ্যে সমতা প্রচার করা। ডব্লিউএইচও রিপোর্ট প্রকাশ করে জানিয়েছে, সমীক্ষা অনুসারে, আমেরিকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া কোভিডের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই উভয় মহাদেশেই আয়ু প্রায় ৩ বছর কমে গেছে। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখানে আয়ু ০ দশমিক ১ বছর কমেছে। প্রসঙ্গত, করোনা মহামারী বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। সংক্রমণের সময় গুরুতর রোগের ঝুঁকি বেশি হতে দেখা গেলেও বেঁচে ফিরে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে লং কোভিডের সমস্যাগুলো স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা কোভিড থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাদের মধ্যে ভাইরাসের চিহ্ন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে থাকতে পারে। এর পাশাপাশি লং কোভিড রোগীদের মধ্যে হার্ট, ফুসফুস এবং মস্তিষ্কের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। কোভিডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানতে পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণায়ও আয়ু কমে যাওয়ার গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড়ের

অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নৌবন্দরসমূহকে ১ নম্বর সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। অন্য এক পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মানিকগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত স্থল নিম্নচাপটি উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে সিলেট ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আরও উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমশঃ বৃষ্টি ঝড়িয়ে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। বুধবার সকাল পর্যন্ত ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; বরিশাল ও রংপুর বিভাগের কিছুকিছু জায়গায় এবং খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের দুএক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারি বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা ১-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। বুধবার সকাল থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছুকিছু জায়গায় এবং রংপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ১-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু চট্টগ্রাম উপকূল পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে আগের ২৪ ঘণ্টায় দেশে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে চাঁদপুরে ২৫৭ মিলিমিটার, ঢাকায় বৃষ্টিপাত হয়েছে ২২৪ মিলিমিটার।

ঢাকার ট্রাফিক সমস্যা দূর করতে

ও ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য জাইকা মডেল হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি জাপান সরকার ১৯৬০ এর দশক থেকে এ কাজগুলো করে আসছে। আমাদের ট্রাফিকের যেসব কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের মতামতের ভিত্তিতে জানা গেছে জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা শিশু বয়সে আছি। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে গিয়ে শিশুদের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে গত ১-২ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছি। শিশুরা যেন ছোটবেলা থেকে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং এ বিষয়ে তাদের সচেতনতা থাকে সেই লক্ষ্যে আমরা অদূর ভবিষ্যতে শিশু ট্রাফিক পার্ক করতে যাচ্ছি। এ পার্ক ঢাকা শহরের বিভি-ন্ন জায়গায় তৈরি করা হবে। তিনি আরও বলেন, জাইকার সহযোগিতায় আমরা ডেটা এনালাইসিস করে কোন জায়গায় যানজট বেশি হচ্ছে এবং কোন জায়গায় দুর্ঘটনা বেশি হচ্ছে, এসব বিষয়ে বিশ্লেষণ করে সেখানে গুরুত্বারোপ করছি।

রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে

মাসুদ ঝড়ের সময় অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় দ্বিতীয় তলার সিঁ-ড়ির ফাঁক দিয়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে মৃত আয়তুলের সহকর্মী মো. শাহকামাল জানান, তারা ডেমরা মুসলিম নগর এলাকায় একটি ১০ তলা ভবনে কাজ করেন। আয়তুল সেখানে রাজমিস্ত্রির সহযোগীর কাজ করতেন। ঘটনার সময় তিনি কিছু মাল নিয়ে চার তলা থেকে নিচে নামছিলেন। এ সময় তিনতলায় লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। দেখতে পেয়ে তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া জানান, লাশগুলো ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

পুঁজিবাজারে সূচক কমলেও সিএসইর

হয়েছিল। ডিএসইতে ৩৯৪টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। এগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ৯২টি কোম্পানির, কমেছে ২৬৫টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৭টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দর। এদিন লেনদেনের শীর্ষে থাকা ১০ প্রতিষ্ঠানগুলো, আইএফআইসি ব্যাংক, ইজেনারেশন, রিলায়েন্স ওয়ান দ্য ফার্স্ট স্কিম ফান্ড, আলিফ ইন্ডাস্ট্রি, এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ, বিচ হ্যাচারি, অরিয়ন ইনফিউশন, লাভেলো আইসক্রিম ও বিএটিবিসি। অপর শেয়ারবাজার সিএসই সার্বিক সূচক সিএএসপিআই এদিন ৭২ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ১৫ হাজার ২৪০ পয়েন্টে। সিএসইতে হাত বদল হওয়া ২৪৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শেয়ার দর বেড়েছে ৭৯টির, কমেছে ১৩৩টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩১টির কোম্পানির শেয়ার দর। সিএসইতে ১৭০ কোটি ৪ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। যা আগের দিনের চেয়ে প্রায় ৯৫ কোটি টাকার লেনদেন বেড়েছে। আগের দিন সিএসইতে লেনদেন হয়েছিল ৭৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকা।

ইন্টারনেট-টেলিযোগাযোগ

দেশের টেলিযোগাযোগ সেবা। এর ফলে বিদ্যুৎ গেলেই থাকে না নেটওয়ার্ক। এতে গ্রাহক ভোগান্তি চরমে উঠেছে।

গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সংগঠনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশের টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবায় গ্রাহকের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ালেও মানহীন সেবা গ্রাহক ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। আর এজন্য দায়ী অপর্যাপ্ত টাওয়ার, মানহীন মাইক্রোওয়েভ, মানহীন ব্যাটারি, ওভার হেড ফাইবার ও জেনারেটর না থাকা।

তিনি বলেন, দেশে সক্রিয় সিমধারী গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১৯ কোটি ২৬ লাখ অথচ এর বিপরীতে যেখানে টাওয়ার থাকার কথা প্রায় লক্ষাধিক সেখানে আছে ৪৫ হাজার ২৩১টি। এরমধ্যে রবির দুই হাজার দুইশ ৯৬, গ্রামীণফোনের ১২ হাজার পাঁচশ ২৬, বাংলালিংকের চার হাজার ছয়টি, টেলিটকের ছয়শ ২১ এবং এবি হাইটেক কনসোর্টিয়াম লিমিটেডের আটশ ৬০, ইডটকো লিমিটেডের ১৬ হাজার ছয়শ ৮৩, সামিট চার হাজার তিনশ ৮৮ ও কীর্তনখোলা ছয়শ ২১ এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিটিসিএলের পাঁচশ ১৪টি। আবার ২০১৮ সালে বিটিআরসি বেসরকারি চারটি টাওয়ারকো কোম্পানির লাইসেন্স দিয়ে যে নীতিমালা তৈরি করেছে। সেখানে বলা রয়েছে, মোবাইল অপারেটর নতুন করে আর টাওয়ার তৈরি করতে পারবে না। অর্থাৎ টাওয়ারকো কোম্পানি থেকে তাদের অর্থের বিনিময়ে সার্ভিস নিতে হবে। এই টাওয়ার কোম্পানিগুলো মূলত মোবাইল অপারেটর থেকে টাওয়ারগুলো কিনেছে। এই টাওয়ারগুলোর মাইক্রোওয়েভ মানসম্মত নয়, সেই সঙ্গে ব্যাটারিগুলো মানহীন হয়ে পড়েছে। যেখানে ছয় ঘণ্টা পাওয়ার ব্যাক দেওয়ার কথা সেখানে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেটওয়ার্ক অচল হওয়ার কারণ কি?

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসির কাছে আমাদের অনুরোধ, মাইক্রোওয়েভের মান এবং ব্যাটারি ধরন পর্যবেক্ষণ করা। সেই সঙ্গে দেশের ফাইবার অপটিক্যাল এখনো ৬৫ শতাংশ ওভারহেড থাকায় ঝড়-বৃষ্টি এলেই কেটে যাচ্ছে ফাইবার ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে নেটওয়ার্ক। বিষয়গুলো দ্রুত সমাধান করার জন্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট মহল উদ্যোগ না নিলে ভবিষ্যতে নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে আরও বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে বলে আমরা মনে করি।

রাজধানীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৪ জনের

বাড়ি ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলায়। এদিকে নিহত মরিয়মকে হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী মো. নাহিদ জানান, রাতের দিকে খিলগাঁও সিপাহীবাগ আইসক্রিম গলির মক্কা টাওয়ারের পাশে একটি রাস্তায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন মরিয়ম নামে ওই নারী। রাস্তাটিতে বৃষ্টির কারণে হাঁটু পানি জমেছিল। তাদের ধারণা, সেখানে বিদ্যুতের কোনো তার ছিঁড়ে পড়েছিল বা বৈদ্যুতিক খুঁটি বিদ্যুতায়িত হয়েছিল। আর সেখান থেকেই ওই নারী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তিনি আরও জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ওই নারীকে পানিতে পড়ে থাকতে দেখে তিনি ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে জানান। নিহত মরিয়মের ছেলের বন্ধু তুহিন জানান, মরিয়মের বাড়ি বরগুনার বেতাগী উপজেলায়। পরিবার নিয়ে থাকেন খিলগাঁও মেরাদিয়া কবরস্থান গলিতে। স্থানীয় একটি গার্মেন্টসে চাকরি করেন তিনি। রাতে গার্মেন্টস থেকে বাসায় ফেরেন। এরপর ছেলে ইয়ামিনকে খুঁজতে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন তিনি। এরপরই রাস্তায় এ দুর্ঘটনার শিকার হন। আল আমিনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী জাহিদ হাসান জানান, আল আমিনের বাড়ি নড়াইলের লোহাগড়া থানার কাশিপুর গ্রামে। তার বাবার নাম জাহাঙ্গীর আলম। বর্তমানে বাড্ডা জি এম বাড়ি এলাকায় থাকে। ওই এলাকাতে যশোর টিম্বার নামে একটি স'মিলে চাকরি করতো সে। রাত সাড়ে ১১টার দিকে বাসা থেকে স'মিলে আসার সময় রাস্তায় জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় আল আমিন। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অপরদিকে মৃত লিজার পরিবারের বরাত দিয়ে ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. বাচ্চু মিয়া জানান, লিজার বাবার নাম সিরাজ খান। পরিবারটি থাকে যাত্রাবাড়ীর দরবার শরীফ এলাকায়। রাতে বাসার পাশে টিনের প্রাচীর কোনো কারণে স্পর্শ করলে সেখান থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসেন। পরে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশগুলো ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

রাজধানীতে ডেঙ্গু মৌসুম শুরুর

এডিসের ব্রুটো ইনডেক্স পাওয়া গেছে ৪৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এরপরের অবস্থানে রয়েছে ১৩ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ড, এগুলোতে ব্রুটো ইনডেক্স পাওয়া গেছে ৪০ শতাংশ। ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ, ৩১ নম্বর ও ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে ৩০ শতাংশ, ১৭ নম্বর ও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে ২৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ ব্রুটো ইনডেক্স পাওয়া গেছে। এছাড়াও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ব্রুটো ইনডেক্স পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশি ৭৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৪৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ, ৫২ নম্বর ও ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ ব্রুটো ইনডেক্স পাওয়া গেছে। আর ৩, ৫, ১৫, ১৭ এবং ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৩০ শতাংশ ব্রুটো ইনডেক্স পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিসবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রতি বছর ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় মৌসুম পূর্ব, মৌসুম, মৌসুম পরবর্তী তিনটি জরিপ পরিচালনা করে আসছে। তারই অংশ হিসেবে অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার কীটতত্ত্ববিদদের ২১টি টিমের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

জরিপ পদ্ধতি: উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ৯৯টি ওয়ার্ডে ২১টি টিমের মাধ্যমে জরিপ পরিচালনা করা হয়। প্রতি ওয়ার্ড ৮টি ব্লকে ভাগ করে দুটি টিম ৪টি ব্লকে ১৫টি করে প্রতি ওয়ার্ডে ৩০টি বাড়িতে জরিপ পরিচালনা করে। ১০ দিনে ৯৯টি ওয়ার্ডে সর্বমোট ৩১৫২টি বাড়িতে সার্ভে করা হয়। তাছাড়া যেসব ওয়ার্ডে বাড়ির সংখ্যা বেশি ও এলাকা বড় সেগুলোতে ৩-৫টি টিমের মাধ্যমে জরিপ পরিচালনা করা হয়।

জরিপের ফলাফল: জরিপ করা ৩১৫২টি বাড়ির মধ্যে ৪৬৩টি বাড়িতে এডিস মশার লার্ভা ও পিউপা পাওয়া গেছে। তার মধ্যে বহুতল ভবন ৪২ দশমিক ৩৩ শতাংশ, স্বতন্ত্র বাড়ি ২১ দশমিক ৬ শতাংশ, নির্মাণাধীন ভবন ২১ দশমিক ৬ শতাংশ, সেমিপাকা বাড়ি ১২ দশমিক ৭৪ শতাংশ ও খালি জায়গা ১ দশমিক ৭৩ শতাংশ।

ঢাকা উত্তর সিটিতে মশার ঘনত্ব পরিমাপক সূচক ব্রুটো ইনডেক্স ১৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ ও হাউস ইনডেক্স ১৪ দশমিক ৩০ শতাংশ। এছাড়াও দক্ষিণ সিটিতে মশার ঘনত্ব পরিমাপক সূচক ব্রুটো ইনডেক্স ১৮ দশমিক ৮৯ শতাংশ ও হাউস ইনডেক্স ১৪ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

বেনজীর আহমেদকে জিজ্ঞাসাবাদ

তথ্য জানিয়েছেন সংস্থাটির কমিশনার জহুরুল হক। দুদক সূত্র জানিয়েছে, সাবেক আইজিপি তার আয়কর ফাইলে অনেক সম্পদ দেখালেও এসব সম্পদের বৈধ উৎস দেখবে দুদক। ট্যাক্স ফাইলে উঠালেও সম্পদ উপার্জনের বৈধ খাত খতিয়ে দেখা হবে।

সূত্র জানায়, বেনজীরের স্ত্রী এবং সন্তানদের আয়ের খাত হিসেবে দেখিয়েছেন মাছের ব্যবসা। এটাও খতিয়ে দেখা হবে। দুদক সূত্র বলছে, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ দেশের বাইরে বেনজীর পরিবারের কোনো সম্পদ আছে কী না তা জানতে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-বিএফআইইউতে চিঠি দিয়েছে দুদক।

সংস্থাটি বলছে, অনুসন্ধান শুরু করার পর থেকে প্রতিনিয়তই গোয়েন্দা মাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে বেনজীর পরিবারের সম্পদের বিস্তর তথ্য পাচ্ছে দুদক। এদিকে, গত রোববার বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী ও তিন সন্তানের আরও ১১৯টি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর। তিনি বলেন, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী ও তিন সন্তানের নামে থাকা আরও ১১৩টি দলিলের সম্পদ ও গুলশানের চারটি ফ্ল্যাট ক্রোক এবং অনেকগুলো কোম্পানিতে তাদের নামে থাকা শেয়ার অবরুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। গত বৃহস্পতিবার (২৩ মে) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেনের আদালত বেনজীর আহমেদের ৮৩টি দলিলের সম্পদ জব্দের এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে তার স্ত্রী ও মেয়ের নামে থাকা ব্যাংক হিসাবগুলোও অবরুদ্ধ করতে আদালত আদেশ দেন। এর আগে, গত মাসের ২২ এপ্রিল বেনজীর আহমেদের দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সালা উদ্দিন রিগ্যান হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। প্রসঙ্গত, বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অনুসন্ধানে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) চিঠি দেন ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ ৩৪ বছর ৭ মাস চাকরি করে গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সালে অবসরে যান। অবসর গ্রহণের পর দেখা যায়, বেনজীর আহমেদের স্ত্রী ও কন্যাদের নামে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি রয়েছে, যা তার আয়ের তুলনায় অসম। সম্প্রতি প্রকাশিত এক জাতীয় দৈনিকের দাবি, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ও র‌্যাবের সাবেক মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদের বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদের খোঁজ মিলেছে। এরপর থেকেই বেশ আলোচনায় পুলিশের সাবেক এই আইজিপি।

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে গত শনিবার (২০ এপ্রিল) 'আমার কিছু কথা' শিরোনামে এক ভিডিও বার্তায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বেনজীর আহমেদ বলেন, মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত তথ্য দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। বেনজীর আহমেদের দাবি, কিছু তথ্য ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তিলকে তাল বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পররাষ্ট্র-সচিবের সঙ্গে গুয়াতেমালার

আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশে নিযুক্ত গুয়াতেমালার অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত ওমর কাস্তানেদা সোলারেস বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেন।

অপরাধ করলে বেনজীরকে বিচারের

কোনো অপরাধী শাস্তি ছাড়া পার পাবে না। অনেকে ভাবছে, বেনজীর আহমেদের বাড়িতো টুঙ্গিপাড়া, সে ক্ষমা পেতে পারে। অপরাধ করলে শাস্তি পেতে হবে। তিনি বলেন, এদেশের হত্যার রাজনীতি, গুমের রাজনীতির গোড়াপত্তন হয়েছিল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের হাতে। ৩ হাজার নেতাকর্মীকে গুম ও হত্যা করেছে। তিনি আরও বলেন, বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে দুদক স্বাধীনভাবে তদন্ত করে বের করেছে, দুদককে এই স্বাধীনতা শেখ হাসিনা সরকার দিয়েছে। যিনি সেনা বাহিনীর প্রধান ছিলেন, তিনিও যদি অপরাধী হন, তার বিরুদ্ধেও দুদক তদন্ত করতে পারে। অপরাধী হলে শাস্তি পেতে হবে। ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি নিজেদের অপরাধ ঢাকার জন্য আজকে অপপ্রচার করছে। বর্তমান সরকার দুর্নীতির ব্যাপারে জিরো ট্রলারেন্স। দুর্নীতির ব্যাপারে শেখ হাসিনা আপসহীন। এসময় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, এসএম কামাল হোসেন, উপ প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল আউয়াল শামীম ও উপ দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান প্রমুখ।

ইসরায়েলের ক্ষোভকে পাত্তা না দিয়ে

মাসের যুদ্ধে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সেখানে মানবিক সংকট সৃষ্টি করেছে। হত্যা করেছে কমপক্ষে ৩৬,০০০ মানুষ। এর ফলে অবিলম্বে গাজার রাফায় সামরিক অভিযান বন্ধ করতে ইসরাইলের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস। গাজায় সামরিক অভিযান বন্ধের জন্য ইসরাইল আন্তর্জাতিক অপ্রত্যাশিত কূটনৈতিক চাপ মোকাবিলা করছে। ওদিকে নিজদেশে নিজের সরকারের ভিতরে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে নেতানিয়াহুর। ৮ই জুন পর্যন্ত তাকে আলটিমেটাম দিয়েছেন একজন মন্ত্রী। এ সময়ের মধ্যে তার দাবি না মানলে যুদ্ধকালীন মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগের হুমকি দিয়েছেন তিনি।

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ২০

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত সোমবার ভোর ৬টা থেকে গতকাল মঙ্গলবার ভোর ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) কে এন রায় নিয়তি জানান, এ সময় তাদের কাছ থেকে ৩৮৭ ইয়াবা, ১৬০ গ্রাম হেরোইন, ১৮ কেজি ৮২৫ গ্রাম গাঁজা ও ৪৫ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়। তাদের নামে ডিএমপির বিভিন্ন থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

চট্টগ্রামে আগুনে পুড়েছে ৬ দোকান

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের বাঁশখালীর শেখেরখীল সরকার বাজার একটি মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবার রাত ৩টার দিকে আশরাফ আলী মার্কেটে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, গত সোমবার রাত তিনটার দিকে মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ছয়টি দোকানের সবকিছুই পুড়ে যায়। খবর পেয়ে বাঁশখালী ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আধঘন্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। বাঁশখালী ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার নুরুল বাশার বলেন, রাতে শেখেরখীল সরকার বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আধঘন্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডে ছয়টি দোকান পুড়ে গেছে।

ফরিদগঞ্জ থানার ওসিকে প্রত্যাহারের নির্দেশ ইসির

স্টাফ রিপোর্টার : ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচন তৃতীয় ধাপে আজ বুধবার ইভিএমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইদুল ইসলামকে প্রত্যাহার করে চট্টগ্রাম রেঞ্জ কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের উপসচিব মিজানুর রহমানের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গত সোমবার বিকেলে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। চিঠির সূত্রে জানা গেছে, চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ থানার ওসিকে গত সোমবারই রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্তের নির্দেশনা রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করে চাঁদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ফরিদগঞ্জ-হাজীগঞ্জ) সার্কেল পংকজ কুমার দে বলেন, ফরিদগঞ্জ থানার ওসি মো. সাইদুল ইসলামকে প্রত্যাহার করে রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে যোগদানের জন্য বলা হয়েছে।

বাগেরহাটে ভেসে গেছে ৩৫ হাজার ঘেরের মাছ

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে বাগেরহাটে ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। জোয়ার-জলোচ্ছ্বাসের পানিতে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে লোকালয়। জেলার অন্তত ৩৫ হাজার মৎস্য ঘেরের মাছ ভেসে গেছে। এ ছাড়া ঘেরের পাড়েরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গত সোমবার সারাদিন হওয়া মুষলধারে বৃষ্টি, জোয়ার-জলোচ্ছ্বাসের কারণে মাছ চাষিদের অন্তত ৭৩ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। জানা গেছে, বাগেরহাটের এসব ঘেরে সাদা মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি ও এর পোনার চাষ হতো। মাছে ক্ষতি হয়েছে ৭০ কোটি টাকার। ঘেরের পাড়ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তিন কোটি টাকার অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। চাষিদের তথ্য অনুযায়ী রামপাল উপজেলায় সব থেকে বেশি ঘের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উপজেলার দক্ষিণ মল্লিকের বেড়ে গ্রামের মাছ চাষী মোহাম্মদ রেদওয়ান মারুফ বলেন, ঝড় জলোচ্ছ্বাসে ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এলাকার সবাই প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছে। আর কয়েকটা দিন পরেই আমরা মাছ বিক্রি করতে পারতাম, কিন্তু রিমাল আমাদের শেষ করে দিয়ে গেল। বাগেরহাট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এ এস এম রাসেল বলেন, ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে বাগেরহাটের মৎস্য চাষীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আমরা গত সোমবার দুপুর পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করেছি। রাতভর যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আরও বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে চাষীদের। ঝড় থামলে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও পরিমাণ দেওয়া হবে।

দেবে গেছে চাঁদপুর শহর রক্ষা বাঁধের ২০ মিটার

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে চাঁদপুরের পুরান বাজার হরিসভা মন্দির এলাকায় শহর রক্ষা বাঁধের অন্তত ২০ মিটার মেঘনা নদীতে দেবে গেছে। দিনভর টানা বৃষ্টিপাত ও মেঘনার উত্তাল ঢেউ গত সোমবার বিকেলে বাঁধে ভাঙন ধরে। তাৎক্ষণিক পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) লোকজনকে বালিভর্তি জিও টেক্সটাইল ব্যাগ ফেলে ভাঙন রোধের চেষ্টা চালাতে দেখা যায়। দুপুরের পর পুরান বাজার মেঘনা নদীর তীর এলাকায় গিয়ে ঢেউয়ের তীব্রতা বাড়তে দেখা যায়। পাশাপাশি টানা বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ায় কয়েক ফুট উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে তীরে। পানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে ভাঙন আতঙ্কে নদী তীরের অনেক লোকজন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। স্থানীয়দের মাঝেও ব্যাপক আতঙ্ক বিরাজ করে। স্থানীয়রা বলেন, বর্ষা এলে প্রতি বছর নদীতে ভাঙন দেখা দেয়। ইতোমধ্যে অনেকেই বসতভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। ভাঙন দেখা দিলে কর্মকর্তারা আসেন নদীতে বালির বস্তা ফেলতে। আমরা স্থায়ী সমাধান চাই। যে পরিস্থিতি রাতে আমাদের বাড়িঘর টিকে কিনা আমরা খুব শঙ্কিত। ভাঙন কবলিত স্থান পরিদর্শনে আসা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জহিরুল ইসলামের কাছে ভাঙনের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রায় ২০ মিটারের মতো শহর রক্ষা বাঁধ দেবে গেছে। এরপরে তিনি আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হয়নি। এ ব্যাপারে মুঠোফোন জেলা প্রশাসক (ডিসি) কামরুল হাসানের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, পুরান বাজার শহর রক্ষা বাদে ভাঙনের খবর পেয়েছি। ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের লোকজন ভাঙন রোধে কাজ শুরু করেছে। ভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আশা করি বড় ধরনের কোনো সমস্যা হবে না।

এবারও ধরাছোঁয়ার বাইরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ লুটপাট বা গুরুতর কোনো অপরাধ করলেও প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি ও বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির বেসরকারি সদস্যদের বিরুদ্ধে এবারও কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। আর্থিক লুটপাট করলেও তারা থাকবেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে শিক্ষা বোর্ড শুধু কমিটি ভেঙে দিতে বা সভাপতি কিংবা সদস্যদের পদ বাতিল করতে পারবে। এমন বিধান রেখেই নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকস্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা-২০২৪ প্রণয়ন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি প্রবিধানমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালের প্রবিধানমালাটিতেও শিক্ষক প্রতিনিধি ছাড়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির কোনো সদস্য কিংবা সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ ছিল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠে বিভিন্ন সময়। এমনকি কমিটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছিল না। ফলে দীর্ঘদিন পর ২০০৯ সালের প্রবিধান রহিত করে নতুন এই প্রবিধানমালা-২০২৪ প্রণয়ন করে গত ২৫ এপ্রিল তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ বলেন, আগের প্রবিধানের চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ হয়েছে নতুন প্রবিধানমালা। জবাবদিহি বেড়েছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের প্রধান না চাইলে গভর্নিং বডির কোনো সদস্য, এমনকি সভাপতিও আর্থিক দুর্নীতি করতে পারবে না। আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার বলেন, আগের প্রবিধানমালার চেয়ে নতুন প্রবিধানমালা অনেক বেশি স্বচ্ছ হয়েছে। তাতে কমিটিকে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। তবে শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিক্ষক প্রতিনিধি ছাড়া প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির কেউ দুর্নীতি করলে এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ নেই। তবে দেশের প্রচলিত আইনে যে কেউ মামলা করতে পারবে। অভিযোগ প্রমাণ হলে প্রচলিত আইনেও বিচার করার সম্ভব। তবে যারা কমিটির সভাপতি বা সদস্য হন, তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ কেউ মামলা করার সাহস করে না। রাজধানীর অনেক প্রতিষ্ঠানে এখন আমলারা সভাপতি। শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের চেয়ে বেশি ক্ষমতা তাদের। এ কারণে চেয়ারম্যান কখনও সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে না। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও শিক্ষাবিদ রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, কমিটির বেসরকারি সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকলে ভালো হতো। গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি নিয়োগ বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্যসহ নানা অপরাধ করে। অভিযোগ গুরুত্ব প্রমাণ হলে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক করার জায়গায় ত্রুটি থাকলে তো সমস্যা। চলিত আইনে মামলা করার সুযোগ হয়তো আছে, কিন্তু কে বাদী হবে? শুধু শিক্ষকদের বলির পাঁঠা বানিয়ে লাভ কী? প্রকাশিত প্রবিধানমালায় গভর্নিং বডি গঠন করার প্রক্রিয়া ও তার এখতিয়ার কর্মপরিধি সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আর্থিক ব্যবস্থাসহ সব দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এমনকি লেখাপড়ার মান ও সহপাঠ কার্যক্রম নিয়েও দায়িত্ব পালন করবে ব্যবস্থাপনা কমিটি। অথচ স্বেচ্ছাচারিতা ও অর্থ লোপাট করলেও প্রবিধানমালা অনুযায়ী কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কোনো বেসরকারি সদস্য বা সভাপতির বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়নি। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক এবং শিক্ষক প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ চাকরিচ্যুতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ৭১ প্রবিধানে বলা হয়, শিক্ষা বোর্ড স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বা সরকারের নির্দেশে গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির যেকোনও বিষয় অনুসন্ধান করতে কিংবা কোনো অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র তলব করতে পারবে। প্রবিধানমালার ৭২-এর (১)-এ বলা হয়, এই প্রবিধানমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন, সরকার বা শিক্ষা বোর্ড জারি করা কোনো নির্দেশনা অমান্য করলে আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি বা অনুরূপ কোনো কারণ প্রমাণিত হলে শিক্ষা বোর্ড যেকোনও সময় গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি বাতিল করতে পারবে। প্রবিধানমালার ৭২-এর ৫ উপ-প্রবিধানে বলা হয়, এই প্রবিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন আর্থিক অনিয়ম ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি দালিলিকভাবে প্রমাণযোগ্য কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে শিক্ষা বোর্ড কমিটি বাতিল করতে পারবে। প্রবিধানমালার ৭৩-এ বলা হয়েছে, সভাপতি ও কোনো সদস্যের কার্যকলাপ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিংবা শিক্ষার্থীদের স্বার্থ পরিপন্থি হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বয়ং কিংবা ক্ষেত্রমতো দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের আবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা সংশ্লিষ্ট কমিটির কোনো সদস্য শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাতে পারবে। ৭৩-এর ৫ উপ-প্রবিধানে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা, অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিপন্থি কোনো অপরাধ প্রমাণিত হলে শিক্ষা বোর্ড সভাপতি পদ বা সদস্য পদ বাতিল করতে পারবে। তবে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে কিছু বলা নেই প্রবিধানমালায়। অন্যদিকে শিক্ষক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ দণ্ড হিসেবে চাকরিচ্যুতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পাহাড়ি ঢলে বাঘাইছড়ির নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে টানা বর্ষণে রাঙ্গামাটি বাঘাইছড়ি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিরীন আক্তার। জানা যায়, টানা ও অতিবর্ষণে পাহাড়ি ঢলে কাঁচালং নদীর পানি বেড়ে বাঘাইছড়ির অন্তত তিনটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এতে মধ্যমপাড়া, মাস্টারঘোনা, লাইনাপাড়ার প্রায় ১০-১২ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। এদিকে, মারিস্যা বাঘাইছড়ি-দিঘিনালা সড়কের চার কিলো, আটকিলো এবং ১২কিলো নামক এলাকায় গাছ ও পাহাড়ের মাটি পড়ে সড়কপথে যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। তবে মাটি অপসারণে কাজ শুরু করেছে সড়ক বিভাগ। অপরদিকে, খাগড়াছড়ির দিঘিনালা ও সাজেক সড়কের কবাখালি এলাকায় পাহাড়ি ঢলে সড়ক পানিতে তলিয়ে গেছে। ফলে সাজেকগামী যানচলাচল বন্ধ রয়েছে। এর আগে গত সোমবার সকাল ৬টা থেকে গতকাল মঙ্গলবার ভোর ৬টা পর্যন্ত ১৮০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাঙ্গামাটি আবহাওয়া পর্যবেক্ষন কেন্দ্র। বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার শিরীন আক্তার জানান, মোবাইল নেটওয়ার্ক ঠিক মতো পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সার্বিক পরিস্থিতির খবর পেতে বিঘ্ন ঘটছে। পাহাড়ি ঢলে উপজেলার কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। বৃষ্টি এখন কমেছে। বৃষ্টি বাড়লে আরও গ্রাম প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া কয়েক স্থানে গাছ পড়ে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

কোরবানির পশু পরিবহনে তিনদিন চলবে বিশেষ ট্রেন

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির পশু পরিবহনে ক্যাটল স্পেশাল ট্রেন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে রেল ভবনে ঈদযাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। ঘোষণায় বলা হয়, পশ্চিমাঞ্চলে কোরবানির পশু পরিবহনের লক্ষ্যে ১২ থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত ক্যাটল স্পেশাল ট্রেন ১ ও ২ পরিচালনা করা হবে। পূর্বাঞ্চলে ১২ জুন ক্যাটল স্পেশাল ট্রেন ১ ও ২ এবং ১৩ জুন ক্যাটল স্পেশাল ট্রেন ১ পরিচালনা করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক (ডিজি) সরদার সাহাদাত আলী আরও বলেন, ঈদযাত্রা নিরাপদ করতে আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। আশা করছি এবারের ঈদযাত্রা নিরাপদ হবে। নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে ট্রেন পরিচালনা নিশ্চিত করে যাত্রীসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতা রক্ষার জন্য ডিভিশনাল ও জোনাল কন্ট্রোলে পৃথক মনিটরিং সেল গঠন করে কর্মকর্তাদের ইমার্জেন্সি ডিউটি প্রদান করা হবে।

নারায়ণগঞ্জে ডিএনডি খাল থেকে স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ডিএনডি খাল থেকে মো. আনাস (১৪) নামের এক স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে সিদ্ধিরগঞ্জ পুলের কাছে ডিএনডি খাল থেকে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক। নিহত আনাস সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি টিসি রোড এলাকার আলহাজ্ব আলমাসের ছেলে। নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়।

সম্পাদকীয়

এসএসসি: ৫১ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাসের অযোগ্য!

পড়াশোনা করে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হতে বিদ্যালয়ে সন্তানদের পাঠায় পরিবার। ফলাফল ভালো করার জন্য নিয়মিত ক্লাস করে শিক্ষার্থীরা। যদি সারা বছর পড়েও ফলাফল শূন্য হয় তখন বিষয়টা কেমন দাঁড়ায়? আর যারা শিক্ষক তারা কি প্রকৃত শিক্ষক, প্রশ্ন থেকেই যায়। বর্তমানে উন্নয়নশীলের পথে হাঁটছে দেশ। কিন্তু শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যদি ফলাফল এমন শূন্য হয় তাহলে কি দেশ উন্নয়নশীল হবে? সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমনি একটি ঘটনা ঘটেছে। যা কল্পনার বাহিরে। চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষায় সারা দেশে শতভাগ পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দুই হাজার ৯৬৮টি। কিন্তু ৫১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থী এবার পাস করেনি! এবার পরীক্ষায় অংশ নেয়া মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৯ হাজার ৮৬১টি। এর মধ্যে শতভাগ পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দুই হাজার ৯৬৮টি। এ পরীক্ষার ফলাফলে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৮২ হাজার ১২৯ জন। এ বছর পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ২ দশমিক ৬৫ শতাংশ। ছাত্রের চেয়ে ১৫ হাজার ৪২৩ জন বেশি ছাত্রী জিপিএ ৫ পেয়েছে। এবার ফলাফলে সারাদেশে মোট পাস করেছে ১৬ লাখ ৭২ হাজার ১৫৩ জন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়। লিখিত পরীক্ষা শেষ হয় গত ১২ মার্চ। এবার মোট ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০ লাখ ২৪ হাজার ১৯২ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৬ লাখ ৬ হাজার ৮৭৯ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষা দিয়েছিল মোট ২ লাখ ৪২ হাজার ৩১৪ জন। যদিও ৮৩.৪ শতাংশ পাশের হার রয়েছে, তবুও হতাশার বিষয় হলো ৫১ টি বিদ্যালয়ের কেউই পাশ করে নাই! বিষয়টা ভেবে দেখলে অবিশ্বাস্য। তাহলে শিক্ষকরা সারা বছর কি পড়াশুনা করিয়েছে শিক্ষার্থীদের। শিক্ষকদের কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদের কাজ কি শুধু মাসে মাসে বেতন নেওয়া? তাদের থেকে এর জবাবদিহিতা নিতে হবে সরকারকে। এভাবে চলতে থাকলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। অভিভাবকরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আস্থা হারিয়ে ফেলবে এবং ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করাবে না। ভয়াবহ পরিস্থিতি না হওয়ার আগেই এর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব বিদ্যালয়ে পাশের হার শূন্য তাদের বিদ্যালয়ে তদন্ত করে কারণ গুলো চিহ্নিত করে প্রতিকার করতে হবে।

দেশে পাহাড়সম বেকারত্ব বাড়ছে

একদিকে পাহাড়সম বেকারত্ব বাড়ছে অন্যদিকে সরকারি চাকরিতে হাজার হাজার শূন্য পদ থেকে যাচ্ছে। এগুলোতে নিয়োগের যেন কোনো তাগিদ নেই। এক অদৃশ্য শক্তির ইশারায় দিনের পর দিন বন্ধ থাকছে শূন্যপদে নিয়োগ। যেখানে দিন দিন বেকারত্ব বাড়ছে সেখানে হাজার হাজার পদ দীর্ঘদিন খালি থাকা রীতিমত অন্যায়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষ প্রধান, তবুও বিগত কয়েক বছর ধরে নারীদের নেতৃত্বে পরিবারের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেকারত্বের সংখ্যার বিচারে নারীরা পুরুষের তুলনায় ভালো অবস্থানে থাকলেও শতাংশের হিসেবে আবার পুরুষের থেকে পিছিয়ে আছেন তারা। ২০২৩ সাল শেষে দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ৭০ হাজার। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ২৫ লাখ ৯০ হাজার। এ বছর পুরুষদের মধ্যে বেকারত্ব বেড়েছে, কমেছে নারী বেকারের সংখ্যা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। ২০২৪ সালে প্রথম প্রান্তিক অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিন মাসের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়। বিবিএসের হিসেবে বলছে, ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকেও ২৫ লাখ ৯০ হাজার বেকার ছিল। সেই হিসেবে এ বছরের প্রথম প্রান্তিকে বেকারের সংখ্যা বাড়েনি। বর্তমানে বেকারের হার ৩.৫১%, যা ২০২৩ সালের গড় বেকারের হারের চেয়ে কিছুটা বেশি। ২০২৩ সালের গড় বেকারের হার ছিল ৩.৩৬%। বিবিএস আরও জানায়, গত মার্চ মাস শেষে দেশের ১৭ লাখ ৪০ হাজার পুরুষ বেকার ছিলেন। ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকে (মার্চ-জানুয়ারি) সময়ে এই সংখ্যা ছিল ১৭ লাখ ১০ হাজার। অন্যদিকে গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩০ হাজার নারী বেকার কমেছে। এখন নারী বেকারের সংখ্যা ৮ লাখ ৫০ হাজার। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বলছে, শ্রমশক্তিতে এখন ৭ কোটি ৩৭ লাখ ৫০ হাজার নারী-পুরুষ আছেন। তাদের মধ্যে ৭ কোটি ১১ লাখ ৬০ হাজার লোক কর্মে নিয়োজিত। বাকিরা বেকার।অসংখ্য নারী বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। কৃষিকাজ বা বেতনহীন পারিবারিক শ্রম দান থেকে নারীরা বেরিয়ে এসেছে। তার বদলে চাকরী, বিক্রয়-কাজ, ব্যবসা ইত্যাদিতে যুক্ত হয়েছে তারা। অন্যদিকে নতুন কাজে গত ২০ বছর ধরেই ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে যে পুরুষরা পিছিয়ে পড়েছে। "কিছু এগিয়ে গেছেন নারীরা"। তাই নারীদের অবদান সর্বাধিক করার জন্য, আমাদের আনুষ্ঠানিক সেক্টরে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে এবং সুযোগগুলিতে তাদের যোগদান বাড়াতে হবে। সব ধরনের বেকারত্ব মোকাবেলায় সরকারকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে।

পাহাড় নিধন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিন

পাহাড় হচ্ছে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় খুঁটির মতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহত করে এই পাহাড়। একই সঙ্গে পাহাড় হলো মানুষ এবং জীববৈচিত্র্যের সুপেয় পানির আধার। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সৃষ্টিকর্তা আসমান-জমিনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন। জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পরিবেশ রক্ষায় পাহাড় ও প্রাকৃতিক বনভূমির প্রয়োজন অপরিসীম। তবে নির্বিচারে পাহাড় কাটার ফলে জীববৈচিত্র্য নানাভাবে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিবছরই মামলা হয়, অভিযান চলে, বিপন্ন পাহাড় বাঁচাতে আদালতের নির্দেশনাও আসে, তবু পাহাড়ের কান্না থামে না। প্রভাবশালী ব্যক্তি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, এমনকি পারিবারিক স্থাপনাও গড়ে উঠছে পাহাড় কেটে। এই ধ্বংসযজ্ঞে পিছিয়ে নেই সরকারি প্রতিষ্ঠানও। বন বিভাগের কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায়, পাহাড় কাটছে প্রভাবশালীরা। জনবল সংকটে তাদের বিরুদ্ধে সব সময় অভিযান চালানো সম্ভব হয় না, জীবনের ঝুঁকিও আছে। তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা নিয়েও রয়েছে অনেক অভিযোগ। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে থাকা একেকটি পাহাড়। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। বিপন্ন হয়ে পড়ছে প্রাণ-প্রকৃতি। যদিও পাহাড় রক্ষায় দেশে আইন আছে। তবু দেশের মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাচ্ছে শত শত পাহাড়। পাহাড় কাটার সঙ্গে জড়িতরা এতটাই প্রভাবশালী যে, আইন-আদালতও তারা তোয়াক্কা করেন না। পাহাড় রক্ষার দায়িত্বে থাকা লোকজনকে মেরে ফেলেন। প্রতিবাদকারীদের ওপর হামলা করেন। ফলে মাঝেমধ্যে পাহাড় খেকোদের গ্রেপ্তারের কথা শোনা যায়। কিন্তু মূল হোতারা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। পাহাড় কাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বা পরিবেশ আদালতে মামলা করেই পরিবেশ অধিদপ্তরের দায়িত্ব শেষ করে দেন। কিছু পাহাড় ধ্বংসকারীদের আইনানুগ শাস্তি নিশ্চিত করার দায়িত্বও তাদের। পরিবেশ রক্ষায় সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার। সরকারি সব সংস্থার কার্যকর পদক্ষেপে পরিবেশবিনাশী কর্মকাণ্ড থামাতে পারে। দেশের পরিবেশ সুরক্ষার দায়িত্ব যাদের তারা যেন মাসে মাসে বেতন নিয়েই খালাস। পাহাড় নিধন বন্ধের বদলে কেউ কেউ পাহাড় খেকোদের দেওয়া মাসোহারা প্রাপ্তিকেই কর্তব্য বলে ভেবে বসেছেন। একে একে এ পাহাড়গুলো সাবাড় হয়ে যাবে আর প্রশাসন নীরবে দেখবে তা কাম্য হতে পারে না। তাই পাহাড় সংরক্ষণে সবাইকে সচেতন হতে হবে। পাহাড় কাটা, পাহাড়ের বৃক্ষ উজাড়, উন্নয়নের নামে অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণের সঙ্গে যারা যারা জড়িত, তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

স্কুলের খেলার মাঠ রক্ষা করুন

টাঙ্গাইলের সখীপুরে কালিয়াপাড়া মাজেদা মজিদ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে দখল করে ঠিকাদার সড়ক নির্মাণের ইটের খোয়ার স্তূপ বানিয়ে রেখেছেন। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিরাপদে খেলাধুলা করতে পারছে না। পাশাপাশি বায়ুদূষণও ঘটছে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থীদের ওপর। স্কুল কর্তৃপক্ষ বারবার ঠিকাদারকে ইটের খোয়া অপসারণের জন্য তাগাদা দিলেও তিনি বিষয়টি কানেই নিচ্ছেন না। শুধু ইটের খোয়ার স্তূপই নয়, ইট-খোয়া ভাঙা-নেয়ার জন্য ভারী যানবাহনও রাখা হচ্ছে বিদ্যালয়ের মাঠে। সামনে বর্ষা আসছে। এখনই খোয়া অপসারণের ব্যবস্থা না নিলে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন অভিভাবকরা। সড়ক নির্মাণের এসব ইটের খোয়া দ্রুত সরিয়ে মাঠটি সংস্কার করে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা। স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, সেখানে একটি সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে। ঠিকাদার কয়েকদিনের জন্য স্কুল মাঠে একর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ইট-খোয়া রাখার জন্য কয়েকদিন ব্যবহার করবেন বলে জানান স্কুল কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু ঠিকাদার সে কথা রাখেননি। স্কুলের পুরো মাঠ দখল করে তাদের নির্মাণসামগ্রী রেখেছেন। এখন শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার মাঠ খালি করার জন্য বলা হলেও ঠিকাদার কোনো তোয়াক্কা করছেন না। ঠিকাদার এখন নানা অজুহাত দেখিয়ে পার পেয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। দু-এক দিনের মধ্যে ইটের খোয়াগুলো সরিয়ে নেবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছেন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বলেছেন, খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কৃষকের দুঃখ-কষ্ট বোঝার কি কেউ আছে

রহমান মৃধা

আমি প্রতি বছরই সুইডেনে বাংলাদেশি শাকসবজি রোপণ করি। এবার প্রচ-ঠা-র কারণে ঠিকমতো কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। মাটির তাপমাত্রা যতদিন না রাতে ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপর উঠছে ততদিন কোনো কিছুই রোপণ করা সম্ভব নয়। আমি এবার বিভিন্ন জাতের ধান, ছোলা, কলাই, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাল শাক, পালং শাক, ধনেপাতা, গ্রাম-বাংলার জনপ্রিয় টমেটো, লাউ, শিমসহ প্রায় সব ধরনের শীতকালীন শাক-সবজি চাষ করব ভাবছি। এছাড়া সুইডেনে সরিষা, সরিষা খেতে মৌচাক পালনের মাধ্যমে মধু আহরণ, হলুদ, মরিচ, আদা, পেঁয়াজ, স্ট্রবেরিসহ নানা ধরনের ফল এবং গোলাপ, সূর্যমুখী, গাঁদা ফুলসহ বিভিন্ন ধরনের ফুলেরও চাষ করব। ইদানীং সুইডিশদের বাংলাদেশের শাকসবজি রোপণে অনুপ্রেরণা দিতে একটি প্রজেক্ট করেছি, প্রজেক্টের নাম 'ওডলা ইহুপ' একসঙ্গে রোপণ করি। গ্রুপে বেশির ভাগই সুইডিশ তবে আমি এবার একজন আফগান এবং মরক্কোর ছেলেকে সঙ্গে নিয়েছি। ছেলে দুটির একজন সুইডেনে আফগানিস্তানের খাবারসহ নানা ধরনের স্যুভেনির বিক্রি করে। অন্যদিকে মরক্কোর ছেলেটি সরাসরি মরক্কো থেকে কাঁচামাল এনে সুইডেনের বিভিন্ন দোকানে বিক্রি করে। এরা দুজনে আমার প্রজেক্টে জাফরান এবং তরমুজের চাষ করবে বলেছে। সুইডেনে গরম সাধারণত ৩-৪ মাস সময়, যদি সুইডিশ সামার আমাদের অনুকূলে থাকে তবে আশা করেছি আমরা সম্ভব্য কিছু একটা ফলাফল দেখতে পাব এ বছরেই। গতকাল তরমুজ কিনেছি, একটি তরমুজের দাম ৪০০ ক্রোনার। এখানে তরমুজ কেজি দরে বিক্রি হয়। একটি তরমুজের ওজন ৬-১৫ কেজি মতো। এখন বিক্রি হচ্ছে ৪০ ক্রোনার/কেজি। (১০ টাকা = ১ ক্রোনা)। এ তরমুজ এসেছে মরক্কো থেকে। খেতে ভালো এবং মিষ্টি। সিজেনের শুরুতে দাম চড়া তবে আগামী মাস থেকে গ্রিস, তার্কিশ, স্পেন এবং ইতালি থেকে তরমুজ আসতে শুরু করবে তখন দাম কমে ১৫ ক্রোনারের মধ্যে কেজি চলে আসবে। নতুন কিছু বাজারে এলে চাহিদা বেশি হয়, তারপর প্রতিযোগিতা যদি না থাকে তখন দাম চড়া হয়ে থাকে, বিশ্বের সব জায়গায় এটা দেখা যায়। এখন চাহিদা এবং দাম বেশি বলে কাঁচা তরমুজ বিক্রি করলে তো ধরা খেতেই হবে কোনো না কোনো ভাবে। অনেকে গোল আলু আগেভাগে তুলে বিক্রি করে বেশি অর্থ উপার্জন করতে। ঠিক আছে, আলু ছোট হলে সমস্যা নেই কিন্তু কিছু কিছু ফল যেমন– আম, কলা তরমুজ এগুলো তো কাঁচা বা অপরিপক্ব বিক্রি করলে পাবলিক কিনবে না? তারপর ফরমালিন মেশালে হয়তো পাকবে কিন্তু স্বাদ বা মিষ্টি তো সঠিকভাবে পাওয়া যাবে না। এ বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার কিন্তু সেটা মাথায় থাকলেও সবার বিবেকে সেটা থাকে না। যা-ই-হোক সুইডেনে পরিপূর্ণ গাছপাকা ফল পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ দূরপ্রান্ত থেকে আমদানি করে আনতে পথে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে দেখা যায় আম, কলা, পেঁপে, কাঁচা অবস্থায় এসে হাজির হয়েছে। এত সব ঝামেলার কারণে মূলত আমার চেষ্টা যদি সম্ভাব্য কিছু শাকসবজি, ফলমূল রোপণ করতে পারি তবে সুস্বাদু এবং ভেজালমুক্ত খাবার খেতে পারব। তবে খরচ কম হবে না, কারণ এখানে নিজ হাতে কিছু করা মানে আমাদের সময় বিনা পয়সায় ব্যয় হবে। যাকে বলে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হবে। তাহলে কেন কৃষি খাতে এ সময়গুলো দিই? কারণ ভালোলাগা এবং শখ, শখের বিচার কখনও অর্থ দিয়ে হয় না। তারপর প্রকৃতির সঙ্গে সময় দেয়া, নিজ হাতে কিছু করা, সমাজের কথা ভাবা, শারীরিক পরিশ্রম করা, প্রিয়জনকে নিয়ে একসঙ্গে কিছু করা; সব মিলে একটি চমৎকার 'কোয়ালিটি টাইম' এর মূল্য তো একটু বেশি হবেই। এ-তো গেল বিলাসিদের বেলায়, কিন্তু যারা দিনমজুর এবং যাদের পেশাই কৃষিকাজ তাদের কী অবস্থা এবং আমাদের থেকে তাদের জন্য কী ব্যবস্থা? আমি গত কয়েকদিন আগে গণমাধ্যমে দেখেছি বাংলাদেশে একজন কৃষক তার বেগুন গরুকে খেতে দিয়েছে বিক্রি করতে না পারার কারণে। বেচারা যে সময় এবং অর্থ ব্যয় করেছে, তাতে কমপক্ষে তাকে পাঁচ টাকা কেজি না দিলে বা সে বিক্রি করতে না পারলে, এ কাজ তো সে করতে পারবে না। পারবে না তার সংসার চালাতে। পারবে না তার ঋণ শোধ করতে। অন্যদিকে শহরে সেই বেগুন বিক্রি হচ্ছে কমপক্ষে ৪০ টাকা। যেখানে যে রোপণ করল সে বড়জোর পাচ্ছে ১ টাকা! এটা আমাকে কষ্ট দিয়েছে, মূলত সেই কারণে লিখছি যদিও আমার এ লেখার কারণে কোনো পরিবর্তন হবে না, তবুও লিখছি। প্রচারমাধ্যমে শুনছি বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয়, কৃষি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ, ধান-চাল উৎপাদনে সফল ইত্যাদি। কিন্তু এ দেশে লাখ লাখ মানুষ মাসে এক-দুইবার মাছ-মাংস কিনতে পারে না তখন সব পরিসংখ্যান দেখলে আমার কাছে হাস্যকর হয়ে যায়। উৎপাদন অনেক বেড়েছে, কথা সত্য। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় চাঁদাবাজি, ওপেন টেলিফোনে আলোচনা করে দ্রব্যমূল্য চড়িয়ে দেয়ার মতো ঘটনা চলছেই। চলছে দেদারছে দুর্নীতি, অনীতি। এসব তো সরকারকেই দেখতে হবে, নাকি আমি ভুল কিছু বলছি? বাংলাদেশেও এখন তরমুজের সময়। একটি তরমুজ উৎপাদক বিক্রি করছেন ১০-২০ টাকায়, সেটি শহরে এসে হয়ে যাচ্ছে ৩০০ টাকা! তারপর যদি বলা হচ্ছে ভেতরটা দেখতে চাই, লাল কিনা! শুরু হয়ে যায় হাতাহাতি, কারণ ভেজাল। দেশের ফড়িয়া কারবার আগেও ছিল, এখনো আছে। এটি বাজার অর্থনীতির অংশ। কিন্তু এতটা জিম্মি করে কীভাবে তা কিন্তু কারও কাছে অজানা নয়। জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা গেলেই এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে সাধারণ মানুষ। এখন সরকার নিজে যখন জবাবদিহিতা থেকে বহু দূরে, কীভাবে সেটা তারা প্রতিষ্ঠা করবে? এসব সুন্দর কাজ করতে দরকার সুন্দর মনের, প্রয়োজন আইনের শাসন, যা এ দেশে আজীবন অনুপস্থিত! লাখো লাখো নেতাদের মাঝে ভালো সব কাজ অনুপস্থিত হয়ে আছে। কিন্তু এই অনুপস্থিতির জন দায়ী কে বা কারা? ব্যক্তি মালিকানা ভবন, হাওয়া ভবন, নাকি একটু একটু করে সব ভবন? জনগণের ভোটে পাস করা নেতাদের প্রধান এবং প্রথম কাজ হচ্ছে সরকারপ্রধানকে এ পালস বুঝতে সহায়তা করা। মূলত দলীয় নেতাকর্মী, সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা চিন্তাশীল বা সৃজনশীল নাগরিকদের এ কাজগুলো করার কথা। দুঃখের বিষয় এর কোনো একটি সত্তা সরকারপ্রধানকে সঠিক রিপোর্ট করেন কিনা, তা নিয়ে নানা মহলের মতো আমরাও সন্দেহ আছে। অথবা করলেও তা সরকারপ্রধানের চোখ পর্যন্ত পৌঁছে কিনা, জানা নেই। নির্বাচন হয়ে গেছে এবং প্রধানমন্ত্রী পঞ্চম দফা এবং টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করে দেশ চালাচ্ছেন। নির্বাচন বিতর্কিত ছিল এবং দেশে-বিদেশে সমালোচনা হয়েছে, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন সারা দেশে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নেই, কোনো বিক্ষোভ নেই, সড়ক অবরোধ নেই, জ্বালাও-পোড়াও নেই। অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে শান্ত। হয়তো অসন্তোষ দানা বেঁধে আছে বিশাল আকারে। সেটা কারও না বোঝার কথা নয়। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সেটা বোঝা যায়, এ অসন্তোষ যতটা না নির্বাচন ঘিরে তার চেয়ে অনেক বেশি দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দুর্বলতা নিয়ে। আমি দূর প্রবাসে থেকে বলতে পারি, যে অরাজকতা দেশে চলছে তা সামাল দিলে সারা দেশের মানুষের ক্লোধ, ক্ষোভ অনেকটাই প্রশমিত হতে পারত। এখন সেই অরাজকতা সরকারের জানা এবং সে মোতাবেক কাজ করা খুবই প্রয়োজন। এই অরাজকতার মূলে আছে ব্যাংক লুটপাট, মানিলন্ডারিং, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের কর্মচারীদের ঘুষবাণিজ্য, জেলা-উপজেলা পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাদের সাধারণ মানুষের প্রতি অনাচার ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ এবং বক্তব্য।

> **গরিবের পেটের খাদ্য কেড়ে নিয়ে প্রাসাদে বসে আরামে খেলে ক্যান্সার, স্ট্রোক এসব ছাড়া ভালো কিছু হয় কিনা জানিনে। দেশের সমস্যা, বিশেষ কোনো বলার মতো বিষয় নয়, এগুলো সরকারের অবশ্যকরণীয়! কিন্তু সেটা সঠিকভাবে হচ্ছে না। বিদেশে যেসব দূতাবাস রয়েছে তারাও তো সঠিক কাজগুলো করছে না, অথচ মাস গেলে দেশের টাকা ডলারে ভাঙিয়ে বেতন তুলছেন এবং বিদেশে রাজকীয় জীবনযাপন করছেন তারা। আজ যদি দেশের তৎকালীন সাত কোটি বাংলার মেহেনতি মানুষ যুদ্ধ না করত, ত্রিশ লাখ মানুষ জীবন না দিত, সম্ভব হতো কি মন্ত্রী, এমপি, সচিব, ডিসি, এসপি, রাষ্ট্রদূত এসব হওয়া? যাইহোক দেশের ক্ষমতাবান মানুষের কথা শুনলে মনে হয় তারা চাঁদের দেশে বাস করে। তাদের কথাবার্তা শুনলে মনে করিয়ে দেয়। ফরাসি বিপ্লবের সময় (১৭৮৯ সাল) ক্ষমতায় থাকা ফ্রান্সের সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের প্রতাপশালী স্ত্রী-সম্রাজ্ঞী মারি আঁত্তিওনেতকে। তার সময় ফ্রান্সে চলছিল প্রচ- খাদ্যাভাব। ইউরোপের বহু দেশের মতো সাধারণ ফরাসিদেরও প্রধান খাদ্য রুটি বা আলু। খাদ্যাভাবের দুর্যোগে তারা যখন রুটি পাচ্ছিল না**

গরিবের পেটের খাদ্য কেড়ে নিয়ে প্রাসাদে বসে আরামে খেলে ক্যান্সার, স্ট্রোক এসব ছাড়া ভালো কিছু হয় কিনা জানিনে। দেশের সমস্যা, বিশেষ কোনো বলার মতো বিষয় নয়, এগুলো সরকারের অবশ্যকরণীয়! কিন্তু সেটা সঠিকভাবে হচ্ছে না।

বিদেশে যেসব দূতাবাস রয়েছে তারাও তো সঠিক কাজগুলো করছে না, অথচ মাস গেলে দেশের টাকা ডলারে ভাঙিয়ে বেতন তুলছেন এবং বিদেশে রাজকীয় জীবনযাপন করছেন তারা। আজ যদি দেশের তৎকালীন সাত কোটি বাংলার মেহেনতি মানুষ যুদ্ধ না করত, ত্রিশ লাখ মানুষ জীবন না দিত, সম্ভব হতো কি মন্ত্রী, এমপি, সচিব, ডিসি, এসপি, রাষ্ট্রদূত এসব হওয়া? যাইহোক দেশের ক্ষমতাবান মানুষের কথা শুনলে মনে হয় তারা চাঁদের দেশে বাস করে। তাদের কথাবার্তা শুনলে মনে করিয়ে দেয়। ফরাসি বিপ্লবের সময় (১৭৮৯ সাল) ক্ষমতায় থাকা ফ্রান্সের সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের প্রতাপশালী স্ত্রী-সম্রাজ্ঞী মারি আঁত্তিওনেতকে। তার সময় ফ্রান্সে চলছিল প্রচ- খাদ্যাভাব। ইউরোপের বহু দেশের মতো সাধারণ ফরাসিদেরও প্রধান খাদ্য রুটি বা আলু। খাদ্যাভাবের দুর্যোগে তারা যখন রুটি পাচ্ছিল না। সে পরিপ্রেক্ষিতেই মারি আঁত্তিওনেত নাকি বলেছিল, 'রুটি পাচ্ছে না তো কী হয়েছে? ওরা তো কেক খেলেই পারে।' যাদের জনগণের অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট, রাগ-ক্রোধ, হিংসা-শত্রুতা ইত্যাদি সম্পর্কে মোটেও ধারণা, সমবেদনা বা সহমর্মিতা নেই; কেবল তারাই বলতে পারে, 'ভাত পাচ্ছ না তো কী হয়েছে, পোলাও বা বিরিয়ানি খেলেই তো চলে' বা রোজার মাসে শুনেছি এক মন্ত্রী বলেছে, খেজুর কেন বরই দিয়ে ইফতার কর। কেউ বেগুনের পরিবর্তে কাঁঠাল, কেউ মরিচ-পেঁয়াজ, তেল ছাড়া রান্না করতে উপদেশ দেয়। আমার কথা হচ্ছে– ইতিহাসের পুনারাবৃত্তি যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন এবং ভাবুন, 'মধ্যস্বত্বভোগীদের' কারণে উচ্চমহলের সবার পরিবেশ যেন শেষে সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের স্ত্রীর মতো না হয়!

[লেখক : সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন]

আমের অর্থনীতিতে চাঙা ভাব : বিপণন ও সংরক্ষণ জরুরী

ড. মিহির কুমার রায়

আম বাংলাদেশের প্রধান ফল হলেও কাঁঠাল জাতীয় ফল হিসাবে বিবেচিত। প্রতি বছর আমের মৌসুমকে ঘিরে আমচাষী ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে সরকারকে নানা নীতি-পরিকল্পনা নিতে দেখা যায়, আর ভোক্তাদের জন্য সেসব নীতি বেশ জোরেশোরে প্রচার করা হয় গণমাধ্যমে যার মধ্যে আছে আমের উৎপাদন বাড়ানো, যত্নসহকারে বাগানের পরিচর্যা, গাছে সময়মতো স্প্রে করা, হার্ভেস্টিং, ফল সংরক্ষণ, ভেজালমুক্তভাবে বাজারজাতকরণ, বিদেশে রপ্তানিকরণ ইত্যাদি। আমচাষ লাভজনক হওয়ায় অনেক কৃষক শস্যদানা আবাদ বাদ দিয়ে ফসলি জমিতে মৌসুমি ও বারোমাসি আম চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছে যা অর্থনীতির জন্য সুখবর। অভিজাত আমের রাজধানী বলে খ্যাত চাঁপাই নবাবগঞ্জের আমচাষিরা বলেছেন, তাদের এলাকায় গাছে আম পাকা শুরু হলে তারপর আম নামানো হবে, অন্যদিকে বর্তমান রংপুর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও পার্বত্য চট্টগ্রামে এলাকায় হাঁড়িভাঙা, আম্রপালি ও সূর্যপুরী আম সুস্বাদু আমের বাজারে বিশাল জায়গা করে নিয়েছে যার উৎপাদন, বিপণন ও ভোক্তা দিনদিন বাড়ছে। রাজশাহী এলাকায় প্রতি বছর 'ম্যাংগো ট্যুর' গতিপ্রাপ্ত হয়। করোনার সময় থেকে অনলাইনে আম কেনাবেচার প্রবণতা শুরু হলেও বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে আম কেনাবেচার ব্যবস্থা ব্যবসা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভিডিও কলের মাধ্যমে সরাসরি আমের বাগান থেকে পছন্দনীয় জাত ও গাছের আম পাড়া, ওজন দেওয়া, প্যাকেটজাত ও প্রেরণ করার প্রবণতা বেড়ে গেছে। এজন্য বাগানে আমের মুকুল আসার পর থেকে ভিডিও দেখিয়ে ক্রেতা আকর্ষণ করে তার ফলোআপ করার মাধ্যমে অগ্রিম বিক্রির চুক্তিও করেছে কিছু অনলাইন প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে আমের মৌসুম শুরু হলেই কুরিয়ার সার্ভিসের ব্যবসা সরব হয়ে ওঠে। অনেকে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে অভিজাত আম পাঠায়, কেউ কেউ চাকরিস্থলের বড় বাবুকে খুশি করার জন্য কুরিয়ারে আম পাঠানোর আবদার মেটাতে দেখা যায়, আমের জেলাগুলোতে মানুষের আনাগোনা বাড়ে, বহু শ্রমিকদের কাজের সুযোগ তৈরি হয়, বাজারে গতি বাড়ে ও স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। শুধু ফলই নয়, ফলের জুস, আচার, আমসত্ত্ব, লজেন্স, ম্যাংগোবার ইত্যাদির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কারখানা তৈরিতে সরকারি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বেকার যুবকদের জন্য সহযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। এবার পাবনায় আমের ফলন বাম্পার হওয়ায় আম চাষিদের মুখে হাসি ফুটেছে এবং আম থেকে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা আয় হবেবলে আশা করা যায়। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, গত বছর পাবনায় ২ হাজার ৭৩০ হেক্টর জমিতে আমের আবাদ করে ৩৪ হাজার ৯৩৮ মেট্রিক টন আম উৎপাদন হয়, কিন্তু এবারে আমের বাম্পার ফলন হওয়ায় কৃষি বিভাগ এবং চাষিরা আশা করছেন ফলন ৩৫ হাজার মেট্রিক টন ছাড়িয়ে যাবে। পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, আটঘরিয়া, সুজানগর, চাটমোহরসহ বিভিন্ন এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে আম চাষ হচে্ছে। এবারে সদরের দাপুনিয়া, হেমায়েতপুর, মধুপুর, মালঞ্চি, ঈশ্বরদীর দাশুড়িয়া, কালিকাপুর, মাধপুর, সাহাপুর, লক্ষীকুা, সলিমপুরসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমের ব্যাপক ফলন হয়েছে,তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আম্রপালি, লেংড়া, বারি-৪, বারি-১৪, বারি-১১, বারি-৮, গৌরমতি, থাইগ্রিন, গোপালভোগ, চোষা, হাঁড়িভাঙ্গা, হিমসাগর, ফজলি, ব্যানানা ম্যাঙ্গো, ব্র“নাইকিং, কিং অব চাকা পাত, মিয়াচাকি, বৈশাখী, সিন্ধুসহ দেশি-বিদেশি কমপক্ষে ২০ জাতের আম। বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদকপ্রাপ্ত কৃষক ও এআইপি শাহজাহান আলী বাদশা জানান, তিনি এ বছর দুই হেক্টর জমিতে আম চাষ করেছেন যেখানে দেশি-বিদেশি কমপক্ষে ২০ জাতের আম রয়েছে তার বাগানে, গত বছর প্রতি কেজি আম ৫০ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হয়েছে; কিন্তু এবারে তারা আশা করছেন প্রতি কেজি আম গড়ে ৭০ থেকে ১০০ টাকা পাওয়া যাবে, সে হিসেবে এবারে কমপক্ষে ৩৫০ কোটি টাকার আম বিক্রি হবে। রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার ভাল্লুকগাছি গ্রামের আবুল হোসেন জানান, তারা প্রথম দিন গুটি জাতের আম পাড়া শুরু করেছেন। গুটি জাতের এই আম মণপ্রতি বাজারে সর্বোচ্চ ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৪০০ টাকা দরে বিক্রি হবে, ৩০ থেকে ৩৫ টাকা প্রতি কেজি পড়বে, আর এই আম নতুন ফল হিসেবে খুচরা বাজারে ৪০ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হবে মূলত আগামী ১৫ মে থেকে উন্নত জাতের আম গোপালভোগ পাড়া শুরু হবে, এরপর এক এক করে ক্ষীরসাপাত (হিমসাগর), ল্যাংড়াসহ বিভিন্ন নাম ও জাতের আম বাজারে উঠবে। রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বাজারে নিরাপদ, বিষমুক্ত ও পরিপক্ব আম নিশ্চিত করতে এ বছরও 'ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার' প্রণয়ন করা হয়েছে যা অনুযায়ী গাছ থেকে আম সংগ্রহ করতে হবে। রাজশাহীতে এ বছর ১৯ হাজার ৫৭৮ হেক্টর জমিতে প্রায় ৩৩ লাখ ৬৩ হাজার ৯৮৬টি আমগাছ রয়েছে। এবার জেলায ৯৫ ভাগ গাছে মুকুল এসেছিল গত বছর ১৮ হাজার ৫১৫ হেক্টর জমিতে আমবাগান ছিল। এবার বাগান বেড়েছে ১ হাজার ৬৩ হেক্টর জমিতে। এ বছর হেক্টরপ্রতি ১৩.২০ মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে যাঅর্জিত হলে জেলায় এ বছর মোট ২ লাখ ৫৮ হাজার ৪৫০ মেট্রিক টন আম উৎপাদন হবে, সব মিলিয়ে চলতি মৌসুমে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার আম-বাণিজ্যের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। গেল বছর মেহেরপুর জেলায় প্রায় ৩৩ হাজার ৫০০ টন আম উৎপাদন হয়েছিল। এ বছর ২ হাজার ৩৪০ হেক্টর জমির আম বাগান থেকে ৪০ হাজার টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে জেলা কৃষি বিভাগের। মেহেরপুর জেলার আম চাষিদের মতে অনুকূল পরিবেশের কারণে আমের বাম্পার ফলন হয়েছে এবং এই জেলার বিখ্যাত বনেদি জাতের বোম্বাই, হিমসাগর এবং ন্যাংড়ার সঙ্গে রয়েছে ফজলি, আম্রপলি, রুপালিসহ সুস্বাদু বিভিন্ন জাতের আম চাষ আছে, এর মধ্যে বাগান মালিকরা আম ভাঙার কাজ শুরু করে দিয়েছেন, মুজিবনগর আম্রকাননে ১২০০ আম গাছ আছে, ওই এক বাগানে ১২০০ আম গাছ ১২০০ জাতের। লাভজনক হওয়ায় প্রতি বছর কৃষিজমিতে তৈরি করা হচ্ছে আমের বাগান, ১৮ শতক থেকে ৯ শতকের প্রথম পর্যায়ে মুজিবনগর আম্রকানন মেহেরপুরের বড়বাগান, নায়েববাগান, মহাজনপুর আম বাগান, মল্লিক বাগান, হাঁদুবাবুর বাগান, রামবাবুর বাগান, গোপি সুন্দরী ও বিশ্বাস বাগান (বিলুপ্ত); চিৎলা ও আমঝুপি কুঠি বাগান, বারাদি ফার্মের বাগান সবচেয়ে বড় আমের বাগান। এসব বাগানে হিমসাগর, ন্যাংড়া, গোপালভোগ, খিরসাপাতি, খিরসাভোগ, জামাইভোগ, ফজলি, কাঁচামিঠা, কুমড়াজালি, খেজুরছড়ি, পেয়ারাফুলি, নারকেল পাখি, গুলগুলি, আষাঢ়ে, আশ্বিনা, বারোমাসি, মোহনভোগসহ অসংখ্য নাম, রং, স্বাদ ও গন্ধের আম চাষ আছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জানান, জেলায় প্রায় সাড়ে ৩ হাজার হেক্টর জমিতে আম বাগান রয়েছে এবং এখানকার মাটির গুণেই আম খুবই সুস্বাদু। নাটোর জেলায় ২০২২-২৩ মৌসুমের গাছ থেকে নিরাপদ আম সংগ্রহ কার্যক্রম ১৫ মে থেকে শুরু হবে, টানা তিন মাস চলবে এ কার্যক্রম, আঁটি আম দিয়ে শুরু হওয়া এ কার্যক্রম ১৫ আগস্ট গৌরমতি আম পাড়ার মধ্য দিয়ে শেষ হবে। এবার নাটোরের সাত উপজেলার পাঁচ হাজার ৭৪৭ হেক্টর জমিতে আম উৎপাদন হয়েছে। এবারও গত বছরের মতোই ৭৯ হাজার ৭৬৭ টন আম উৎপাদন হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গড়ে এক হাজার ২০০ টাকা মন হিসাবে যার বাজারমূল্য প্রায় ২৩৯ কোটি টাকা, জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার জোয়াড়ীর আম চাষি আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, দীর্ঘদিন থেকে তিনি তার ৪০ বিঘা জমিতে ২৭ প্রকার আম চাষ করছেন, তার দাবি এ ৪০ বিঘা জমিতে অন্য ফসল করলে তিনি বেশি লাভবান হতেন, আম চাষ করে তার কোনো লাভ হচ্ছে না, অল্প সময়ের মধ্যে সব আম পেকে যাওয়ায় কৃষক উপযুক্ত মূল্য পান না বলে তিনি মনে করেন ।আহম্মদপুরের আম ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আড়তদার ও আম চাষি কামরুজ্জামান রউফ ও সদরের একডালা এলাকার আমচাষি আবদুর রহিম বলেন, এবার সঠিক সময়ে আম পাড়া শুরু হবে, এসব আম ঢাকাসহ দেশের বড় শহরগুলোতে সরবরাহ করার জন্য তারা বিশেষ ট্রেন সার্ভিস চালুর দাবি জানান। এদিকে খাগড়াছড়িতে বাড়ছে আম অর্থনীতির পরিধি,প্রতিবছরই বাড়ছে বাগানের সংখ্যা, অনুকূল আবহাওয়া ও পাহাড়ের মাটি আম চাষের উপযোগী হওয়ায় বাড়ছে চাষের পরিমাণ জেলায় ছোট-বড় আম বাগানের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার, আর এ খাতে জড়িত অন্তত ২০ হাজার মানুষ এবং আম উৎপাদনের 'নতুন রাজধানী' এখন খাগড়াছড়ি, চলতি মৌসুমে তিন হাজার ৭৯৩ হেক্টর জমিতে আমের চাষ হয়েছে, হেক্টরপ্রতি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১২ টন, সে হিসাবে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪৫ হাজার ৫২০ মেট্রিক টন, যার বাজার মূল্য প্রায় দুই হাজার ২৭৫ কোটি টাকা। জেলার ৯ উপজেলায় আম চাষির সংখ্যা বাড়ছে খাগড়াছড়ি জেলা সদর, দীঘিনালা, মাটিরাঙা, গুইমারা, পানছড়িসহ সবখানেই বাড়ছে আমের আবাদ। জেলা সদরের কমলছড়ি ইউনিয়নের ভুয়াছড়ি সড়কের পাশে আমের বাগান গড়ে তুলেছেন কৃষক মংশিতু চৌধুরী, প্রায় ৩০ একর পাহাড়ের টিলাভূমিতে আমের বাগান করেন তিনি, বাগানে অন্তত চার হাজার গাছে আমের ফলন এসেছে, চলতি মৌসুমে আমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫০ থেকে ৬০ টন বলে জানিয়েছেন এ কৃষক, খাগড়াছড়ির সদর উপজেলার ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের জোরমরম ও বানছড়া এলাকায় চাষির সংখ্যা প্রায় ১৫০ জন, পুরোএলাকায় আম চাষ হয়েছে, সুজন চাকমা ২০০৭ সালে এ এলাকায় প্রথম বাগান গড়ে তোলেন, ২০ একর পাহাড়ি টিলায় তিনি দুই হাজার আমের চারা রোপণ করেছেন তিনি, চলতি মৌসুমে তার আমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১০০ টন, যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা। এ কৃষক আরও বলেন, 'কীটনাশক ও শ্রমিক মজুরি বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৫ লাখ টাকা, উৎপাদন খরচ বাদ দেওয়ার পরও ৩৫ লাখ টাকার মতো লাভ হবে, মৌসুমের শুরুর দিকে প্রতিকেজি আম বিক্রি হয় ৫০ থেকে ৬০ টাকায়, আম্রপালি, রাংগুয়াই, বারি-৪সহ বিভিন্ন জাতের আম চাষ হয়েছে, চলতি মৌসুমে কৃষক আম বিক্রি করে লাভবান হবেন। এখনো আম আহরণ শুরু হয়নি আমের রাজধানী চাঁপাইনবাবগঞ্জে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আম বাজারজাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নাবী জাতের হওয়ায় দেশের অন্যান্য স্থানের চেয়ে অন্তত দুই সপ্তাহ পর এই অঞ্চলের আম পরিপক্ক হয়। তাই আগের বছরগুলোর মতো এবারও আম আহরণের ক্ষেত্রে কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করেনি স্থানীয় প্রশাসন। গাছে আম পরিপক্ক হলেই শুরু হবে বাজারজাত, চলতি বছর প্রায় দুই হাজার ৪০০ কোটি টাকা আম বাণিজ্যের আশা করছে কৃষি বিভাগ, গত বছরের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৭০০ কোটি টাকা বৃদ্ধির আশা করছে কৃষক। কৃষি বিভাগের তথ্যানুযায়ী জেলায় প্রায় ৩৮ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ করা হয়, গাছের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ২৮ হাজার, চলতি আম মৌসুমে চার লাখ টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তবে আবহাওয়া বৈরী রূপ ধারণ না করলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ধারণা করছেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। আম ব্যবসায়ীরা জানান, চলতি মাসের শেষ দিকে গুটি আম বাজারজাত শুরুর সম্ভাবনা রয়েছে, গুটি আম ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা মন দরে বিক্রি হতে পাওে, আর গোপালভোগ ও ক্ষীরসাপাতা বা হিমসাগর ১৬০০ থেকে দুই হাজার টাকা মন দরে বিক্রি হতে পারে। উদ্যোক্তা রা জানান এ বছর গাছে প্রচুর মুকুল এসেছিল, সে অনুপাতে গাছে তুলনামূলক ভালো ফলন হয়েছে, এ ছাড়া এখন পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় চালী লাভের আশা করছে। তারা হতাশা ব্যক্ত করে জানান, এ বছর হঠাৎ করে আমের প্লাস্টিক ক্যারেট ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে অন্তত অর্ধ কোটি টাকার ক্যারেট মজুদ করেছে, তারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি শুরুকরেছে, গত বছর প্রতি ক্যারেটের দাম ছিল ১১০ টাকা অথচ আমের মৌসুম শুরু না হতেই ১৭০ টাকার নিচে কোনো ক্যারেট বিক্রি করছে না, আম মৌসুম শুরু হলে এই ক্যারেটের দাম আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জানান, চলতি বছর আমের গাছে মুকুলের পরিমাণ বেশি ছিল এবং ফলনের পরিমাণও বেশি হয়েছে। উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে সারা দেশের আম উ্ৎপাদনকারী এলাকা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে চাষের আওতায় জমি/চাষীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যদি আবহাওয়া ও বাজার ব্যবস্থা সহায়ক থাকে তা হলে আর সমস্যাকি? এ ব্যাপারে সরকানী নীতি সহায়তা, প্রসেসিং শিল্প স্থাপনে প্রণোদনা, বাজার ব্যবস্থাপনা, আম সংরক্ষন ইত্যাদি সহায়ক হলে আমের অর্থনীতির চাঙ্গা ভাব আরও জোড়ালো হবে এবং আম ফল হিসাবে দেশের অর্থনীতিতে একটি স্থান করে নিতে পারবে বলে আশা করা যায়। (লেখক: অধ্যাপক (অর্থনীতি), সাবেক পরিচালক, বার্ড (কুমিল্লা), সাবেক ডিন (ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ) ও সিন্ডিকেট সদস্য, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ও এলকপ মনোনীত দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষন টিমের সদস্য)

> **এ কৃষক আরও বলেন, 'কীটনাশক ও শ্রমিক মজুরি বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৫ লাখ টাকা, উৎপাদন খরচ বাদ দেওয়ার পরও ৩৫ লাখ টাকার মতো লাভ হবে, মৌসুমের শুরুর দিকে প্রতিকেজি আম বিক্রি হয় ৫০ থেকে ৬০ টাকায়, আম্রপালি, রাংগুয়াই, বারি-৪সহ বিভিন্ন জাতের আম চাষ হয়েছে, চলতি মৌসুমে কৃষক আম বিক্রি করে লাভবান হবেন। এখনো আম আহরণ শুরু হয়নি আমের রাজধানী চাঁপাইনবাবগঞ্জে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আম বাজারজাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নাবী জাতের হওয়ায় দেশের অন্যান্য স্থানের চেয়ে অন্তত দুই সপ্তাহ পর এই অঞ্চলের আম পরিপক্ক হয়। তাই আগের বছরগুলোর মতো এবারও আম আহরণের ক্ষেত্রে কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করেনি স্থানীয় প্রশাসন। গাছে আম পরিপক্ক হলেই শুরু হবে বাজারজাত, চলতি বছর প্রায় দুই হাজার ৪০০ কোটি টাকা আম বাণিজ্যের আশা করছে কৃষি বিভাগ, গত বছরের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৭০০ কোটি টাকা বৃদ্ধির আশা করছে কৃষক। কৃষি বিভাগের তথ্যানুযায়ী জেলায় প্রায় ৩৮ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ করা হয়, গাছের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ২৮ হাজার, চলতি আম মৌসুমে চার লাখ টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তবে আবহাওয়া বৈরী রূপ ধারণ না করলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ধারণা করছেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। আম ব্যবসায়ীরা জানান, চলতি মাসের শেষ দিকে গুটি আম বাজারজাত শুরুর সম্ভাবনা রয়েছে, গুটি আম ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা মন দরে বিক্রি হতে পাওে, আর গোপালভোগ ও ক্ষীরসাপাতা বা হিমসাগর ১৬০০ থেকে দুই হাজার টাকা মন দরে বিক্রি হতে পারে। উদ্যোক্তা রা জানান এ বছর গাছে প্রচুর মুকুল এসেছিল, সে অনুপাতে গাছে তুলনামূলক ভালো ফলন হয়েছে, এ ছাড়া এখন পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় চালী**

রাইসির মৃত্যু উদযাপনে কেন ইরানিরা নগ্ন ছবি পোস্ট করেছেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুতে একদিকে কালো বোরখা পরিহিত নারীরা শোক পালন করছেন অন্যদিকে একদল রাস্তায় আতশবাজি ফাটিয়ে, পার্টি করে, নগ্ন ছবি প্রদর্শন করে তারই মৃত্যু উদযাপন করছেন। ইরানের এক শ্রেণির নারী-পুরুষ রাইসির মৃত্যুতে আনন্দ করতে গিয়ে নিজেদের নগ্ন ছবি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু কেনো তারা এমনটা করছেন? এ বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং মন্ট্রিলের রাউল-ডানডুর্যান্ড চেয়ারের সহযোগী গবেষক হানিহ জিয়াই বলেন, রাইসির মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে নগ্নতা পোস্ট করা একধরনের 'শ্বাসরুদ্ধকরন' থেকে মুক্তি পাওয়ার বহিঃপ্রকাশ। তারা এতদিন 'দমবন্ধ' পরিস্থিতি অনুভব করেছে। এখন তারা সব কিছু খুলতে চায় এবং এটা হয়তো তারই বহিঃপ্রকাশ।' সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে রাইসির মৃত্যু উদযাপনের জন্য নগ্ন হওয়ার আহ্বান জানান একজন ইরানি ইনফ্লুয়েন্সার।

পাপুয়া নিউ গিনিতে ভূমিধসে চাপা পড়েছেন তিন শতাধিক মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাপুয়া নিউ গিনির উত্তরাঞ্চলে ভূমিধসে তিন শতাধিক মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছেন। প্রত্যন্ত গ্রামের ওই ভয়াবহ ভূমিধসে এক হাজার ১০০টিরও বেশি বাড়ি-ঘর মাটির নিচে চাপা পড়েছে বলে গতকাল শনিবার জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। ইনগা প্রদেশের কাওকালাম গ্রামে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে এক ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় শতাধিক মারা গেছেন। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। দেশটির সংসদ সদস্য আইমোস আকমের মন্তব্যের বরাত দিয়ে পাপুয়া নিউ গিনির সংবাদমাধ্যম পোস্ট কুরিয়ার জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশটিতে ভূমিধসে ৩০০ জনেরও বেশি মানুষ মাটির নিচে চাপা পড়েছেন। এ ছাড়া এক হাজার ১৮২টি বাড়ি চাপা পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হতাহতের বিষয়ে জানতে চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি আকেম। অস্ট্রেলিয়ার ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড ডিপার্টমেন্ট (ডিএফএটি) গতকাল শনিবার জানিয়েছে, ইনগা প্রদেশের মুলিতাকা অঞ্চলে ভূমিধসের কারণে ছয়টিরও বেশি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ডিএফএটি-র মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে জানার জন্য পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রাফিক্স (পিএনজি) কর্তৃপক্ষের।

ভারত-পাকিস্তানে তীব্র তাপপ্রবাহ, সিন্ধুর তাপমাত্র ৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় সিন্দু প্রদেশে গত শুক্রবার তাপমাত্র ৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। পাকিস্তানের আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, গত শুক্রবার সিন্ধুর মহেঞ্জো দারো ছিল সবচেয়ে উষ্ণতম স্থান। সেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। এরপর জ্যাকোবাবাদ ও খয়েরপুর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেশটির অন্তত ২৬ জেলায় তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে। চলতি মাসের শেষ পর্যন্ত দেশটিতে এমন পরিস্থিতি থাকতে পারে বলেও জানানো হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানে হিটস্ট্রোকে গত কয়েকদিনে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, রাজস্থানে হিটস্ট্রোকে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা প্রেদেশেও তীব্র তাপপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। এই তিন প্রদেশে তীব্র গরমের সঙ্গে দেখা দিয়েছে বিদ্যুৎ ও পানির সঙ্কট। গত শুক্রবার রাজস্থানের পালোধি শহরের তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ বছর মরুভূমির এই শহরটিতেই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

কিরগিজস্তান থেকে হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ফিরিয়ে নিলো পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয়দের হামলার ঘটনার পর থেকে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৩৬৮ জন শিক্ষার্থীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়েছে পাকিস্তান। গত চার দিনে এসব শিক্ষার্থীকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম ডন। সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, বিশেষ দুটি ফ্লাইট কিরগিজস্তানে আটকা পড়া আরও ৩৪৮ জন শিক্ষার্থীকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। গত শুক্রবার মধ্যরাতে ও গতকাল শনিবার সকালে ইসলামাবাদ ও লাহোর থেকে ওই ফ্লাইট দুটি কিরগিস্তানের উদ্দেশ্যে উড়াল দেবে। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের (পিআইএ) মুখপাত্র জানিয়েছে, জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থাটি গত চার দিনে আটটি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করে হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে নিজ দেশে ফিরিয়ে এনেছি। আরও তিন শতাধিক শিক্ষার্থী দেশে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন। খুব শিগগির তারা দেশের মাটিতে পৌঁছাবেন। পিআইএর মুখপাত্র আরও বলেন, আমাদের আরও দুটি বিশেষ ফ্লাইট বিশকেকের জন্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একটি ফ্লাইট গত শুক্রবার মধ্যরাতে লাহোর থেকে ছেড়ে যাবে ও অন্যটি গতকাল শনিবার সকাল ৮টায় ইসলামাবাদ থেকে ছেড়ে যাবে। এই দুটি ফ্লাইটে আরও ৩৪৮ জন শিক্ষার্থী বাড়ি ফিরে আসবে। এর ১৩ মে একদল কয়েকজন কিরগিজ নাগরিকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ান কয়েকজন মিশরীয় মেডিকেল শিক্ষার্থী। ওই ঘটনার জেরে ১৭ মে রাতে বিশকেকের বিভিন্ন হোস্টেলে থাকা বিদেশি মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালান স্থানীয় বাসিন্দারা। এমনকি, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বাসভবনে ঢুকেও হামলা চালানো হয়। সেসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশি, পাকিস্তানি ও ভারতীয়রাও রয়েছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী কিরগিজস্তানের মেডিকেল কলেজগুলোতে ৯ থেকে ১৫ হাজার ভারতীয় শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। আর পাকিস্তানি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১ হাজারেরও বেশি। অন্যদিকে, দেশটির সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রায় ১ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন। সূত্র: ডন

চীনে ইসলামি ধাঁচের শেষ মসজিদটিরও গম্বুজ উচ্ছেদ

এফএনএস বিদেশ : ইসলামিক স্টাইলের বৈশিষ্ট্য ধরে রাখা চীনের সর্বশেষ প্রধান মসজিদটি তার গম্বুজ হারিয়েছে। আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে এর মিনারগুলোতে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর মধ্য দিয়ে দেশটির মুসলমানদের উপাসনালয়গুলোকে চাইনিজ স্টাইলে করার জন্য একটি সরকারি প্রচারণা সমাপ্ত হলো। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউনান প্রদেশের ছোট্ট শহরের সবচেয়ে বড় ও জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ শাদিয়ানের গ্র্যান্ড মসজিদ। গত বছর পর্যন্ত ২১ হাজার বর্গমিটারের মসজিদ ভবনটির মাথায় টাইলসের সবুজ গম্বুজ ছিল। একটি অর্ধচন্দ্র, চারটি ছোট গম্বুজ ও উঁচু মিনারের সমন্বয়ে সজ্জিত ছিল এটি। ২০২২ সালের স্যাটেলাইট চিত্রেও দেখা যায়, মসজিদের প্রবেশপথটি উজ্জ্বল কালো টাইলস দিয়ে তৈরি একটি বড় অর্ধচন্দ্র এবং তারা দিয়ে সজ্জিত। অথচ এ বছরের স্যাটেলাইট চিত্র এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে দেখা যায়, মসজিদের গম্বুজটি সরানো হয়েছে এবং হান চীনা স্টাইলের প্যাগোডার ছাঁদ দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মিনারগুলো ছোট করে প্যাগোডা টাওয়ারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কেবল অর্ধচন্দ্র এবং তারা টাইলসের একটি ক্ষীণ চিহ্ন দৃশ্যমান রয়েছে, যা একসময় মসজিদের সামনের ছাদকে চিহ্নিত করেছিল। শাদিয়ান থেকে ১০০ মাইলের কম দূরত্বে অবস্থিত ইউনানের আরেক ঐতিহাসিক মসজিদ নাজিয়াং-এও সম্প্রতি সংস্কারের মাধ্যমে ইসলামিক বৈশিষ্ট্যগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ২০১৮ সালে চীন সরকার ইসলামের সিনিফিকেশন নিয়ে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করে। পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল বিদেশি স্থাপত্যশৈলী প্রতিরোধ করা এবং ইসলামি স্থাপত্যগুলো চীনা বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ করা। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ফাঁস হওয়া একটি মেমোতে দেখা গেছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আরও ভেঙে ফেলার এবং কম নির্মাণের নীতি মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ রুসলান ইউসুপভ বলেন, এই বড় দুটি মসজিদ চীনা ইসলামের সিনিফিকেশন অভিযানের সাফল্যকে নির্দেশ করে। গ্রামে থাকা আরব রীতির ছোট ছোট মসজিদ অবশিষ্ট থাকলেও স্থানীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে সিনিকাইজেশনের বিরোধিতা করা কঠিন হবে। চীনের প্লাইমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি ইতিহাসের শিক্ষক ও ইতিহাসবিদ হান্নাহ থেকার বলেন, মসজিদ সিনিকাজেশন অভিযান প্রদেশ বাই প্রদেশ এগিয়ে গেছে। বেইজিংয়ের অন্যতম দূরবর্তী প্রদেশ ইউনানকে সর্বশেষ সিনিকাজেশন অভিযান চালানো হয়েছে।

জেলেনস্কি ইউক্রেনের বৈধ সরকার নন: পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ায় তার কোনো বৈধতা নেই। রাশিয়া ও ইউক্রেন শান্তি আলোচনা করতে গেলে এই বিষয়টি আইনি বাধা তৈরি করবে। খবর রয়টার্সের। স্থানীয় সময় গত শুক্রবার বেলারুশের রাজধানী মিনস্কে এক সংবাদ সম্মেলনে ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলেছেন পুতিন। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্দার লুকাশেঙ্কো এ সময় তার পাশে ছিলেন। রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রায় আগ্রাসনের তৃতীয় বছরে ইউক্রেন সামরিক আইনের অধীনে থাকায় এই সপ্তাহে মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনের মুখোমুখি হননি জেলেনস্কি। এটি তিনি এবং ইউক্রেনের মিত্ররা যুদ্ধকালীন সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। পুতিন বলেন, 'কিয়েভের সঙ্গে শান্তি সংলাপ ফের শুরুর ব্যাপারটি।

আর্মেনিয়া সীমান্তের চারটি গ্রাম নিয়ন্ত্রণে নিলো আজারবাইজান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: একটি চুক্তির অধীনে আর্মেনিয়া সীমান্তের চারটি গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আজারবাইজান। শুক্রবার সীমান্তবর্তী গাজাখ জেলার চারটি গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আজারবাইজানের সীমান্ত পরিষেবা। এই তথ্য জানিয়েছেন আজারবাইজানের উপ-প্রধানমন্ত্রী শাহিন মুস্তাফায়েভ। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। মুস্তাফায়েভ বলেছেন, সীমান্ত চুক্তির অধীনে আজারবাইজানকে ফেরত দেওয়া এই অঞ্চলের আয়তন ছিল ৬.৫ বর্গ কিলোমিটার (২.৫ বর্গ মাইল)। এপ্রিলে জনবসতিহীন গ্রামগুলোকে আজারবাইজানের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল আর্মেনিয়া। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সংঘর্ষে লিপ্ত আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া। এই চুক্তিটি দেশ দুটির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে একটি মাইলফলক ছিল।

এদিকে, চারটি গ্রাম হস্তান্তর করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আর্মেনিয়ায় বিক্ষোভে নেমেছেন প্রতিবাদকারীরা। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দেশটির প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ানকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে পাশিনিয়ান একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় আর্মেনীয়রা যে স্বদেশের স্বপ্ন দেখেছেন সে কথা তুলে ধরেন। এ সময় কীভাবে জাতীয় সীমানা নির্ধারণ করা সেই প্রক্রিয়ারই একটি অংশ ছিল তা বর্ণনা করেন।

বিনোদন

আরিফিন শুভতে মুগ্ধ হীরামন্ডি নায়িকা

বিনোদন ডেস্ক : তৃতীয়বার কান চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিয়েছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অদিতি রাও হায়দারি। এই মুহূর্তে ভারতের বিখ্যাত পরিচালক সঞ্জয় লীলা বান-সালির 'হীরামন্ডি' ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে বেশ আলোচনায় রয়েছেন তিনি। আর এমন সময়ই অদিতি করলেন বাংলাদেশের অভিনেতা আরিফিন শুভর প্রশংসা। জানালেন বাংলা সিনেমায় অভিনয়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তিনি। কান উৎসবে যোগ দিয়ে ইন্ডিয়ান প্যাভিলিয়নে বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে অদিতি বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই আমার সিনেমায় অভিনয়ের খুব ইচ্ছে ছিল। আমি সব সময় চাইতাম মণি রত্ন, সঞ্জয়লীলা বানসালি, আর ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমার নায়িকা হতে। আমার দুটি স্বপ্ন পূরণ হলেও তৃতীয় স্বপ্নটা এখনও পূরণ হয়নি। কারণ এখনও আমি কোনো বাংলা সিনেমায় অভিনয় করিনি।' অদিতি আরও বলেন, 'বাংলা সংস্কৃতি আমার খুব পছন্দ। তাই এ ভাষায় অভিনয়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আশা করছি, একদিন ভালো পরিচালকের বাংলা সিনেমায় কাজের সুযোগ পাব। ভাষা কোনো বিষয় নয়। যেকোনো ভাষাতেই আমি অভিনয় করতে রাজি, যদি পরিচালক ও সিনেমার গল্প ভালো হয়।' বাংলা সিনেমা করতে আগ্রহী অদিতিকে এ সময় প্রশ্ন করা হয় তিনি বাংলা সিনেমা দেখেন কি-না? উত্তরে অভিনেত্রী জানান, খুব একটা বাংলা সিনেমা এখনও দেখা হয়নি তার।

তবে সম্প্রতি শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত 'মুজিব' সিনেমা তার দেখা হয়েছে। 'মুজিব' সিনেমার প্রসঙ্গ উঠতেই অদিতি প্রশংসায় ভাসিয়ে দেন এ সিনেমার নায়ক আরিফিন শুভকে। অদিতির ভাষায়, তার (আরিফিন শুভ) অভিনয় সত্যিই অবিশ্বাস্য!

কানে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতলেন অনসূয়া সেনগুপ্ত

বিনোদন ডেস্ক : কান চলচ্চিত্র উৎসবের ৭৭তম আসরের প্রতিযোগিতা বিভাগে আঁ সার্তে রিগায় জায়গা করে নিয়েছিল ভারতীয় সিনেমা 'দ্য শেমলেস'। গত শুক্রবার রাতে ঘোষণা করা হয়েছে আঁ সার্তে রিগা বিভাগের পুরস্কার। যেখানে 'দ্য শেমলেস' সিনেমাতে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন কলকাতার অভিনেত্রী অনসূয়া সেনগুপ্ত। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি কানে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতলেন। কানে অফিশিয়াল মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই আলোচনায় ছিল কনস্টানটিন বোজানভ পরিচালিত ভারতীয় সিনেমা 'দ্য শেমলেস'। কানে প্রিমিয়ারের পর থেকেই প্রশংসায় ভাসছিল সিনেমাটি। সিনেমাতে 'রেনুকা' চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনসূয়া সেনগুপ্ত। 'দ্য শেমলেস' সিনেমাটির গল্প একজন যৌনকর্মীকে নিয়ে। যিনি দিল্লির একটি যৌনপল্লিতে এক পুলিশকে হত্যা করে ফেরার হন। এই যৌনকর্মীর চরিত্রেই অভিনয় করেছেন অনসূয়া। অভিনেত্রী তার এই পুরস্কার উৎসর্গ করেছেন বিশ্বের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে, যাদের যে লড়াই করার কথা হয়তো ছিল না কিন্তু করতে হচ্ছে। ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা জানিয়েছে, কলকাতাতেই বড় হয়েছেন অনসূয়া।

মায়ের গয়না বিক্রি করে নির্বাচন করেছেন নিপুণ

বিনোদন ডেস্ক : শিল্পী সমিতির নির্বাচনের আগে ঢাকার তাঁতিবাজারের মুকুট জুয়েলার্সে ১৩ লাখ টাকার গয়না বিক্রি করেছেন বলে জানিয়েছেন সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিপুণ আক্তার। তিনি বলেছেন, গয়নাগুলো ছিল আমার খুব শখের। এবার ভাবুন, এফডিসিকে আমি কতটা ভালোবাসি। শফিকুল আলম পরিচালিত 'সুস্বাগতম' সিনেমায় অভিনয় করেছেন নিপুণ। গত শুক্রবার এটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। সিনেমা ও সমসাময়িক নানা বিষয়ে এই অভিনেত্রী কথা বলেছেন দেশের একটি গণমাধ্যমের সঙ্গে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিপুণ বলেন, একজন মেয়ে প্রয়োজনে তার অন্যান্য প্রিয় জিনিস বিক্রি করলেও গয়না সহজে হাত ছাড়া করে না। কিন্তু আমি সেটি করেছি। কারণ, নির্বাচনে প্রতিদিন আমার কর্মীরা প্রচার-প্রচারণায় খেটেছেন, কাজ করেছেন। পাশাপাশি পোস্টার-ব্যানার করতেও খরচ হয়েছে। এর বাইরে আমি একটি টাকাও কাউকে দিইনি ভোট কেনার জন্য। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি আরও বলেন, গয়না বিক্রি করেছি কি না, তার সত্যতা যাচাইয়ে তাঁতিবাজারের মুকুট জুয়েলার্সে যান। খোঁজ নেন। প্রমাণ পেয়ে যাবেন। তাছাড়া দেশে ফেরার পর আরো অনেক প্রমাণ দেব। শুধু অপেক্ষায় আছি জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তখন ফিরে থলের বিড়াল বের করে দেব। নিপুণ আরও বলেন, 'সুস্বাগতম' সিনেমার গল্পটা খুব পছন্দ হয়েছিল। কারণ, এ ধরনের গল্প আমাদের চলচ্চিত্রে খুব একটা দেখা যায় না। তাই কাজ করতে রাজি হয়ে যাই। আমাকে এখানে অর্চিতা স্পর্শিয়ার মায়ের চরিত্রে দেখা যাবে।

মোদিকে গোলাপ দিলেন কঙ্গনা

বিনোদন ডেস্ক : অভিনয়ের ব্যস্ততা ছেড়ে এখন রাজনীতির ময়দানে বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। প্রথমবারের মতো নির্বাচনে লড়ছেন তিনি। ভারতের লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির হয়ে নির্বাচন করছেন কঙ্গনা। মোদির প্রতি বরাবরই নিজের সমর্থন জানাতে দেখা গেছে অভিনেত্রীকে। এবার নির্বাচনী প্রচারে মোদিকে গোলাপ ফুল দিলেন অভিনেত্রী। নির্বাচনী প্রচারে মোদির মান্ডি সফরের একাধিক ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। এদিন একমঞ্চে পাওয়া গেল মোদি ও কঙ্গনাকে। প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লাল গোলাপ দিয়ে মান্ডিতে স্বাগত জানালেন কঙ্গনা। গত শুক্রবার কঙ্গনার হয়ে মান্ডি সফরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন হিমাচলি টুপি ও অফ হোয়াইট শাড়িতে দেখা মিলল পাহাড়ি কন্যার। প্রধানমন্ত্রীর মাথাতেও ছিল হিমাচলি টুপি। ছবির কঙ্গনা ক্যাপশনে লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীজি, আমরা আপনাকে মান্ডিতে স্বাগত জানাই।' এদিন মোদি-কঙ্গনার যুগলবন্দি দেখতে জনসভায় ভিড় উপচে পড়েছিল।

ঈদের ৫ নাটকে ইয়াশ

বিনোদন ডেস্ক : গত শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে ধ্রুব হাসানের 'ফাতিমা'। নামভূমিকায় আছেন তাসনিয়া ফারিণ। ছবির অন্য প্রধান চরিত্রে আছেন ইয়াশ রোহান। 'ফাতিমা' ও অন্যান্য প্রসঙ্গে অভিনেতার সঙ্গে কথা বলেছেন সংবাদ মাধ্যম। যেভাবে 'ফাতিমা'য় ধ্রুব হাসানের এই ছবির নাম শুরুতে ছিল 'দাহকাল'। পরে নাম বদলে রাখা হয় 'ফাতিমা', প্রধান নারী চরিত্রের নামে। তখনই যুক্ত হন ইয়াশ। 'একদিন ধ্রুব ভাই আমাকে ফোন দিয়ে দেখা করতে বলেন, দেখা হওয়ার পর হাতে একটা পাণ্ডুলিপি দেন। গল্পটি পড়ে ভীষণ মজা পাই, পাশাপাশি আমার জন্য বরাদ্দ চরিত্রটিও আগ্রহী করে তোলে। এভাবেই ছবিটিরর সঙ্গে জড়িয়ে যাই', বলেন ইয়াশ। শুটিং অভিজ্ঞতা পরিচালক ধ্রুব হাসানের প্রশংসা ঝরল ইয়াশের কণ্ঠে। বলেন, 'ভাই ভীষণ ভালো মানুষ। সবচেয়ে ভালো লেগেছে তিনি সবার মতামত খুব গুরুত্ব দিয়ে শোনেন। যদি বোঝেন এই দৃশ্যে আরেকজনের মতামত নিলে আরো ভালো হবে, তিনি সেটাই নিতেন।

ঢাকায় কুরুলুস উসমানের নায়ক

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকায় পৌঁছেছেন জনপ্রিয় তুর্কি সিরিয়াল 'কুরুলুস উসমান' সিরিজের নায়ক। গত শুক্রবার ঢাকার মাটিতে পা রাখেন এ অভিনেতা। বাংলায় ডাবিংকৃত তুরস্কের জনপ্রিয় ধারাবাহিক কুরুলুস উসমানের মাধ্যমে বাংলাদেশের দর্শকের কাছে তুমুল জনপ্রিয়তা পান বুরাক অ্যাজিভিট। এ ছাড়া সুলতান সুলেমানেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। বর্তমানে হোটেল রেডিসন ব্লুতে অবস্থান করছেন বুরাক অ্যাজিভিট। ঢাকায় পৌঁছানোর আগে গত বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিনেতা নিজেই জানান, ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন তিনি। মূলত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণেই বাংলাদেশে এসেছেন বুরাক অ্যাজিভিট। আজ রোববার বাংলাদেশে ভক্তদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের মেরসিতে ১৯৮৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর জন্ম নেন ৬ ফুট উচ্চতার সুদর্শন বুরাক অ্যাজিভিট। তুরস্কের মারমারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে পড়াশোনা করেছেন এ অভিনেতা। ফটোগ্রাফি নিয়ে স্নাতক শেষ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, উসমানী সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট উসমানের ভূমিকায় অভিনয় করে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করেছেন বুরাক অ্যাজিভিট। নেটদুনিয়ায় বিশ্বের প্রায় ১৬ মিলিয়ন মানুষ অনুসরণ করেন এই অভিনেতাকে।

নায়িকা থেকে গায়িকা হচ্ছেন স্বস্তিকা

বিনোদন ডেস্ক : সিনেমার নায়িকা গায়িকাও হয়েছেন। পেয়েছেন দর্শক-শ্রোতাদের প্রশংসাও। শুধু ঢালিউডে নয়, টালিউডেও এমন উদাহরণ রয়েছে। এবার টালিউডের গানের দুনিয়ায় যুক্ত হলো স্বস্তিকা মুখার্জীর নাম। কোন সিনেমায় স্বস্তিকা গাইছেন- এ খবর ভক্তরা জানতে চাইছেন। জানা গেছে, পরিচালক অরিন্দম ভট্টাচার্যের আগামী সিনেমা 'দুর্গাপুর জংশন'-এ তিনি হবেন নেপথ্য গায়িকা। চলতি মাসের শেষে সম্ভবত তিনি গান রেকর্ড করবেন। সিনেমায় তাকে জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীত 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' গাইতে শোনা যাবে। চিত্রনাট্য অনুযায়ী নায়িকার জীবনে নানা ধূসর স্তর। রয়েছে অনেক অন্ধকার অতীত। এক রাতের ঘটনা তাকে সেই অতীতের মুখোমুখি দাঁড় করাবে।

গরুর হাটে চাকরি প্রসঙ্গে যা বললেন ডিপজল

বিনোদন ডেস্ক : শিল্পীদের গাবতলী গরুর হাটে চাকরি দেবেন ডিপজল, এমন একটি বক্তব্য মিশা সওদাগরের মুখে শোনার পর থেকে বেশ সমালোচনার মুখে পড়েছেন শিল্পী সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন ডিপজল। তবে এই বিষয়টি একেবারেই অবান্তর বলে উল্লেখ করেছেন অভিনেতা। সম্প্রতি শিল্পী সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর বলেছেন, শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন ডিপজল শিল্পীদের গাবতলী গরুর হাটে চাকরি দেবেন। এমন সংবাদ কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর পর থেকেই নানা মহলে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। এদিকে বিষয়টি নিয়ে ডিপজলের সঙ্গে যোগাযোগ কো হলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এ কথা আমি কেন বলব! একজন শিল্পী হয়ে আরেকজন শিল্পীকে কি এমন কথা বলতে পারি? এ ধরনের কথা অবাস্তব ও অবান্তর। তিনি সরাসরি এ বক্তব্য নাকচ করে দিয়ে বলেন, শিল্পীদের কাজ সিনেমা করা। সিনেমা বাদ দিয়ে তারা অন্য কোনো কাজ করেন না, করতে চান না। কেউ করে থাকলে, সেটা একান্ত তার নিজের ব্যাপার। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের কেউ কেউ অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় যুক্ত। তার মানে এই নয় যে তারা ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। তাদের মূল পরিচয় শিল্পী। সমিতির প্রত্যেক সদস্যই শিল্পী। এখন সিনেমায় কাজ কমে যাওয়ায় অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তার মানে এই নয় তিনি শিল্পীসত্তা বাদ দিয়ে অন্য পেশায় যুক্ত হতে চান। শিল্পী হিসেবে তার আত্মমর্যাদা রয়েছে। সিনেমার মাধ্যমেই এই মর্যাদা ধরে রাখতে চান।' ডিপজল বলেন, আমি সারা জীবন শিল্পীদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকারের ব্যাপারে কাজ করেছি এবং আমৃত্যু করে যাব। একজন শিল্পীর মর্যাদা ও তার শিল্পীসত্তা সম্পর্কে আমি জানি। আমি শিল্পী হয়ে আরেকজন শিল্পীকে অন্য পেশা বেছে নেওয়ার কথা বলা দূরে থাক, চিন্তাও করি না। তিনি বলেন, আমার বরাত দিয়ে মিশা বা অন্য কেউ 'গরুর হাটে চাকরি দেব' বলে যে কথা বলা হয়েছে, তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা আমি করছি। আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কারো কোনো কথা হয়নি। ফলে যে কথাটি বলা হয়েছে, তা আমার নয়। এ ধরনের কথা অন্তত আমি বলতে পারি না। শিল্পীদের জায়গা শিল্পে, সিনেমায়। সেখানেই তার জায়গা, অন্য কোথাও নয়। আমি যদি পারি, সে জায়গায় সুযোগ করে দিতে, তাহলে তা-ই করব। অতীত থেকে শুরু করে এখনো আমি আমার সিনেমায় শিল্পীদের সুযোগ করে দিয়েছি, দিচ্ছি, ভবিষ্যতেও দেব। শিল্পীদের নিয়ে এর বাইরে কিছু ভাবি না। ডিপজল বলেন, আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি, আমার বরাত দিয়ে যে কথা বলা হয়েছে। যারা এ কথা বলেছে, এর দায় তাদের।

শ্রমিকদের গুলি বর্ষণে জড়িতদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

বরিশাল প্রতিবেদক : নগরীর ফরচুন সুজ কারখানায় বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর হামলা ও গুলিবর্ষণকারীসহ জড়িতদের শাস্তি, আহতদের চিকিৎসার ক্ষতিপূরণ এবং অবিলম্বে সকল শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-বোনাস, ওভারটাইমের সমুদয় টাকা পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট বরিশাল জেলা কমিটির আয়োজনে শনিবার বেলা ১১টার দিকে নগরীর সদর রোডে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দুলাল মল্লিক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাসদের জেলা সদস্য সচিব ডাঃ মণিষা চক্রবর্তী, কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সভাপতি অধ্যাপক মিজানুর রহমান সেলিম, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহ্ আজিজুর রহমান খোকন, বাসদের গোপালগঞ্জ জেলা শাখার আহ্বায়ক অধ্যাপক মোশারেফ হোসেন ঢালী, কমিউনিস্ট পার্টির ঝালকাঠী জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত দাস, ভোলা জেলার নেতা সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ। বক্তরা বলেন, নিরিহ শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষনকারী আনসার সদস্য ও তাদের নির্দেশদাতাদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ সুষ্ট তদন্তের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেওয়াসহ তাদের চিকিৎসার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নতুবা কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সবশেষে একই দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করা হয়। উল্লেখ্য, বরিশাল শিল্প নগরীতে (বিসিক) জুতা তৈরিকারী প্রতিষ্ঠান ফরচুন সু কোম্পানি লিমিটেডে বকেয়া বেতনের দাবিতে ২৩ মে বিকেলে শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করেন। এ সময় কারখানার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যদের লাঠিপেটা ও শটগানের গুলিতে পাঁচজন শ্রমিক আহত হন। এ সময় পরিস্থিতি উত্যপ্ত হয়ে উঠলে শ্রমিকদের নিক্ষিপ্ত ইটের আঘাতে আহত হয়েছে কাউনিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোস্তাফিজুর রহমানসহ পাঁচজন আনসার সদস্য। ভাঙচুর করা হয় কারখানার গ্লাসসহ পার্কিং করে রাখা অসংখ্য যানবাহন।

নাগেশ্বরীতে ফিস্টুলা বিষয়ক আলোচনা সভা

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : ফিস্টুলা হোক অবসান-নিশ্চিত হোক নারীর সম্মান এ প্রতিপাদ্যে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার কচাকাটায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একুশে পদক প্রাপ্ত প্রফেসর সায়েবা আক্তারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মামস্ ইনস্টিটিউট অফ ফিস্টুলা এণ্ড ওমেন্স হেলথ্ ও ফিস্টুলা ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার উপজেলার কচাকাটা থানার মাদারগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিরাপদ মাতৃত্বে ভিভিএফ, আরভিএফ, প্রলাপস্, কমপ্লিট পিরিনিয়াল টিয়ার ও ভ্যাজাইনাল স্টেনোসিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পরে একজন ফিস্টুলা আক্রান্ত সহিমা বেগমের সুস্থতার পর তার পূনর্বাসনের জন্য তাকে একটি গরু প্রদান করা হয়। বল্লভেরখাস ইউপি চেয়ারম্যান এসএম আবদুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন-মামস্ ইনস্টিটিউট অফ ফিস্টুলা এণ্ড ওমেন্স হেলথ্ এর ম্যানেজার নিতাই চন্দ্র কর্মকার, মাদারগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ছাবেদ আলী আজাদ, আমজাদ হোসেন, দিল মোহাম্মদ বাদশা আলমগীর প্রমূখ।

নাগেশ্বরীতে কিশোরীদের লাইফ স্কিল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে বাল্য বিবাহের ফলে কিশোরীদের শারিরীক ও মানসিক প্রভাব বিষয়ক লাইফ স্কিল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর আর্থিক সহযোগিতায়, চাইল্ড নট ব্রাইট (সিএনবি) প্রকল্প ও নারায়ণপুর যুব সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে উপজেলার চরাঞ্চলীয় নারাণপুর ইউনিয়নের উত্তর ডাকডহর এলাকায় শুক্রবার দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মধ্যে ভান্ডরা আল ফালাহ্ জামে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডে ২৫শে মে শনিবার সকাল ১১টায় আল ফালাহ্ জামে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর শুভ উদ্বোধন স্থাপন উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ঠাকুরগাঁও ৩আসনের সাংসদ হাফিজ উদ্দীন আহম্মেদ, পৌর মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা জাতীয় পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক ঠিকাদার আবু তাহের, অত্র মসজিজের সভাপতি জাপা নেতা আইয়ুব আলী, মনজুর আলম, রফিকুল ইসলাম, মোবারক আলী, শ্রমিক নেতা আমজাদ আলী, শরিফুল ইসলাম, মাহবুব ইসলাম প্রমূখ।

বাজারে ধান বেচাকেনার জন্য প্রসিদ্ধ বিজরাবাজার। স্থানীয় ও আশপাশের কৃষকদের থেকে ধান সংগ্রহ করে বিভিন্ন চালকলে বিক্রি করেন ব্যবসায়ীরা। লাকসাম, কুমিল্লা।

হিলিতে কোরবানি ঈদকে কেন্দ্র করে বাড়ছে মসলার দাম

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : এখনো প্রায় একমাস বাকি কোরবানি ঈদ।এর আগেই দিনাজপুরের হিলিতে বেড়েছে মসলা জাত পণ্যের দাম। কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে জিরাসহ মসলা জাতীয় পণ্য আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে ১/২ গাড়ি জিরাসহ অন্যান্য মসলাপণ্য আমদানি হতো।এখন প্রতিদিনই ৫/৭ গাড়ী জিরাসহ মসলা পণ্য আমদানি হচ্ছে। প্রতি টন জিরা আমদানি হচ্ছে ৩ হাজার ১৩০ ডলার মুল্যে। কোরবানি ঈদের একমাস আগে দাম বৃদ্ধিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এটা ব্যবসায়ীদের কারসাজি।তারা অধিক মুনাফার আশায় মসলা জাত পণ্য মজুদ রেখে দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর খুচরা বিক্রেতারা বলছেন,আমরা ভারতীয় জিরা,আদা,চায়না রসুন বিক্রি করি। আমদানিকারকদের কাছ থেকে আমাদের বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। তাই বিক্রিও করতে হচ্ছে বেশি দামে। আমদানিকারকরা বলছেন,ডলার সংকটের কারণে ভারত অভ্যন্তরে জিরাসহ অন্যান্য মসলা জাত পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দাম কয়েক দিনের স্বাভাবিক হয়ে আসবে বলে জানান আমদানিকারকরা। শনিবার দুপুরে হিলি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, এক মাস আগে মানভেদে জিরা বিক্রি হয়েছে প্রতিকেজি ৫৭০ থেকে ৫৮০ টাকা দরে। এখন সেই জিরাই কেজিতে ১৩০ টাকা বেড়ে ৭০০ থেকে ৭১০ টাকা কেজি দরে হচ্ছে। অন্যান্য মসলা পণ্যের দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কালো এলাচ ২৬০০ থেকে ২৯০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও তা এখন ১০০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ২৭০০ থেকে ৩০০০ টাকা কেজি দরে এবং সাদা এলাচ মাঝারি ৩৪০০ শত টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও তা এখন কেজিতে ১০০ টাকা বেড়ে ৩ ৫০০ শত টাকা কেজি দরে, সাদা এলাচ বড় ধরণের ৪১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও তা কেজিতে ১০০ টাকা বেড়ে ৪২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও দারুচিনি, লং, গোল মরিচ,ধনিয়া,কালো জিরা কেজিতে ৫০ থেকে ১০০ টাকা বেড়েছে। এদিকে আমদানিকৃত আদা গেলো শনিবার (১৮ মে) প্রতিকেজি আদা ২৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও শনিবার (২৫ মে) বিক্রি হচ্ছে ২৮০ টাকায়। প্রতিকেজি দেশীয় রসুন ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও আজ বিক্রি হচ্ছে ২৪০ টাকায়। এক মাস আগে দেশীয় শুকনা মরিচ ২৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও আজ তা কেজিতে ৩০ টাকা বেড়ে ২৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর শুক্রবার দেশীয় পেঁয়াজ ৬৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও আজ তা কেজিতে ৫ টাকা বেড়ে ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর ভারতীয় পেঁয়াজ ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। রংপুর থেকে জিরা কিনতে আসা আকবর আলী জানান, আমি এক মাস আগে হিলিতে ঘুরতে এসে তখন ৫৮০ টাকা কেজি দরে জিরা কিনেছি। আজ হিলিতে একটি কাজে এসে জিরা কিনলাম ৭০০ টাকা কেজি দরে। আদা কিনতে আসা ফরহার হোসেন বলেন, কোরবানি ঈদের আগে হঠাৎ করেই আদার দাম বেড়ে গেছে। গত শনিবার প্রতিকেজি আদা বিক্রি হয়েছিল। ২৪০ টাকা কেজি দরে। আমি ৬০ টাকা দিয়ে ২৫০ গ্রাম আদা কিনি। আর শনিবার বিক্রি হচ্ছে ২৮০ টাকা কেজি দরে। ৭০ টাকা দিয়ে ২৫০ গ্রাম আদা কিনলাম। আরেক ক্রেতা ধরন্দা গ্রামের গোলাম মোর্শেদ বলেন, প্রতিবছর কোরবানি ঈদের আগে সব ধরনের মসলার দামে বাড়ে। এবারও বেড়েছে। গেলো শনিবার প্রতিকেজি রসুন কিনি ২০০ টাকা কেজি দরে।

সাতক্ষীরার কলারোয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারী শিক্ষক নিহত, আহত-২

কলারোয়া, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরার করোয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় হেলেনা পারভীন (৪৫) নামের এক নারী শিক্ষক নিহত হয়েছে। সে কলারোয়া উপজেলার ওফাপুর গ্রামের মিজানুর রহমানের স্ত্রী। এ সময় আহত হয়েছে ওই নারী শিক্ষকের স্বামী মিজানুর রহমান (৫৫) ও কন্যা মাহি (৯)। জানা গেছে, শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৬ টার দিকে স্বামী, স্ত্রী ও কন্যাকে সাথে নিয়ে কলারোয়া পৌর সদরে এক আত্মীয় এর বাড়ীতে দাওয়াত খেয়ে তাদের নতুন বাসা বাড়ী যশোরের সাতমাইলে মোটরসাইকেলে রওনা হয়। প্রতিমধ্যে যশোর-সাতক্ষীরা মহা সড়কের হেলাতলা ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন রাস্তার উপর পৌছানো মাত্রই সাতক্ষীরাগামী পরিবহনের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে নারী শিক্ষক হেলেনা পারভীন ঘটনা স্হানে নিহত হয়। পরে খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনা স্হানে পৌছায়ে লাশ উদ্ধার করে কলারোয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে।

নদীতীরবর্তী এলাকার মানুষেরা চরাঞ্চলে কাজ শেষে বাড়িতে ফিরছেন। শহড়াবাড়ি খেয়াঘাট এলাকা, ধুনট, বগুড়া।

শৈলকূপায় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ছুটে চলেছে শিশু! ফেসবুকে ভাইরাল

শৈলকুপা, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় খুনোখুনি ক্যাইজা আর হানাহানিতে বিভিন্ন সময় ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্রের মধ্যে অন্যতম হলো ধারালো রামদা ! তবে ছোট্ট শিশু সেইসব অস্ত্র নিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে সামনের দিকে ! আবার কেউ দেশীয় এই অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ শিশুটির হাতে থাকার কথা ছিল বই খাতা কলম। স্যোশাল মিডিয়া ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এমন ছবিগুলো শৈলকুপার দৃশ্য বলে ফেসবুকে প্রচার চলছে! শৈলকুপায় বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে স্যোশাল মিডিয়া ফেসবুকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্যকর এই ছবি দুটি। একটি শিশু রামদা হাতে সামনে ছুটে চলছে, আরেক শিশু রামদা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। স্যোশাল মিডিয়ায় অবুঝ শিশুর হাতে অস্ত্র সহ এমন ছবি দেখে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ সহ সাধারণ মানুষ। ছবি দেখে তারা শৈলকুপার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ আর সংশয়-শংকা প্রকাশ করছে, শেয়ার করছে, কমেন্ট করছে। ফেসবুকের হোম বা স্ক্রলের সময় দেখামাত্র ইউজাররা লাইক,কমেন্ট করছে যা ভাইরাল হয়ে পড়েছে। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে ছবি দুটি, অনেকে রিল বানাচ্ছে, স্টোরীতে রাখছে আবার অনেকে ট্রল করছে! ঘৃণা প্রকাশ করছে। ভবিষ্যত প্রজন্মের সম্ভাবনা নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করছে। ছবি টি ব্যাপকভাবে শেয়ার চলছে। শৈলকুপা পাবলিক হল ও লাইব্রেরীর সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক স্বপন বাগচী জানান, যদি ক্রিয়েট বা পরিকল্পিত ভাবে শিশুর হাতে অস্ত্র তুলে ছবি করে স্যোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয় তবে প্রশাসন এর দায় এড়াতে পারেনা। একই সাথে তিনি বলেন।

সুজানগরে লিচু ব্যবসায়ীদের প্রতারণার শিকার ভোক্তারা

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরের হাটবাজারে লিচু ব্যবসায়ীদের প্রতারণার শিকার হচ্ছেন ভোক্তারা। বিশেষ করে সুজানগর পৌর বাজারের লিচু ব্যবসায়ীদের কাছে ভোক্তারা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছেন। উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আবদুল মজিদ নামে ভুক্তভোগী এক লিচু ক্রেতা বলেন গত শুক্রবার পৌর বাজারের এক লিচু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫০টি লিচু কিনেছিলাম ১৪০টাকা দিয়ে। বাড়িতে গিয়ে লিচু গুনে দেখি ৫টি লিচু কম। একই ধরনের কথা বললেন সেলিম নামে আরেক ভুক্তভোগী ক্রেতা।

চালকবিহীন বিমানের আবিষ্কারক ২০ বছর পর বাড়ি ফিরলেন

পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানিতে ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত ও পৃথিবীর বিখ্যাত চালকবিহীন হেলিকপ্টার ও বিমানের আবিষ্কারক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. হুমায়ুন কবির ও তার সহধর্মিণী ফরিদা কবিরসহ দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর পর নিজ নানার বাড়ি পাকুন্দিয়া উপজেলার আজলদী গ্রামে এসেছেন। গত শুক্রবার সকালে এ খ্যাতনামা বিজ্ঞানী হেলিকপ্টারে করে পাকুন্দিয়ায় এসে পৌঁছান। এর আগে তিনি ২০০৪ সালে নিজ জন্মভূমিতে এসেছিলেন। বিজ্ঞানী ড. হুমায়ূন কবির উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, দেশের মাটিতে আবারো আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। দেশ মাটি ও মানুষের জন্য সবসময়ই আমার মন কাঁদে। আবারো সবার সাথে দেখা হয়েছে। এটাই আমার জীবনের পরম পাওয়া। তিনি আরো জানান, গত ২২ মে আমেরিকা থেকে সহধর্মিণী ফরিদা কবিরকে সঙ্গে নিয়ে আমি বাংলাদেশে আসি। দু'দিন ঢাকায় অবস্থান করে ২৪ মে পাকুন্দিয়া উপজেলার চন্ডিপাশা ইউনিয়নের বড় আজলদী গ্রামের ছোট ভাই মহসিন কবিরের বাড়িতে আসি। তার আগমনে বাড়ি ও এলাকার মানুষজন ফুল দিয়ে তাকে বরণ করে নেন। এ সময় তার ছোট ভাই মহসিন কবির, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম রেনু, পাকুন্দিয়া থানার ওসি আসাদুজ্জামান টিটু, চন্ডিপাশা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বদরুজ্জামান গোলাপ, উপজেলা শ্রমিক লীগের সাবেক সভাপতি শামীম আহমেদসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনি ৭ দিন কিশোরগঞ্জ সার্কিট হাউজে অবস্থান করে নিজ বাড়িসহ বিভিন্ন স্থানে সফর করবেন। এ সময় নিজ এলাকার মানুষের সাথে মতবিনিময়সহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখার কথাও রয়েছে তাঁর। কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রাম ইউনিয়নের নাগেরগ্রামের কৃতী সন্তান ড. হুমায়ুন কবির বিদেশের মাটিতে একাধিক সফলতা অর্জন করায় তাকে নিয়ে গর্বিত এলাকার মানুষ।

গ্রামের মাঠে ভুট্টা শুকাতে দিয়েছেন এক কৃষক। কবিচন্দ্রদি, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

চালকবিহীন হেলিকপ্টারের আবিষ্কারক জন্মভূমি কিশোরগঞ্জ এলেন

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : যদিও তিনি পৃথিবীর বিখ্যাত চালকবিহীন হেলিকপ্টার ও বিমানের আবিষ্কারক তবুও চালকবিহীন হেলিকপ্টারে চড়েন না তিনি।বলছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানিতে ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত বাংলাদেশের সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. হুমায়ুন কবিরের কথা। নাড়ির টানে তিনি এখন কিশোরগঞ্জ অবস্থান করছেন। তিনি পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ জেলা সার্কিট হাউজে থাকবেন বলে জানা গেছে। গত শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় দীর্ঘ ২০ বছর পর তাঁর নিজ জন্মভূমি কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার চন্ডিপাশা ইউনিয়নের বড় আজলদী গ্রামে আসেন তিনি। এ সময় তাকে স্বাগত জানাতে পাকুন্দিয়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়্যারম্যান মোঃ রফিকুল ইসলাম রেনু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লড়াকু সৈনিক আবদুল মান্নানসহ ভিড় করে গ্রামের হাজারো মানুষ। ২০০৪ ইং সালের (৫ মার্চ) তিনি কিশোরগঞ্জে এসেছিলেন। সেসময় তাকে পাকুন্দিয়া ও কটিয়াদীতে নাগরিক গনসংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিলো। বিজ্ঞানী হুমায়ুন কবির ১৯৮৬ সালে রিমোট নিয়ন্ত্রিত এইচ-৫ হায়েন্স হেলিকপ্টার আবিষ্কার করে পুরো পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দেয়। তিনি বর্তমানে ফিলাডেলফিয়ায় অগাস্টা এরোস্পেস কর্পোরেশনে প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে দায়িত্ব পালন ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিরক্ষা প্রকল্পে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে কর্মরত আছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. হুমায়ুন কবিরের বাবার বাড়ি কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রাম ইউনিয়নের নাগের গ্রামে হলেও পারিবারিক নানান সমস্যার কারণে শৈশব ও কৈশোর কেটেছে জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার চন্ডিপাশা ইউনিয়নের বড় আজলদী গ্রামের নানার বাড়িতে। হুমায়ুন কবির ১৯৫৬ সালে ময়মনসিংহ জেলার রেসিডেন্সিয়াল স্কলারশিপে প্রথম হয়ে ১৯৭০ সালে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭২ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকেও কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্ট করেন। গণিত শাস্ত্র ও গবেষণার প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশি থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থবিদ্যা বিষয়ে অনার্স পড়া শুরু করলেও শেষ হয়নি। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএস করার জন্য ভর্তি হন ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অ্যাট আর্লিংটনে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. হুমায়ুন কবীর এ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি অর্জন করেছেন। ড.হুমায়ূন কবির ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন অষ্টিনের টেক্সাস ইউনিভার্সিটি থেকে।তার গবেষনার বিষয় ছিলো মহাশূন্যযান ও রকেট বিজ্ঞান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লড়াকু সৈনিক আবদুল মান্নান জানান,বিজ্ঞানী হুমায়ুন কবীর সম্পর্কে আমার নাতি হয়। ছোটবেলা থেকেই সে অসম্ভব মেধাবী ছিল। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে সংসার চালানোর জন্য নানার সঙ্গে রাস্তার মোড়ে কেরোসিন বিক্রি করতো।অসম্ভব মেধা এবং কঠোর পরিশ্রমের কারণে আজ তিনি বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তাকে নিয়ে আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত। বিজ্ঞানী ড. হুমায়ুন কবির জানান, বাংলাদেশে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে।

সেনবাগ উপজেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের গঠিন কমিটির সংবর্ধনা

সেনবাগ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলা জাতীয় শ্রমিকলীগের ৪৫ সদস্য বিশিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ কমিটির নেতাকর্মীদেরন সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষে শুক্রবার রাত ১০টার দিকে নব গঠিত কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম রুবেলে সভাপতিত্বে তার বাড়িতে ও সেক্রেটারী আশরাফুল হোসেন প্রকাশ সোহাগ ভান্ডারীকে সঞ্চালনায় ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক বিদায়ী কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে তাদের বিদায় জানান একই সময় বিদায়ী কমিটির সভাপতি সম্পাদক নতুন কমিটির সভাপতি ও সম্পাদককে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন। এ সময় উপস্থিত নেতাকর্মীরাও নতুন কমিটির ফুল দিয়ে ও মিষ্টি মুখ করে বরণ করে নেন। সংবর্ধনার জবাবে সভাপতি ও সম্পাদক গঠিত কমিটির প্রধান উপদেষ্টা স্থানীয় এমপির আলহাজ্ব মোরশেদ আলম এবং নোয়াখালী জেলা কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের কল্যাণে কাজ করে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আহবান জানান। এসময় উপস্থিত সহ-সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ আবু, কামাল উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুল কবির সোহাগ, আবুল কাশেম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আইয়ুব সওদাগর, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন সহ- প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, দপ্তর সম্পাদক মোশারফ হোসেন টিপু, পারভেজ হোসেন, জহিরুল ইসলাম, মোঃ পলাশ, মিলন পাটোয়ারী,সাহাব উদ্দিন, হাসান মাহমুদ, মোস্তফা কামাল, ক্রীড়া সাংস্কৃতিক সম্পাদক খোরশেদ আলম মানিক, সহ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আজিজুল হক, শ্রমিক কল্যাণ ও উন্নয়ন সম্পাদক বেলায়েত হোসেন সুমন, সহ শ্রমিক কল্যাণ ও উন্নয়ন সম্পাদক কামাল হোসেন, ত্রাণ ও পূর্নবান সম্পাদক মহিন উদ্দিন।

ডিমলায় আজো হাটতে পারছেনা ধর্ষিতা শিশুকন্যাটি

নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর ডিমলায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছেনা (০৮) বছরের ধর্ষিতা শিশু কন্যাটি। ধর্ষনের কারণে গুরুত্ব যখমি হয়ে বিছানায় শুয়ে দিন কাটছে তার। হাটতে পারছেনা কোন ভাবেই। এদিকে ধর্ষক এক সন্তানের জনক লম্পট মমিনুর রহমান(২৮) কে গ্রেপ্তার করতে পারেনি ডিমলা থানা পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। একের পর এক ধর্ষন ও আসামি পুলিশের ধরাছোয়ার বাহিরে থাকায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার সচেতন মহল ডিমলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলার অবনতির কথা বলছেন। এবং পুলিশ প্রশাসনের নিরব ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকি নিরাপত্তার অভাবে অনেক সচেতন অভিভাকরা তাদের উড়তি বয়সের কন্যা সন্তানদের নির্বিঘ্নে স্কুল কলেজে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন।

কেশবপুরের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভোগান্তিতে রোগীরা

কেশবপুর, যশোর প্রতিনিধি : যশোরের কেশবপুরের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা নানা ভোগান্তি পোহাচ্ছেন। হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বহিরাঙ্গন আবর্জনায় ভরে থাকে। হাসপাতাল চত্বরে থাকা গভীর নলকূপটি নষ্ট। জেনারেটর থাকলেও সেটি চালু করা হয় না। বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকারে থাকতে হয় রোগীদের। এক বছর ধরে অ্যাম্বুলেন্সের চালকও নেই। বুধবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা গেছে, বহির্বিভাগে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য রোগীদের দীর্ঘ লাইন। আর অন্তর্বিভাগে রোগীদের ভিড়। শয্যা সংকুলান না হওয়ায় বারান্দায় বিছানা পেতে রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখা যায়, মেঝে, সিঁড়ি, বারান্দায় যত্রতত্র ময়লা ফেলে রাখা হয়েছে। এমনকি রোগীদের বিছানার পাশেও আবর্জনা রয়েছে। পুরুষ ওয়ার্ডের উত্তর পাশের একটি শৌচাগারে পানি ভর্তি। শৌচাগারের দরজা খুললেই দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।
বিদ্যুৎ না থাকলে ফ্যান-বাতি বন্ধ হয়ে যায়, তখন অসম্ভব কষ্ট হয়। ঝড়বৃষ্টি হলে মাঝেমধ্যে সারা রাত বিদ্যুৎ থাকে না। আবদুল গণি, রোগী শের আলী শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তিনি বলেন, শৌচাগারের দরজা খুললেই দুর্গন্ধ বের হয়। শৌচাগার পরিষ্কার করা হয় না। হাসপাতালের বারান্দায় চিকিৎসা নেওয়া জাহানপুর গ্রামের আবদুল গণি বলেন, বিদ্যুৎ না থাকলে ফ্যান-বাতি বন্ধ হয়ে যায়, তখন অসম্ভব কষ্ট হয়। ঝড়বৃষ্টি হলে মাঝেমধ্যে সারা রাত বিদ্যুৎ থাকে না। কর্তব্যরত নার্সরা এ সময় বলেন, হাসপাতালের জেনারেটর আছে। কিন্তু তা চালানো হয় না। বিদ্যুৎ চলে গেলে তাঁদেরও ভোগান্তি পোহাতে হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা মজিবর রহমান বলেন, হাসপাতালে বিশুদ্ধ পানিরও সংকট আছে। হাসপাতালের ভেতরে গভীর নলকূপটি নষ্ট। পানি আনতে হয় দূর থেকে। নয়তো পানি কিনে খেতে হয়। তাঁরা সরকারি হাসপাতালে আসেন অল্প খরচে চিকিৎসা পাওয়ার জন্য। এখন যদি পানি কিনে খাওয়া লাগে, তাহলে কীভাবে হয়? হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কেশবপুর ৫০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে মনিরামপুর, সাতক্ষীরার কলারোয়া ও তালা উপজেলা থেকেও রোগী আসেন। রোববার বহির্বিভাগে ৩৮০ জন ও জরুরি বিভাগে ৩৪ জন চিকিৎসা নিয়েছেন।

নদীতে গোসলে গিয়ে নিখোঁজ বরের সন্ধান মেলেনি

বরিশাল প্রতিবেদক : গায়ে হলুদের পর সন্ধ্যা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ বর মিরাজুল ইসলাম আরিফের (২৪) সন্ধান মেলেনি। ঘটনাটি জেলার উজিরপুর উপজেলার গাববাড়ী এলাকার। শনিবার দুপুরে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে উজিরপুর মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তৌহিদুজ্জামান জানান, গাজীপুরের কাশিমপুর থানার সুলতান মার্কেট এলাকার বাসিন্দা মিন্টু খানের ছেলে আরিফ পেশায় স্কয়ার টেক্সটাইল মিলের গাড়িচালক ছিলেন। আরিফ তার দূর সম্পর্কের মামাতো বোনকে বিয়ে করার জন্য পরিবারসহ গত ২২ মে দিবাগত রাতে উজিরপুরের গাববাড়ী এলাকায় আসেন। ২৩ মে সকাল দশটার দিকে গাববাড়ী গ্রামের মৃত নাসির উদ্দিনের মেয়ে নিপা আক্তারের সাথে আরিফের রেজিষ্টি কাবিন হয়। এরপর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার শুরুতে গায়ে হলুদ হয়। পরে ওইদিন বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দুইভাইসহ সন্ধ্যা নদীর চতলবাড়ি এলাকায় গোসল করতে নামেন আরিফ। এ সময় স্রোতের টানে তারা দুই ভাইসহ তিনজনে ভেসে যেতে থাকেন। তখন স্থানীয়রা দুই ভাইকে উদ্ধার করতে পারলেও মুহুর্তের মধ্যে বর আরিফ স্রোতের তোরে পানিতে তলিয়ে যান। পরিদর্শক আরও জানান, ঘটনার পর থেকে স্থানীয়রা ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল নিখোঁজ আরিফের সন্ধানে তল্লাশি করছে। উদ্ধার অভিযানে থাকা বরিশাল নৌ-ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিদের টিম লিডার নজরুল ইসলাম বলেন, শুক্রবার দুপুরের পর পরই তারা নিখোঁজ আরিফের সন্ধানে নদীতে তল্লাশী শুরু করেন।

ডিমলায় কর্মসৃজন প্রকল্পে অনিয়ম

নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর ডিমলায় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির (ইজিপিপি) আওতায় কাজের সুযোগ পায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী। রাস্তার ক্ষুদ্র সংস্কার, কবরস্থান, শ্মশান ঘাটে মাটি ভরাট করা, ঝোপঝাড় পরিষ্কারের মতো কাজ করে থাকেন এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত সুবিধাভোগী দরিদ্র জণগোষ্টীর লোকজন। উপজেলার নাউতারা ইউনিয়ন পরিষদে এই 'কর্মসৃজন কর্মসূচির' তালিকায় জায়গা পেয়েছে ইউপি সদস্যদের ভগ্নিপতি, ভাইয়ের বউ, সন্তান। কিন্তু ইউপি সদস্যদের নিকট আত্মীয় হওয়ায় কোন প্রকার কর্ম করতে হয়না তাদের। এমনকি হাজিরা ছাড়াই সুধিাভোগী হিসেবে নিয়মিত সরকারের টাকা তোলেন তারা। স্বরেজমিনে গিয়ে এর সত্যতা মিলে, নাউতারা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের আনোয়ারের বাড়ি হতে ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত কর্মসৃজন কর্মসূচির কাজ চলমান। কর্মসৃজন কর্মসূচির ১৯১নং কার্ডের সুবিধাভোগী ওই ইউনিয়নের ইউপি সদস্য জাফর উদ্দিনের ছেলে শামীম ইসলাম। ১৩২নং কার্ডের সুবিধাভোগী নার্গিস বেগম ওই ইউপি সদস্য জাফর উদ্দিনের ভাইয়ের বউ। অন্যদিকে ১৫৪নং কার্ডের সুবিধাভোগী আবদুল খবির ৪, ৫, ৬নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য লাকী বেগমের ননদের স্বামী। নাউতারা ইউপি সদস্য জাফর উদ্দিনের ছেলে শামীম ইসলাম। ইউপি সদস্য জাফর উদ্দিন বলেন, আমার ছেলে অতিদরিদ্র হওয়ায় সে প্রকল্পের সুবিধাভোগী। নাউতারা ইউপি চেয়ারম্যান আশিক ইমতিয়াজ মোর্শেদ মনি বলেন, ইউপি সদস্যদের সন্তান বা আত্মীয়স্বজন অতিদরিদ্র হলে তারা এই কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগ করতেই পারেন। তবে কোন অনিয়ম থাকলে তা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ডিমলা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মেজবাহুর রহমান বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই।

কোপা আমেরিকায় প্রথমবার নারী রেফারি

স্পোর্টস ডেস্ক : আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্রে বসতে যাচ্ছে কোপা আমেরিকার এবারের আসর। যেখানে প্রথমবারের মতো নারী রেফারি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কনমেবল। গতকাল এক বিবৃতিতে নারী রেফারিদের নাম ঘোষণা করে সংস্থাটি। আগামী ২০ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত চলবে এবারের আসর। যেখানে ৮ জন নারী রেফারিসহ ১০১ জন ম্যাচ অফিসিয়াল থাকবেন রেফারিংয়ের দায়িত্বে। প্রথম কোনো নারী হিসেবে এই টুর্নামেন্টে রেফারি হিসেবে ম্যাচ পরিচালনা করতে যাচ্ছেন ব্রাজিলের এদিনা আলভেস ও যুক্তরাষ্ট্রের মারিয়া ভিক্টোরিয়া পেনসো। তাদের সঙ্গে ভিএআরের দায়িত্বে থাকবেন নিকারাগুয়ার তাতিয়ানা থ্রিজমান। এছাড়া বাকি নারী অফিসিয়ালরা হচ্ছেন ব্রাজিলের নিউসা বাক, কলম্বিয়ার মারি ব্লানকো, ভেনেজুয়েলার মিদালিয়া রদ্রিগেস এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্রোকি মায়ো ও ক্যাথরিন নেসবিত। প্রথমবারের মতো নারি রেফারিদের ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে লিঙ্গ সমতায় গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছে কনমেবল। বিবৃতিতে সংস্থাটি বলে, '২০১৬ সালেই এটি ভেবে রেখেছিল কনমেবল। অবশেষে এবার সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বাস্তবায়ন করা হলো। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মাঠ ও মাঠের বাইরে নারীদের সফল করার পাশাপাশি পেশাদার করা। এছাড়া বিভিন্ন টুর্নামেন্টে লিঙ্গ সমতা বাস্তবায়ন করা।' ২০২১ সালে প্রথম নারী রেফারি হিসেবে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করেন আলভেস। ২০২২ বিশ্বকাপে বাক এবং নেসবিত একইভাবে ম্যাচ পরিচালনা করার ইতিহাস গড়েন। পেনসো, মায়ো এবং নেসবিত ২০২৪ সালে ফ্রান্স অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টেও ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন।

জাভিকে ছাঁটাই করে ক্ষতিপূরণের মুখে বার্সা

স্পোর্টস ডেস্ক : জাভি হার্নান্দেজকে বরখাস্ত করে বড় অঙ্কের জরিমানাই গুনতে হচ্ছে বার্সেলোনাকে। ২০২৫ সাল পর্যন্ত স্প্যানিশ দলটির সঙ্গে চুক্তি ছিল জাভির। কিন্তু সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ছাঁটাই করায় ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে বার্সাকে। যেটার পরিমাণ ১ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১৯০ কোটি টাকারও বেশি। বার্সেলোনাভিত্তিক স্প্যানিশ দৈনিক ওলা ভ্যানগার্দিয়া জানিয়েছে, এই আর্থিক ক্ষতিপূরণে দুই ভাগে বিভক্ত। প্রধান কোচ হিসেবে জাভি পাবেন অর্ধেকটা। বাকিটা পাবেন কোচিং স্টাফের অন্য সদস্যেরা। আজ রোববার সেভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই শেষ হচ্ছে বার্সালোনায় জাভির অধ্যায়। বিদায়বেলায় আবেগ ছুঁয়ে গেছে এই বার্সা কিংবদন্তিকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জাভি লিখেছেন, 'প্রিয় বন্ধুরা, রোববার বার্সার সঙ্গে আমার যাত্রা শেষ হতে চলেছে। প্রাণের ক্লাবকে ছেড়ে যাওয়া কখনোই সহজ ব্যাপার নয়। তবে আমি খুবই গর্বিত। যে ড্রেসিংরুমকে আমি দ্বিতীয় পরিবার মনে করি, সেই ড্রেসিংরুমের প্রধান হিসেবে আড়াই বছর কাটাতে পেরেছি।' খেলোয়াড়ি জীবনের বেশিরভাগ সময় জাভি কাটিয়েছেন বার্সেলোনায়। ক্লাবটির সঙ্গে তাই তাঁর প্রাণের বন্ধন। ছেড়ে গেলেও তাই আজীবন বার্সার সমর্থক হয়েই থাকবেন বলে জানিয়েছেন জাভি, 'রোববারের পর থেকে আরেকজন বার্সা-ভক্ত হিসেবে তালিকায় যুক্ত হব। খেলা অলিম্পিক স্টেডিয়ামে হোক কিংবা কয়েক মাস পর নতুন ক্যাম্প ন্যুতে হোক, আমাকে গ্যালারিতে দেখতে পাবেন।'

এফএ কাপ জিতলেও ছাঁটাই হচ্ছেন টেন হাগ

স্পোর্টস ডেস্ক : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ৩৪ বছরে সবচেয়ে বাজে নৈপুণ্য ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। অষ্টম স্থানে থেকে লিগ শেষ করেছে। এই অবস্থায় মৌসুমটা ভালোভাবে কাটানোর সর্বশেষ সুযোগ তাদের সামনে। শনিবার এফএ কাপের ফাইনালে তারা লিগ চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটির মুখোমুখি। অবশ্য অগ্নিপরীক্ষার ম্যাচটি কোচ এরিক টেন হাগের জন্য অস্বস্তিরও। ইংলিশ মিডিয়ার খবর, এফএ কাপ জিতলেও তাকে ছাঁটাই করার পরিকল্পনা ইংলিশ ক্লাবটির। দ্য

গার্ডিয়ান জানিয়েছে, বাজে মৌসুম শেষে টেন হাগকে ছাঁটাই করার কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। শেষ পর্যন্ত ম্যানসিটির বিপক্ষে লড়াই শেষে টেন হাগের দুই বছরের অধ্যায়ের ইতি ঘটলে সেটা পুরনো স্মৃতি-ই উস্কে দেবে! একইভাবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড থেকে বিদায় ঘটেছিল ডাচম্যান লুই ফন গালের। ২০১৬ সালে এফএ কাপ ফাইনালে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে জয়ের দুই দিন পর চাকরি ফন গাল হারিয়েছিলেন। আরেক ডাচ কোচ এরিক টেন হাগেরও একই দুর্ভাগ্য বরণ করতে হচ্ছে। ১৯৯০ সালের পর নিজেদের ইতিহাসে সর্বনিম্ন স্থান নিয়ে প্রিমিয়ার লিগ শেষ করেছে তার দল। বিদায় নিয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্ব থেকেও। ব্রিটিশ ধনকুবের জিম র‍্যাটক্লিফ ক্লাবটির চারভাগের একভাগ মালিকানা কিনে নেওয়ার পর থেকেই টেন হাগের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা গুঞ্জন চলছে। ইউনাইটেড অবশ্য জানিয়েছে, ডাচ কোচকে নিয়ে এখনও কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়নি তারা। তবে শনিবারের শিরোপা নির্ধারণী লড়াইয়ের পর তাকে নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ হবে। এদিকে কোচকে নিয়ে সর্বশেষ খবরের পর তার পক্ষে ঢাল হয়ে কথা বলেছেন ম্যানইউ গোলকিপার আন্দ্রে ওনানা। টেন হাগের অধীনে আয়াক্সে খেলা ওনানা বলেছেন, 'উনি ভীষণ ভালো মানুষ, ভালো কোচ। ট্যাকটিক্যালি কতটা ভালো সেটা তো গত মৌসুমেই দেখা গেছে।

চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে চুয়ামেনিকে পাচ্ছে না রিয়াল

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের আগে ধাক্কা খেল রিয়াল মাদ্রিদ। পায়ের ইনজুরির কারণে এ ম্যাচে খেলতে পারবেন না দলটির ফরাসি মিডফিল্ডার অরেলিয়ে চুয়ামেনি। শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই বলেছেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। রিয়াল কোচ বলেন, 'সে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছে, ফাইনাল থেকে ছিটকে

গেছে। আমি মনে করি সে ইউরোর জন্য ফিট হয়ে উঠবে।' বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগ খেলার সময় চোট পান চুয়ামেনি। বাঁ পায়ে স্ট্রেস ফ্র্যাকচারে ভুগছেন তিনি। সেই ম্যাচে ২-১ গোলের নাটকীয় জয় নিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে রিয়াল। শিরোপা লড়াইয়ে আগামী ১ জুন আরেক জার্মান ক্লাব।

উগান্ডা বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় চমক

স্পোর্টস ডেস্ক : দরজায় কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বাংলাদেশ সময় ২ জুন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে শুরু হচ্ছে কুড়ি ওভারের বিশ্ব আসর। ২২ গজের লড়াইয়ের উত্তাপে গা মাখছে ক্রিকেটবিশ্ব। কোন দলের কতদূর যাওয়ার সম্ভাবনা, সেই আলোচনাও চলছে। এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে ২০ দল। তাদের শক্তি-দুর্বলতা ও সম্ভাবনা নিয়েই এই আয়োজন। আজ থাকছে উগান্ডাকে নিয়ে- এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় চমক উগান্ডা। আফ্রিকা অঞ্চল থেকে তারা প্রথমবার নিশ্চিত করছে কুড়ি ওভারের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা। তবে বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলছে, ব্যাপারটা এমন নয়। ১৯৭৫ সালে, যেবার প্রথমবার ওয়ানডে ফরম্যাটের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় ইংল্যান্ডে, সেই বিশ্বকাপেও খেলেছিল উগান্ডা!

মার্তিনেস সেরি আর মৌসুম সেরা

স্পোর্টস ডেস্ক : মৌসুমজুড়ে দারুণ খেলার স্বীকৃতি পেলেন ইন্টার মিলানের লাউতারো মার্তিনেস। ইটালিয়ান সেরি আয় ২০২৩-২৪ মৌসুমের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন বিশ্বকাপ জয়ী এই আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার। নিজেদের ওয়েবসাইটে শুক্রবার আসর সেরাদের নাম ঘোষণা করে সেরি আ। প্রথমবারের মতো মৌসুম সেরার স্বীকৃতি পেলেন ২৬ বছর বয়সী মার্তিনেস। এবার ইন্টারের ২০তম লিগ শিরোপা জয়ে বড় অবদান রাখেন তিনি। ইতালির শীর্ষ লিগে ৩৩ ম্যাচে ২৪ গোল করে সর্বোচ্চ স্কোরার তিনিই, দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইউভেন্তুসের দুসান ভ্লাহোভিচের চেয়ে যা ৮টি বেশি। মৌসুমের সেরা ফরোয়ার্ড নির্বাচিত হয়েছেন ভ্লাহোভিচ। সেরা মিডফিল্ডার ও সেরা ডিফেন্ডার হয়েছেন যথাক্রমে মার্তিনেসের সতীর্থ হাকান কালহানোগলু ও আলেসান্দ্রো বাস্তোনি। মুনসার মিশেল দি গ্রেগোরিও হয়েছেন সেরা গোলরক্ষক। আগামী রোববার সেরি আয় নিজেদের শেষ ম্যাচে ভেরোনার মুখোমুখি হবে ইন্টার। এই ম্যাচ শুরুর আগে মার্তিনেসের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

ভারতের কোচ হওয়া প্রসঙ্গে মুখ খুললেন ভিলিয়ার্স

স্পোর্টস ডেস্ক : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আর ভারতের কোচ হিসেবে থাকবেন না রাহুল দ্রাবিড়। আগামী জুলাই থেকে নতুন কোচ নিয়োগ করবে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা (বিসিসিআই)। এরইমধ্যে আলোচনায় এসেছে রিকি পন্টিং, জাস্টিন ল্যাঙ্গার, স্টিফেন ফ্লেমিং ও এন্ডি ফ্লাওয়ারের মতো ক্রিকেটারদের নাম। ভারতের কোচ হওয়া নিয়ে সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্সের একটি সাক্ষাৎকার নেয় নিউজ১৮ নামের একটি গণমাধ্যম। সেখানে দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি হতে চান কিনা, এমন প্রশ্ন করা হয় ভিলিয়ার্সকে। এমন প্রশ্নে অবশ্য উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি।

মেসিকে বিশ্রাম, প্রতিপক্ষের সমর্থকদের মাঝে ক্ষোভ

স্পোর্টস ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে লিওনেল মেসিকে ঘিরে উন্মাদনা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। তিনি নামেই যেন কেবল ইন্টার মায়ামির খেলোয়াড়, মাঠে নামলেই হয়ে যান সবার। আগেও এমন উদাহরণ মিলেছে অনেকবার, দেখা গেল আবারও। মায়ামির আসছে ম্যাচে তাই আর্জেন্টাইন তারকাকে বিশ্রাম দেওয়ায় ক্ষেপেছেন তাদেরই প্রতিপক্ষ ভ্যানকুভার হোয়াইটক্যাপসের সমর্থকরা! বাংলাদেশ সময় রোববার সকালে কানাডিয়ান ক্লাব ভ্যানকুভারের মাঠে নামবে মায়ামি। মেজর সকার লিগের এই ম্যাচে কেবল মেসিকে নয়, লুইস সুয়ারেস ও সের্হিও বুসকেতসকেও বিশ্রাম দিয়েছেন দলটির কোচ জেরার্দো মার্তিনো। বলার

অপেক্ষা রাখে না, সমর্থকরা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছেন মূলত মেসিকে দেখতে না পাওয়ার খবরে। তবে কোচের জায়গা থেকে সবার আগে খেলোয়াড়দের ফিটনেসকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেন মার্তিনো। "গত শুক্রবার আমরা অনুশীলন করেছি। শেষ করার পর আমি কোচিং স্টাফদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তখনই সিদ্ধান্ত নেই যে (আসছে ম্যাচে) তারা দলের অংশ হবে না।" "মানুষের হতাশা আমরা বুঝতে পারছি, কারণ বিশেষ করে তারা এই খেলোয়াড়দের দেখতে চায়। তবে কোচিং স্টাফ হিসেবে এই অস্বস্তিকর সিদ্ধান্ত নেওয়াই আমাদের কাজ।" মেসি-সুয়ারেসদের মতো তারকা খেলোয়াড়রা যে কেবল মাঠে নয়, মাঠের বাইরেও লিগে নানারকম ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, তা বোঝেন মার্তিনো। তবে, সবকিছুর ওপরে খেলোয়াড়দের জন্য যেটা ভালো, সেটা করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তিনি। "২০ দিনের নোটিসে আমরা আমাদের কর্মকাণ্ড কী হবে, তা জানাতে পারি না। আমরা এই পরিস্থিতি বৃহস্পতিবার পর্যালোচনা করেছি, কারণ এক সপ্তাহে আমাদের তিনটি ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। তবে কখনও কখনও দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটে, যার ফলে খেলোয়াড়রা বিশেষ কোনো ম্যাচে খেলতে পারে না।" ভ্যানকুভার হোয়াইটক্যাপস বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে সমর্থকদেরকে সতর্ক করে দেয় এই বলে যে, তারা যেন আসছে ম্যাচে মেসি, সুয়ারেস ও বুসকেতসের উপস্থিতির আশা না করে। এ বিষয়ে ক্লাবটির সিইও আক্সেল সুশটারের কথায়ও যেন কিছুটা হতাশা মিলে রইল। "এই সপ্তাহান্তের ম্যাচে লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেস ও সের্হিও বুসকেতসের খেলার বিষয়ে যখন আমরা কোনো আনুষ্ঠানিক খবর পেলাম না।

স্বাস্থ্য

হাঁপানি থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন যেভাবে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : অ্যাজমা বা হাঁপানি একটি শ্বাসকষ্টজনিত রোগ। এটির প্রধান লক্ষণই হচ্ছে শ্বাসকষ্ট। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে বছরের যে কোনো সময়েই হাঁপানি সমস্যা বাড়তে পারে। এই রোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বংশগত। তবে হাঁপানি নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগ যদি কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলা যায়। হাঁপানি কি? হাঁপানি ফুসফুসের একটি দীর্ঘমেয়াদী দীর্ঘস্থায়ী রোগ যা শ্বাসনালীকে প্রদাহ এবং সংকীর্ণ করে। শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ হলে শ্বাসনালি ফুলে যায়। এরপর ধীরে ধীরে শ্বাসকষ্ট, কাশি, বুকের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ, বুকে চাপ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। এসবের সমন্বিত রোগটির নামই হাঁপানি।তবে হাঁপানি নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগ যদি কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলা যায়। হাঁপানি কি? হাঁপানি ফুসফুসের একটি দীর্ঘমেয়াদী দীর্ঘস্থায়ী রোগ যা শ্বাসনালীকে প্রদাহ এবং সংকীর্ণ করে। শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ হলে শ্বাসনালি ফুলে যায়। এরপর ধীরে ধীরে শ্বাসকষ্ট, কাশি, বুকের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ, বুকে চাপ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। এসবের সমন্বিত রোগটির নামই হাঁপানি। হাঁপানি কেন হয়? হাঁপানির কোন সুনির্দিষ্ট কারণ নেই। বিভিন্ন ব্যক্তিভেদে হাঁপানির বিভিন্ন বিভিন্ন কারণ হয়ে থাকে যেগুলো হাঁপানি রোগের উৎপত্তি ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে। আবার কিছুকিছু ক্ষেত্রে এ রোগ জেনেটিক বা বংশগত কারণে হতে পারে। বংশে কারও এ রোগ থাকলে পরবর্তী প্রজন্মের যে কারও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এ ছাড়া আরও কিছু কারণ রয়েছে যেগুলো হল, ১. পশুর লোম, আরশোলা, রেণু, ছত্রাক প্রভৃতি হাঁপানির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ২. বায়ুদূষণ, সিগারেটের ধোঁয়া, কারখানার বিভিন্ন উত্তেজক পদার্থ, ঝাঁজালো গন্ধ, ইত্যাদির কারণে হাঁপানির আশঙ্কা বেড়ে যায়। ৩. আবহাওয়ার পরিবর্তন, ঠান্ডা বাতাস, হঠাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তনেও অনেকেও হাঁপানি সমস্যা দেখা দেয়। ৪. বিভিন্ন ব্যথানাশক ওষুধ, অ্যাসপিরিন, হেরোইন প্রভৃতির অতি ব্যবহারের কারণে হাঁপানি হতে পারে। ৫. ব্যক্তিভেদে কিছু খাবার, যেমন গরুর মাংস, চিংড়ি, ইলিশ, বেগুন-এসব খেলে হাঁপানির মাত্রা বাড়তে পারে। হাঁপানির লক্ষণ হাঁপানির লক্ষণগুলি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি এবং আক্রমণ থেকে আক্রমণে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। কিছু সাধারণ হাঁপানির লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে: ১. দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্ট ২. ব্যায়াম করার সময় দুর্বল বা ক্লান্ত বোধ করা ৩. ক্লান্ত বোধ, খিটখিটে মেজাজ, ৪. হাঁচি, মাথাব্যথা, কাশি, গলা ব্যাথা, নাক দিয়ে পানি পড়া, নাক বন্ধ হওয়া ৫. বুকে ব্যথা, চাপ বা শক্ত হয়ে যাওয়া, শো শো শব্দ করা ৬. রাতে কাশি বেড়ে যাওয়া ৭. ঘুমের সমস্যা ৮. নাকে-মুখে ধুলাবালু গেলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়া হাঁপানি নিয়ন্ত্রণের উপায়১. হাঁপানি সমস্যায় মধু খেতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ১ চামচ মধুর সঙ্গে সামান্য দারুচিনির গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে খেতে পারলে শ্বাসকষ্ট অনেকটাই কমে যাবে। হাঁপানি ছাড়া সর্দি-কাশিতেও এই মিশ্রণ খুবই উপকারী।

২. লেবুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এক গ্লাস পানির মধ্যে লেবুর রস এবং সামান্য চিনি দিয়ে রোজ খেয়ে দেখতে পারেন। হাঁপানির কষ্ট অনেক কম হবে।

৩. পানির মধ্যে এক টুকরো আদা ফেলে ফোটান। এবার পাঁচ মিনিট রেখে সেই মিশ্রণ খেয়ে নিন। শুধু হাঁপানি নয়, জ্বর, সর্দি-কাশি নয়, যে কোনো রোগেই সমান উপকারী আদার রস। ৪. পেঁয়াজ যে কোনো প্রদাহজনিত রোগ উপশমে খুবই উপকারি। তা ছাড়া নাসাপথকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। শ্বাসকষ্ট দূর করতে কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে দেখতে পারেন। ৫. পানি সমস্যায় ল্যাভেন্ডার তেল খুবই কার্যকরী। ১ কাপ গরম পানির মধ্যে ৫-৬ ফোঁটা ল্যাভেন্ডার তেল ফেলে ধীরে ধীরে ভেপার (ভাপ) নিন। দ্রুত উপকার পাবেন। ৬. ধুলো-বালি, ধূমপান, কলকারখানার রাসায়নিক বা গ্যাস, ঠান্ডা বাতাস যেসব কারণে হাঁপানি বেড়ে যায় সেসব কারণ থেকে দূরে থাকতে হবে। ৭. হাঁপানির সমস্যা থাকলে অতিরিক্ত ব্যায়াম করা থেকে বিরত থাকা উচিত। ৮. তীব্র হাঁপানি রোগীদের সবসময় সাথে ইনহেলার রাখা উচিত। কারণ দ্রুত শ্বাসকষ্ট কমাতে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থায় অ্যাজমা রোগীদের মুখে খাবার ওষুধের চেয়ে ইনহেলার ব্যবহার করতে বলা হয়।

গরমে ডায়রিয়ার ঝুঁকি, প্রতিরোধে যা করবেন

স্বাস্থ্য ডেস্ক : দূষিত খাবার বা পানি খেলে ডায়রিয়া হতে পারে। সংক্রমণ, খাদ্য অসহিষ্ণুতা, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যাসহ বিভিন্ন কারণে ডায়রিয়া হয়। আমাদের দেশের গরম আবহাওয়াও ডায়রিয়ার ঝুঁকি বাড়াতে অবদান রাখে। গরম আবহাওয়া দায়ী কেন? ডিহাইড্রেশন : গরম আবহাওয়ায় মানুষ বেশি ঘামে। পর্যাপ্তভাবে তরল গ্রহণ না করলে ডিহাইড্রেশন হতে পারে। ডিহাইড্রেশন অন্ত্রের স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এবং সেখান থেকে ডায়রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। শরীর যখন অতিরিক্ত তরল হারায়, তখন এটি কোলন থেকে পানি টেনে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করে। এর ফলে মল আলগা হয়, দানাদার হয় না। বাসি খাবার : উষ্ণ তাপমাত্রা ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে। সালমোনেলা ও ই. কোলাই নামের দুটি ব্যাকটেরিয়া অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়ায়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া : খাবার বা পানীয় যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হয়, তবে সেখানে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে। এসব ব্যাকটেরিয়া সংখ্যায় বেড়ে গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সংক্রমণ ও ডায়রিয়া সৃষ্টি করে। পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাস : ক্ষুধা ও খাদ্যাভ্যাসের ওপর গরম আবহাওয়া প্রভাব ফেলে। এ সময় হালকা খাবার বেছে নিতে হয়।

যে অভ্যাস বাড়ায় কঠিন রোগের ঝুঁকি

স্বাস্থ্য ডেস্ক : ধূমপানের কারণে কঠিন সব রোগের ঝুঁকি বাড়ে। জানলে অবাক হবেন, আপনি যদি ধূমপান নাও করেন, তবুও কঠিন রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে স্থূলতা। বর্তমানে অনেকেই সারাদিন অফিসে বসে দীর্ঘক্ষণ কাজ করেন। আর এই বসে বসে কাজ করতে গিয়ে শরীরে বাসা বাঁধছে একাধিক রোগ। সম্প্রতি স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুধীর কুমার এই ব্যাপারে সচেতন করলেন। তার সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল এক্সে একটি পোস্ট করেন তিনি। সেখানে তিনি জানান, দীর্ঘ সময় ধরে বসে বসে কাজ করলে ওবিসিটি বা সিগারেট খাওয়ার কারণে যে রোগ হয় তা হতে পারে। এমনকি বাড়তে পারে মৃত্যুর ঝুঁকিও। দিনে আট ঘণ্টা বসে থাকলে কঠিন সব রোগের ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। এই বিশেষজ্ঞের মতে, দিনে একটানা আট ঘণ্টা বসে থাকলে ও কোনো শরীরচর্চা না করলে কঠিন ব্যাধি বাসা বাঁধতে পারে দেহে। এই ব্যাধিগুলো সিগারেট খেলে বা ধূমপান করলেও হয়। অন্যদিকে ওবেসিটি অর্থাৎ অতিরিক্ত ওজন থেকেও এই রোগগুলি হতে পারে। অর্থাৎ ওবেসিটি ও ধূমপানের কারণে যে রোগ হয়, সেগুলোই বাসা বাঁধবে শরীরে। কোন

কোন রোগের ঝুঁকি বাড়ে? >> ক্রনিক রোগের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। >> এই রোগের তালিকায় আছে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগগুলো। >> ওজন বেড়ে যেতে পারে। যা একসময় ওবেসিটির আকার ধারণ করতেতে পারে। >> রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। >> হার্টের রোগের ঝুঁকি বাড়ে। >> এমনকি কিডনির রোগের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। কী করলে কমবে এসব রোগের ঝুঁকি? >> প্রতিদিন শরীরচর্চা করতে হবে। এর জন্য নিয়মিত দিনে ৩০-৪০ মিনিট ব্যয় করুন। >> কাজের মাঝে মাঝে উঠে কিছুটা সময় হাঁটতে হবে। >> স্বাস্থ্যকর খাবার রাখুন পাতে। জাংক ফুড, ফাস্ট ফুড, প্রসেসড ফুড এড়িয়ে চলতে হবে। >> যেহেতু পরিশ্রম কম হচ্ছে। তাই খাবারের পরিমাণ কমান।

গরমে ভাইরাস জ্বর হলে করনীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : প্রচণ্ড গরমে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বিশেষ করে ছোট-বড় অনেকেই এখন ভুগছেন ভাইরাস জ্বরে। এর লক্ষণ হিসেবে দেখা দিচ্ছে- হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, সারা শরীরে ও হাতে-পায়ে ব্যথা, মাথাব্যথা, খাবারে অরুচি, বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া। এছাড়া ত্বকে ফুসকুড়ি দেখা দেওয়া, শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, শীত শীত অনুভূত হওয়া ও কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা এসবই ভাইরাস জ্বরের লক্ষণ। শিশুদের অতিরিক্ত জ্বরের কারণে কখনো কখনো খিঁচুনি হতে পারে। জ্বরের পাশাপাশি এসব লক্ষণ দেখলে দ্রুত জ্বর কমানোর জন্য প্রথমে দেহের তাপমাত্রা কমানোর ওষুধ প্যারাসিটামল খাওয়াতে হবে রোগীকে। ভাইরাস জ্বরে অ্যান্টি বায়োটিক কার্যকর নয়। শিশুদের ক্ষেত্রে জ্বর হলে একটু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। জ্বর হলে প্রাথমিকভাবে কুসুম গরম পানি দিয়ে স্পঞ্জিং করতে হবে। খুব ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা ঠিক নয়। পুরো শরীর কুসুম গরম পানিতে ভেজানো নরম কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে টানা কয়েক বার আলতো করে মুছে দিলে শরীরের তাপমাত্রা কমে যায় ও খুব ভালো বোধ করে আক্রান্ত রোগী। জ্বরের মাত্রা বাড়লে মাথায় পানি দিতে হবে। রোগীকে ফ্যানের বাতাসের নিচে রাখুন। জ্বর ও ব্যথা কমাতে মাত্রা অনুযায়ী প্যারাসিটামল সিরাপ/ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। উচ্চমাত্রায় জ্বর ১০৩ ডিগ্রিতে পৌঁছালে মলদ্বারে প্যারাসিটামল সাপোজিটরি ব্যবহার করা যেতে পারে। রোগীকে খাবার স্যালাইন, ফলের রস, শরবত ইত্যাদি তরল খাবার বেশি বেশি খাওয়াতে হবে। অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। তবে তরল খাবার অবশ্যই বেশি বেশি দিতে হবে। টকজাতীয় ফল জাম্বুরা, আমড়া, কমলা, লেবু ইত্যাদি খাওয়া ভালো। জ্বর তিন দিনের মধ্যে না সারলে ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। বিশেষ করে শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি, অতিরিক্ত বমি, পাতলা পায়খানা ও ত্বকে ফুসকুড়ির জন্য দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে নিকটস্থ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।